**Hitesranjan Sanyal Memorial Collection**
**Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Record No. | CSS 2000/119 | Place of Publication: | Calcutta |
| | | Year: | 1291b.s. (1884) |
| | | Language | Bangla |
| Collection: | Indranath Majumder | Publisher: | ? |
| Author/ Editor: | Ambikacharan Gupta | Size: | 10.5x17cms. |
| | | Condition: | Brittle |
| Title: | Sangsar Sangini | Remarks: | Fiction – novel. |

পরমারাধ্য, ভক্তি ভাজন

শ্রীযুক্ত কবিরাজ মাধবচন্দ্র গুপ্ত পিতৃদেব

মহাশয়ের শ্রীপদরাজীবে।

জগদেক দেব,

ভাষায় এমন কথা নাই যে আপনাতে তাহা প্রয়োগ করিলে মনের ভক্তি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার পূর্ণ বিকাশ পায়, বা এমন কোন কাজও নাই যে তাহাতে সে বাসনা চরিতার্থ হয়। দীনা "সংসার সঙ্গিনীকে" আপনার পদপঙ্কজে অর্পণ করিতেছি তাহাতেই যে আমার সে আশা, সে আকাঙ্ক্ষা, সে সাধ মিটিল এমত নহে। তবে অম্বুদ-অঙ্ক গত বিচিত্র ধনুর ন্যায় ক্ষণিক জীবনের অস্তিত্বের কথা বলা যায় না, কখন আছে, কখন নাই; এ পর্য্যন্ত যতদূর হইল তাহাতেই যথা কথঞ্চিৎ তৃপ্তিবোধ করিলাম।

কলিকাতা
১৮ই চৈত্র ১২৯১ সাল

প্রণত
শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

## বিজ্ঞাপন।

"সংসার সঙ্গিনী" আজি কালিকার একটী গার্হস্থ্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। এজন্য ইহার গল্পের ততটা পরিপাট্য নাই। প্রকৃত ঘটনা যতদূর সাধ্য বজায় করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। তবে করুণ রসের উত্তেজনা জন্য দুই একটী স্থলে সত্যের অপলাপ করিতে হইয়াছে, সে জন্য পাঠক গণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

কলিকাতা<br>১৮ই চৈত্র ১২৯১ বঙ্গাব্দ } শ্রীঅম্বিকা চরণ গুপ্ত

# সংসার সঙ্গিনী।

আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রী করা হইল।

# সংসার সঙ্গিনী।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

অতি অল্পদিন হইল, অনুমান হয় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর লৌহবর্ত্ম বারাণসী পর্য্যন্ত প্রসারিত হইবার দুই তিন বৎসরের ভিতর অগ্রহায়ণ মাসের শেষাশেষী একদিন অপরাহ্ন সময়ে একখানি রেলওয়ে ট্রেণ শত শত আরোহী বহন করিয়া "শক্তিগড়" ষ্টেশন হইতে পবনবেগে বর্দ্ধমানের দিকে ছুটিতেছিল। শকট-শ্রেণীর পশ্চাদ্দিকে ব্রেক ভ্যানের পাশের একখানি গাড়িতে দীননাথ চৌধুরী নামক হুগলী জেলার একটী ভদ্রলোক আপন সহধর্ম্মিণী, দুইটী পুত্র, একটী কন্যা এবং অবগুণ্ঠনবতী আর একটী কামিনীকে লইয়া পশ্চিম যাইতেছিলেন। গাড়ীখানির দুইখানি বেঞ্চ তাঁহাদিগের একচেটিয়া (রিজার্ভ) করা ছিল,—সুতরাং তাহাতে অন্য কোন আরোহী ছিলনা। দীননাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর বয়স আনুমানিক ত্রয়োদশ, মধ্যমটীর একাদশ, সর্ব্ব কনিষ্ঠ কন্যাটীর বয়স নয় বৎসরের ঊর্দ্ধ নহে।

আমাদিগের বক্ষ্যমান উপন্যাসের সহিত কন্যাটীর কিছু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় অগ্রে তাঁহারই নামোল্লেখ করিব,—তাঁহার নাম অমলা । দুইটী পুত্রের কোলে কন্যা অমলা পিতা মাতার বড় সোহাগের। অমলা মাতার অঙ্ক আলোকিত করিয়া বসিয়াছিলেন, আর অগ্রজেরা দুইজন দুইদিকে গাড়ীর বাহিরে মুখ বাহির করিয়া ঘূর্ণায়মান গ্রামপল্লী, গাছপালার শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। অবগুণ্ঠনবতী কামিনীটী অমলার পিতৃব্যপত্নী। তাঁহার স্বামী মুঙ্গেরে কর্ম্ম উপলক্ষে অবস্থিতি করেন। দীননাথ তাঁহাকে স্বামীসকাশে পৌঁছিয়া আপন পুত্র কন্যাগণকে তথায় রাখিয়া বারাণসী যাইবার উদ্দেশে পশ্চিম যাত্রা করিয়াছিলেন। দেশে তাঁহার অন্য অবিভাবক কেহ ছিলেন না ;—এই জন্যই তিনি সপরিবারে পশ্চিম প্রবাসের প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

একে শীতকাল তায় বেলাবসান,—সূর্য্যদেব আকাশের একপাশে পড়িয়া অস্ত যাইতেছেন,—এখন সে তেজ নাই,—সে জ্যোতি নাই,—নিতান্ত নিস্তেজ নিষ্প্রভ,—যেন আলেখ্যের ছবিখানি ধীরে ধীরে মানব দৃষ্টির অতীত পথে প্রস্থান করিতেছে, অথবা কুরুক্ষেত্রশায়ী শরশয্যাগত ভীষ্মদেবের ন্যায়, বল থাকিতেও নির্বল,—তেজ থাকিতেও প্রতিভাশূন্য, সময়স্রোতে ডুবিতে যাইতেছেন। উত্তরগামী রেলওয়ে শকটের সন্তাড়নে উত্তরবায়ু তীক্ষ্ণ দন্ত লইয়া



যেন অস্থিমাংস চর্ব্বণ করিতে ছুটিল। কাক, বক দু একটা পক্ষী অন্তরীক্ষে উড়িতেছিল, যে যেমন পাইল বৃক্ষে আশ্রয় লইল। ক্রমে গাঢাকা হইয়া আসিল,—ট্রেণখানির গতি মন্দ হইল,—দূরে একটী নীল আলোক দৃষ্টিপথে আসিল,—ষ্টেশন অতি নিকট,—কিছুক্ষণ পরে গাড়ীর গতি মন্দ হইতেও মন্দ, অতি মন্দ হইয়া আসিল,—ষ্টেশনের প্লাটফরমে প্রবেশ করিবা মাত্র খালাসীরা "বর্দ্ধমান—বর্দ্ধমান" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। গাড়ীখানি গতিহীন হইল,—আর নড়িল না। আরোহীরা নামিতে আরম্ভ করিল,—নূতন নূতন আরোহী আসিয়া তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল। পাশের গাড়ীতে একটী আধাবয়সী পুরুষ আসিয়া উঠিলেন,—তাঁহার পশ্চাতে পনর ষোল বছর বয়সের একটী বালক আসিতেছিল তাহাকে বলিলেন "আদিত্য এই গাড়ীখানা খালি আছে,—উঠি এস।" বালকটীর হাতে ভারী কার্পেটের ব্যাগ ছিল, এজন্য দ্রুত চলিতে পারিতেছিল না, কিছু পরেই গাড়ীতে উঠিল,—উঠিয়াই অন্য কেহ না আইসে এজন্য গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গাড়ীতে উঠিয়াই পুরুষটী বলিলেন "একটী মাত্র টাকায় ঠেকিল,—গোবিন্দ সেখানে থাকে, তবেই ত,—নচেৎ মহা আতান্তরে পড়্তে হবে। সংসার ত ভাসিয়ে দিয়ে এলেম,—নিরাশ্রয়—কেহ দেখবার লোক নাই,—যা'রা আছে,—খেতে না পেলেও চেয়ে দেখবেনা।"

দীননাথ সমস্ত কথাই শুনিতে পাইলেন,—মধ্যে একটা কাপড়ের পর্দ্দা মাত্র ছিল,—এবং ট্রেণও তখন ছাড়ে নাই। দীননাথ আপন গাড়ীতে তামাকুর সমস্ত সরঞ্জাম লইয়া উঠিয়াছিলেন,—ধূমপান আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত পুরুষটী বলিতেছিলেন,—"তামাক খেলেও হতো।" এই কথা দীননাথের কর্ণে পৌঁছিবামাত্র তিনি বলিলেন "মহাশয়, তামাক খাবেন ?" উত্তর হইল,—"অনুগ্রহ ক'রে দেন যদি !" দীননাথ তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্রাহ্মণের হুঁকা দিব ?" তদুত্তরে শুনিতে পাইলেন "আজ্ঞা হাঁ।" পর্দ্দার ভিতর হাত দিয়া দীননাথ তাঁহাকে হুঁকাটী দিলেন। হুঁকাটী দিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, কোথায় যাবেন ?" উত্তর পাইলেন "মুঙ্গের।"

"মুঙ্গেরে থাকা হয় ?"

"আজ্ঞা না—এই প্রথম যাওয়া হচ্চে।"

"কার কাছে যাবেন ?"

"গোবিন্দ সর্‌কার নামে একজন জমিদারের বাসায়।"

"তাঁর সঙ্গে কি রূপে আলাপ ?"

"ব্যবসায় উপলক্ষে।"

"মহাশয়, কোন ব্যবসায়ী ?"

"চিকিৎসা ব্যবসায়ী।"

"কোথায় ব্যবসায় করেন ?"

"ত্রিবেণীর নিকটে।"



"কোনগ্রামে ?"

"দেবানন্দপুরে।"

"মহাশয়ের নামটী কি ভবনাথ কবিরাজ ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"মহাশয়ের নিবাস ?"

"নিত্যানন্দপুর।"

"কোথা যাচ্চেন ?"

"আমিও মুঙ্গের যাবো।"

"যে আজ্ঞা—তবে সৎসঙ্গ মিলেছে।"

"আমারও পরম সৌভাগ্য, আপনার নাম শুনে ছিলাম,—কিন্তু আলাপ ছিলনা, দৈবগতিকে ঘটে গেল।"

"এমন আজ্ঞা কর্‌বেন না,—সৌভাগ্য বল্‌তে গেলে আমার।"

"মহাজনের বাচ্যই বটে।"

"আপনি কি মুঙ্গেরে কোন কাজ কর্ম্ম করেন ?"

"আজ্ঞা না——আমার কনিষ্ঠ মুঙ্গেরের এঞ্জিনিয়ার আফিশে কাজ করেন, তাঁরই পরিবারকে সেখানে নিয়ে যাচ্চি,—আর সেই উপলক্ষে গয়ায় পিতৃকার্য্য ক'রে অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর দর্শন করবার ইচ্ছাও আছে।"

"বালকটী কি আপনার পুত্র ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

কথায় বার্ত্তায় তাঁহারা অন্যমনস্ক—প্রথম ঘণ্টা

বাজিয়া গিয়াছিল,—এবার গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা বাজিল,—ট্রেণখানি ছাড়িয়া দিল,—গুড় গুড় শব্দে চলিতে লাগিল। এমন সময় ভবনাথের পুত্র বলিল "ওই খাবার লওয়া হলোনা!" তখনও গাড়ীর শব্দ জমিয়া উঠে নাই, সুতরাং সহজেই সে কথা দীননাথেয় শ্রবণপথে পৌছিল। তিনি বলিলেন "বাবাজী, আমাদের সঙ্গে আছে;—তার অভাব হবেনা।—আপনার পিতার পর্য্যন্ত চল্‌বে।"

ভব। আর আর ষ্টেশনে পাওয়া যাবে।

দীন। তার আর প্রয়োজন নাই,—আপনার সঙ্গেও ত ছেলে পিলেরা আছে?

ভব। না হয় আপনি আমি উপবাস করবো। প্রখর শীতে গা গরম কয়িয়া লইবার জন্য ট্রেণখানি যেন দ্বিগুণ ছুটিতে লাগিল। শীতের ভয়ে বালক বালিকারা কেহ গাড়ীর ধারে আসিল না, অঙ্গে কাপড় মুড়িয়া দিয়া শয়ন করিল।

এক রাশি ঘুমন্ত মানুষ কোলে লইয়া ট্রেণখানি সমস্ত রাত্রি ছুটিতে লাগিল; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু সময় অনন্ত,—অনন্তকাল ছুটিতেছে,—ট্রেণের ষ্টেশন আছে, সেখানে থামে,—সময়ের তাহা নাই,—সুতরাং কোথাও কখন থামে না,—যাঁহারা বলেন সময় এবং ট্রেণ কাহার জন্য অপেক্ষা করেনা (Tr in and time wait for none) তাঁহাদের ভ্রম। ট্রেণের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে,



সেখানে গিয়া বিরাম লাভ করে, পথিকের জন্য অন্ততঃ দুই চারি মিনিটও ষ্টেশনে অপেক্ষা করে, দিবা রাত্রি পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, পরাহ্ন, নিশীথাদিতে বিভক্ত! কিন্তু কাল ছুটিতেছে,—সমান বেগে ছুটিতেছে,—বিভক্ত হইয়াও অবিভাজ্যরূপে থাকিয়া অবিরাম ছুটিতেছে,—ছুটিতে ছুটিতে অনন্তে মিশিয়া সূর্য্য, চন্দ্র নক্ষত্র দিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, দিবারাত্রি মাস, অয়ন, বর্ষাদিকে একাকার করিবার জন্য ছুটিতেছে। তাহার নাগাল কে কেমন করিয়া পাইবে! তাহার সহিত কাহার তুলনা নাই,—চন্দ্র সূর্য্যের ক্ষমতা কি যে অসীম অনন্তকালকে বিভক্ত করিবে, তাহারাই সময়ের বশীভূত হইয়া দিবারাত্রি ছুটাছুটী করিতেছে,—একদিন এক মুহূর্ত্তও উদয়াস্তের নিয়মিত সময় অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। সময়ের সঙ্গে ট্রেণ ছুটিতে লাগিল বটে,—কিন্তু যায় যায় হাঁপিয়া পড়ে। সূর্য্য প্রতিদিন উদয় হয়, রেলওয়ে ট্রেণ অপেক্ষাও জোরে ছুটিয়া কুলান করিতে পারে না,—হারি মানিয়া অস্তগিরি গুহাই বল, সাগর জলেই বল, লজ্জায় লুক্কায়িত হইয়া থাকে আবার বিশ্রাম লইয়া নূতন বলে ছুটিতে থাকে,, পারেনা—নিত্য নিত্য এক উদ্যমে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সঙ্গে যাইতে পারেনা, হারিয়া হারিয়া জীবন কাল ক্ষেপণ করে। সৃষ্টির আদি হইতে প্রতিদিন এইরূপ করিতেছে আজিও তাহাই করিতেছে, তাই আজি আবার

ছুটিয়া আসিয়া সময়ের সঙ্গে আড়ি দিতে লাগিল,—অনন্ত আকাশপথের অনেকটা উঠিল,—ট্রেণ খানিও জামালপুরের ষ্টেশনে গিয়া ক্লান্ত হইয়া জলযোগের জন্য আধঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিতে লাগিল।

ভবনাথ গাড়ী হইতে নামিলেন। দীননাথের পরিবারদিগকে নামাইবার জন্য পিতা পুত্রে সাহায্য করিতে লাগিলেন,—অল্পক্ষণ মধ্যেই সমস্ত জিনিষ পত্র গাড়ী হইতে নামান হইল। দীননাথের ভ্রাতা লোকনাথ মুঙ্গের হইতে আপনার আপিশের একজন চাপরাসী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সে আসিয়া মিলিত হইল,—সকলে একত্র মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। মুঙ্গের পৌঁছিতে বেলা প্রায় দশটা অতীত হইয়াছিল,—সহর প্রবেশ করিতেই লোকনাথের বাসা; সুতরাং দীননাথ ভবনাথকে ছাড়িলেন না, আপনার ভ্রাতার বাসায় লইয়া গেলেন।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভবনাথ জানিতেন নাই, তাই,—না হইলে তাঁহার পরিচিত গোবিন্দ সরকারের বাসা সেখান হইতে অধিক দূরে ছিলনা। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া গোবিন্দ ভবনাথের ভ্রাতার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আহারাদির পর যত্নের সহিত তাঁহাকে আপন বাসায় লইয়া গেলেন। গোবিন্দের নিবাস সুলতানগাছার নিকটবর্ত্তী আকনাগ্রামে,—তিনি চাকরী উপলক্ষে এদেশে আসিয়া কিছু জমিদারী ক্রয় করেন,—চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও বহুদিন অবস্থান হেতু মুঙ্গেরের মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে এখানে অবস্থিতি করিতেন,—এ ছাড়া তাঁহার একমাত্র পুত্র উপেন্দ্রনাথ মুঙ্গেরের কোন গবর্ণমেণ্ট আপিশে চাকরী করিতেন।

গোবিন্দের বয়স এক্ষণে প্রায় সপ্ততি বৎসর,—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কোন সাংঘাতিকী পীড়া হওয়ায় তাঁহাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল,—ভবনাথ চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করেন। সেই অবধি গোবিন্দ

ভবনাথকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। ভবনাথ যখন দেবানন্দপুরে থাকেন তখন সেই গ্রামের দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটী ভূসম্পত্তি লইয়া মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন;—ভবনাথ দুই জনেরই বন্ধু,—এই মোকর্দ্দমার এক পক্ষে তাঁহাকে সাক্ষী মানে,—তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষে কেহ কখন হলফ করিয়া সাক্ষী দেন নাই, এবং তিনি সাক্ষী দিলে দুইএর অন্যতর বন্ধুর ক্ষতি সম্ভাবনা দেখিয়া, দেবানন্দপুর ছাড়িয়া, স্বদেশে গিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন,—এবং তাহাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে ভাবিয়া পরিশেষে কিছুদিন মুঙ্গেরে অবস্থিতি করাই উপযুক্ত বিবেচনা করেন। এই গোলযোগে পুত্র আদিত্যনাথের লেখা পড়ারও কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল এজন্য তাহাকে মুঙ্গের স্কুলে শিক্ষা দিবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র সরকার ভবনাথকে সে দিন আপন বাসায় লইয়া রাখেন, পরদিন আপনার নিকটে একটী পৃথক্ বাসা করিয়া দিলেন,—সে বাসাটী লোকনাথ বাবুর বাসার অতি নিকট,—আদিত্যনাথ সদা সর্ব্বদা লোকনাথ বাবুর বাটীতেই থাকিতেন,—তাঁহার বিনয় শিষ্টাচারে লোকনাথ তাঁহাকে বড় ভালবাসিতে লাগিলেন। আদিত্য স্বয়ং রন্ধন করেন, প্রতিদিন পিতার জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত রাখিয়া স্কুলে যান। লোকনাথের ইচ্ছা ছিল যে আদিত্য এ অল্প বয়সে অগ্নিতাপে কষ্ট স্বীকার করিয়া আপনার মানসিক বৃত্তিগুলিকে নিস্তেজ করিয়া লেখা পড়ার ক্ষতি করেন, কিন্তু বহু পরিবারের ভরণপোষণ ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া আদিত্যনাথ ও তাঁহার পিতার রন্ধনক্লেশ মোচন করা লোকনাথের পক্ষে অসম্ভব। তথাপি সময়ে সময়ে আদিত্যনাথের কল্যাণে তাঁহার পিতা পর্য্যন্ত লোকনাথের বাটীতে প্রস্তুতান্ন পাইতেন। সংক্ষেপতঃ লোকনাথ আদিত্যকে সোণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন।



গোবিন্দচন্দ্র মুঙ্গের অঞ্চলে একজন গণ্য মান্য লোক,—ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা তাঁহার মান গৌরব অধিক ছিল। তিনি ভবনাথকে স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত করিয়া তাঁহার ব্যবসায়ের সুপ্রতিষ্ঠা এবং কৃতকার্য্যতার কথা জানাইয়া দিলেন। ভবনাথ নিজে বিলক্ষণ গুণবান্ ছিলেন, অল্পদিনে ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি করিলেন; এবং সকলের নিকট প্রতিষ্ঠা পাইলেন। তখন তিনি আপন বাসার কাজকর্ম্ম করিবার জন্য একজন ভৃত্য এবং পাচক নিযুক্ত করিলেন, আদিত্যনাথের অদৃষ্টে যে রন্ধন ক্লেশ ছিল তাহা এতদিনে ঘুচিল। বাসায় প্রচুর স্থান থাকিলেও লোকনাথের ভালবাসার বশীভূত হইয়া আদিত্য তাঁহার বাসায় গিয়া সকাল সন্ধ্যায় পাঠাভ্যাস করিতেন;—আহারকালে আহারাদিও করিতেন। লোকনাথের বাড়ীতে দাস দাসীর অভাব না থাকিলেও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী অমলা তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতেন। আদিত্য যখন পাঠা-

ভ্যাস করিতেন অমলা আপনার শৈশবসুলভ চপলতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতেন,—দূরের কালী, কলম, পুস্তক নিকটে আনিয়া দিতেন,—রাত্রিকাল হইলে প্রদীপ উজ্জ্বল করিতেন,—কোন কাজ না থাকিলেও কাছে বসিয়া থাকিতেন; খেলিবার সঙ্গী পাইলেও খেলিতে যাইতেন না। আদিত্যই যেন তাঁহার খেলাদেলা, আমোদ আহ্লাদ সমস্ত।

দীননাথ ভ্রাতার নিকট অমলা, অপর দুই পুত্র এবং সহধর্ম্মিণীকে রাখিয়া গয়া এবং বারাণসী তীর্থে গমন করিলে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে অকস্মাৎ বিসূচিকা পীড়ায় অমলার মাতার মৃত্যু হইল। এই অনাশাকল্পিত দুর্ঘটনায় পিতার অভাবে অমলা সর্ব্বদাই ম্রিয়মানা থাকিতেন। কিন্তু আদিত্য বিদ্যালয় হইতে আসিলে বাড়ীর ভিতর হইতে তাঁহার জলখাবার আনিয়া তাঁহাকে জল খাওয়াইয়া, তাঁহাকে সুস্থ করিয়া মাতৃবিয়োগের শোক বিস্মৃত হইতেন। এই ঘটনার পর দিন কতক আদিত্য পড়া কামাই করিয়া অমলাকে কাছে লইয়া থাকিতেন। তিন চারি দিন পরে তিনি পূর্ব্ববৎ স্কুল যাইতে আরম্ভ করিলেন,—সে সময় অমলা নিভৃতে বসিয়া চিন্তা করিতেন, আর চক্ষের জলে আপনার অঞ্চল ভাসাইতেন। বেলা চারিটা বাজিলেই অমলা যেখানে থাকুন আদিত্যনাথের পড়িবার ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। একদিন বেলা পাঁচটা



বাজিয়া গেল আদিত্য বিদ্যালয় হইতে আসিলেন না,—অমলা তাঁহার পাঠগৃহে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন; কান্নার উপলক্ষ মাতৃবিয়োগ, কিন্তু উদ্দেশ্য তাহা নহে। কিছুক্ষণ পরে আদিত্য আসিলেন,—তিনি গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র অমলা চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "আজি এত বেলা গেল কেন?" আদিত্য সে কথার উত্তর দেওয়ার পরিবর্ত্তে বলিলেন "তুমি কাঁদ্‌ছিলে নাকি?" অমলা বলিলেন "না কাঁদি না,—মনটা কেমন করছিল!"

প্র। মার জন্যে?

উ। মার জন্যে কেঁদে আর কি কর্‌বো!

প্র। কেন?

উ। কাঁদ্‌লে কি আর ফিরে পাবো!

প্র। তুমি তা—জান?

উ। জানি—কান্নায় ত কেহ কখন ফিরে না।

প্র। তবে কেন কাঁদছিলে?

উ। তোমার দেরি দেখে,—

প্র। আমার দেরি দেখে তুমি কাঁদ কেন?

উ। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে, ভাবনা হয়।

প্র। চুপ ক'রে বসে ভাবলেই ত হয়—কাঁদ কেন?

উ। ভাব্‌তে ভাব্‌তে চোখে জল আসে।

প্র। তবে ভাব কেন?

উ। কেন ভাবি তা জানি না।

প্র। তুমি ক্ষেপা নাকি ?

উ। আমি তাই,——যে কথা আমি জানিনা, কেমন ক'রে তা বল্‌বো।

প্র। আমি ত তোমার জন্যে ভাবিনা !

উ। তবে তোমার মন কেমন করেনা।

প্র। কেন করেনা ?

উ। সে কথা তুমি জান।

প্র। যদি আমি বলি "জানি না" তা হলে তুমি কি মনে কর্‌বে ?

উ। তুমি আমাকে ভালবাসনা।

প্র। তবে যে যা'কে ভালবাসে, তার জন্যে সে ভাবে ?

উ। হাঁ ;———

প্র। তবে তুমি আমাকে ভালবাস ?

অমলা মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন উত্তর দিতে পারিলেন না,—কিন্তু তাঁহার মুখের ভাবে যেন বলিয়া দিল, যে সংসারে আদিত্য ভিন্ন তাঁহার ভাল বাসিবার আর কেহ নাই,—তাঁহাকে ভালবাসিয়া তিনি মা'র ভালবাসা ভুলিয়াছেন। অমলা বালিকা তাই এরূপ মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু একজন বর্ষিয়সী কখন শেষোক্ত কথা মনে করিতে পারিতেন না। অমলার চক্ষু দিয়া একবিন্দু অশ্রুপাত হইল। আদিত্য তখন কাপড় ছাড়িতেছিলেন, কাপড় রাখিয়া অমলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন



"অমল, তোমায় আমি ভালবাসি,—"কেবল তোমার মন জান্‌বার জন্যে ব'লেছিলাম "তোমার জন্যে আমি ভাবিনা।" যতদিন বাঁচবো তোমায় না ভালবেসে থাক্‌তে পার্‌বো না।"

তখন অমলার চক্ষের জল আর বাহির হইল না,—অমলা আদিত্যের জল খাবার আনিয়া সমুখে দিলেন। সেই দিন,—সেই প্রথম দিন আদিত্য অমলার মুখে খাবার দিয়া বলিলেন "খেতেই হ'বে, না হ'লে জান্‌বো তুমি আমাকে ভালবাসনা।" অমলা একটু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। আদিত্য পুনরায় বলিলেন,—"অমল তবে তুমি আমায় ভালবাসনা ?" অমল আর কথা না কহিয়া আদিত্যের হস্ত হইতে খাবার লইয়া খাইলেন।

আদিত্য এ বৎসর এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, অমলার জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম ভ্রাতা দুইটী তাঁহার নিম্নশ্রেণীতে পড়িত। তিনি তাহাদিগকে গৃহে শিক্ষাদান করিতেন, তাহারাও তাঁহাকে বড় ভালবাসিত, শিক্ষকের ন্যায় ভক্তিও করিত। এদিকে অমলার খুল্লতাত আদিত্যনাথের বিনয় শিষ্টাচারে মুগ্ধ ; এইরূপে নানা প্রকারে আদিত্য অমলার পরিবারস্থ সকলেরই প্রিয় ছিলেন। আদিত্যের পিতা লোকনাথ বাবুকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতেন,—এজন্য আদিত্য তাঁহাকে খুল্লতাত বলিয়া ডাকিতেন।

———

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লোকনাথ বাবুর ভ্রাতা দীননাথ কিছু দিন পরে তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। মুঙ্গেরে আসিয়া তিনি সহধর্ম্মিণীর পরলোক প্রাপ্তির কথা অবগত হইয়া নিতান্ত শোকাকুলিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে পত্নীবিয়োগ সময়ে তাঁহার অগোপণ্ড পুত্র কন্যা ছিলনা,—সকলেই আপনাপন রক্ষণাবেক্ষণে একরূপ সক্ষম,—তথাপি মাতৃহীন পুত্র কন্যাদিগের দুঃখ মনে হইলে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইত। কি করিবেন দৈবের প্রতিকূলে কাহার ক্ষমতা নাই,—মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া তিনি আপনি মাতৃস্থানীয় হইয়া তাহাদিগের যত্ন লইতেন। লোকনাথও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সাবধান লইতেন। পিতা পিতৃব্য হাজার যত্ন করুন, মাতার অপার স্নেহ মমতার ক্ষতি কোন রূপেই যে পূরণ হইবার নহে তাহা স্বীকার করিতেই হয়। মাতা স্বত্ত্বে কোন অপকার্য্যের জন্য তিনি প্রহার



করিলেও যত না কষ্ট বোধ হইত, এক্ষণে কেহ সেই কার্য্যের উল্লেখ করিলে বালক বালিকা কাঁদিয়া চক্ষু ভাসাইত, মনে করিত "মা থাকিলে এরূপ হইত না;" অন্ততঃ তাড়নার পর প্রিয়পুত্র কন্যাকে রোরুদ্যমান দেখিয়া জননীর প্রিয় সম্ভাষণ, সস্নেহ মুখচুম্বন মনে পড়িত। অতীত স্নেহের স্মৃতিই মাতৃপিতৃহীন বালক বালিকাকে অধিকতর সোহাগ প্রত্যাশী করে।

যে দিন ভবনাথ মুঙ্গেরে গিয়া পৌঁছেন, তাহার ঠিক দুইমাস পরে তিনি দেবানন্দপুরের কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে পত্র পাইলেন, যে সেখানকার মোকর্দ্দমার পক্ষীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছে,—কোন প্রকারে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সাক্ষী দেওয়াইবে। তিনি যে মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেছেন তাহাও তাহারা জানিতে পারিয়াছে। এই সংবাদে ভবনাথ বড়ই শঙ্কিত হইলেন; দীননাথ এবং লোকনাথ বাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহারা বলিলেন আদালতে উপস্থিত হইয়া সত্যকথা বলিয়া আসুন,—কিন্তু আদালতে হাজির হইয়া সত্যকথা বলিতে গেলে দুইয়ের অন্যতর বন্ধু, একটী আয়বান ভূসম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া প্রতারণা অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েন। উপস্থিত বন্ধুগণ উপদেশ দিলেও তিনি তাহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না; স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার স্থির করিলেন, আদিত্য বাবু, তিনি একজন প্রৌঢ়কে

কি যুক্তি দিবেন,—পিতা যাহা বলিলেন তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু মুঙ্গের ছাড়িতে তাঁহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা ছিলনা,—কারণ তাহাতে তাঁহার দুই দিকে স্বার্থহানি,—প্রথম তাঁহার পাঠবন্ধ, দ্বিতীয় অমলার ভালবাসার সমাপ্তি। কি করেন পিতৃআজ্ঞা অবহেলা করিবার নহে, অগত্যা পিতাকে বলিলেন স্থানান্তরে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। সেদিন সন্ধ্যাকালে যখন তিনি লোকনাথ বাবুর বাটীতে গেলেন, তখন অমলা তথায় উপস্থিত ছিলেন,—সেখানে আর কেহ ছিলনা, তাঁহাকে বলিলেন "অমল, আমরা বাড়ী যাবো।"

অম। কেন ?

আদি। না গেলে বাবাকে বিপদে পড়্‌তে হবে।

অমলার মুখে কথা আসিল না, একদৃষ্টে আদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আদিত্য বলিলেন "অমল ভেবোনা, আবার তোমার সঙ্গে দেখা হ'বে।" এবার, অমলা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন "কত দিনে ?"

আদি। শীগ্‌গির !

অম। কত শীগ্‌গির ?

আদি। তা কি ঠিক বলা যায় ?

অম। তবে কি আর দেখা হ'বে ?

আদি। আমি তোমাকে দেখ্‌তে আসবই,—স্থির রহিল।



অম। না গেলেই নয় ?

আদি। না।

অম। বাবা যান, তুমি কেন থাকনা।

আদি। আমাকে রেখে কি তিনি যেতে পারেন ?

অম। তা হ'লে ত তোমার লেখা পড়া বন্ধ হবে ?

আদি। তা হ'লেও কি করবো !

অম। তুমি ত আমাদের এখানে থেকে লেখা পড়া কত্তে পারো !

আদি। বাবা আমাকে বিদেশে রেখে থাকতে পারবেন না।

অম। এখান থেকে গেলে তুমি আমাকে ভুলে যাবে

আদি। না অমল, তোমাকে ভুলবোনা।

অমলা কাঁদিতে লাগিলেন,—আদিত্য বলিলেন "তুমি কাঁদ্‌লে যাবার সময় আমার বড় কষ্ট হবে।" এই কথা শুনিয়া অমলা মুখের কান্না, চক্ষের জল থামাইলেন কিন্তু মনের কান্না মনের জল থামাইতে পারিলেন না,—আবার কাঁদিয়া বলিলেন আজি কি তবে যাবে ?"

আদি। তার ঠিক নাই।

অম। কবে ?

আদি। তাও বল্‌তে পারি না——ফলে যাওয়া ঠিক, আজ হ'ক কাল হ'ক যেতেই হবে।

অম। যাবার সময় দেখা করে যাবে ?

আদি। রাত্রিতে যদি যাওয়া হয়, তখন ত আর দেখা হবে না।

অম। তবে আর দেখা কর্‌বে না ?

আদিত্যনাথের চক্ষে এইবার জল আসিল,—অমলা কোমল হস্তে তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "তবে সত্তি সত্তি আর দেখা হবে না ?"

আদি। না অমল তোমাকে মিথ্যা বল্‌বো না,—হবে ব'লে বোধ হয় না।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব,—অমলা সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন "আমাকে ভুলবে না——?"

আদি। কখন না।

অম। ভুলবে না ?

আদি। না,———

অম। দেখো তিন সত্য কচ্চ !

আদি। হাঁ তিন সত্য কর্‌চি।

এই সকল কথা বার্ত্তার পর আদিত্যনাথ ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, অমলা পুনরায় বলিলেন "ভুলোনা"আদিত্য উত্তর করিলেন "না—অমল, ভুলবো না।"

আদিত্যনাথ বাসায় গিয়া দেখিলেন তাঁহার পিতা মুঙ্গের হইতে রওনা হইবার সমস্ত আয়োজন ঠিক ঠাক্ করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন,—আসিতে



বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ভৎর্সনাও করিতে-ছেন। যে হেতু ট্রেণের সময় প্রায় যাইতেছিল। তিনি বাসায় পৌঁছিবামাত্র বলিলেন "এখনই যেতে হবে, প্রস্তুত হও।" আদিত্যনাথ বলিলেন আজি রাত্রে না গিয়া কাল "সকালে গেলে হয় না ?" আদিত্যনাথের পিতা একরকম পৃথক্ প্রকৃতির লোক ছিলেন। বয়স অধিক হইলে কি হয় তাঁহার পরিণামদর্শিতা বড়ই অল্প ছিল,—উত্তর করিলেন "কা'ল সকালে পেয়াদা এসে আমায় গ্রেপ্তার করুক, আর তখন হাহাকার কর।" তখনও তাঁহার কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল,—দুই একদিন থাকিলে সে সমস্ত টাকা পাওয়া যাইত,—কিন্তু কে জানে তাঁহার এমনি হঠকারিতা যে, তিনি পুত্রের কথা না শুনিয়া বলিলেন "আর তিলার্দ্ধ এখানে থাকা হবে না।" পুত্র নিরুপায় হইয়া বলিলেন "লোকনাথ বাবুদের সঙ্গে দেখা কর্‌বেন না ?

পিতা। তবে তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

আদি। আমি সেইখানেই ছিলাম।

পিতা। তা হ'লেই হ'লো—আর দেখা কত্তে হবেনা,—এখানে থাক্‌লেই আবার নানান্ উপসর্গ এসে জুটবে।

তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া আদিত্যনাথ যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। মুঙ্গের অঞ্চলে মাঘ মাসের শীত

বড়ই প্রবল,—শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি মুটের মাথায় মোট চাপাইয়া পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাসা হইতে বাহির হইলেন। ষ্টেশনে আসিয়া ভাড়ার জন্য তাঁহার পিতার সহিত মুটের ঝগড়া হইল,—ঝগড়া একটী পয়সার তরে,—আদিত্য চুপে চুপে মুটেকে একটী পয়সা আপনার নিকট হইতে দিয়া বিবাদ মিটাইলেন। মুটের সহিত ঝগড়া করিবার সময় টিকিট দেওয়া শেষ হইয়াছিল,—টিকিট-মাষ্টার টিকিট ঘর বন্ধ করিয়াছে তখন তিনি উপায়ান্তর নাই দেখিয়া রেলওয়ের একজন পেয়াদাকে অতিরিক্ত চারিটী পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

যথারীতি ষ্টেশনের ঘণ্টা বাজিল,—ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। শীতকালের রাত্রি—গাড়ীতে দারুণ শীত,—লেপ তোষক সঙ্গে ছিল তাহাতে শীত নিবারণ করিয়া বসিয়া, শুইয়া তাঁহারা ট্রেণের সঙ্গে ছুটিতে লাগিলেন। সিম্থিয়া ষ্টেশন পার হইয়া রাত্রি প্রভাত হইল,—হিন্দীভাষার দেশ ছাড়িয়া তাঁহারা স্বদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন,—আদিত্যের পিতার ওয়ারেণ্ট অপেক্ষা বিদেশকে অধিক ভয়,—তিনি বাড়ী ছাড়িয়া দীর্ঘকাল বিদেশে থাকিতে পারিতেন না, এই জন্যই একজন সুচিকিৎসক হইলেও কোথাও ব্যবসায়ে পসার জমাইতে পারেন নাই। তাঁহার আর একটী মহদ্দোষ, সহিষ্ণুতা মাত্র ছিলনা,—কোথাও গিয়া দুদিন অর্থ না পাইলে সেখানে থাকিতে ভাল বাসিতেন না।



চিকিৎসা ব্যবসায়ের প্রধান অন্তরায় তাঁহার এই কয়েকটী কদভ্যাস ছিল। এই সকল কারণেই সংসারে তিনি কিছু করিতে পারেন না।

বেলা প্রায় দশটার সময় ট্রেণখানি বর্দ্ধমানের ষ্টেশনে পৌঁছিল;—বর্দ্ধমানে স্নানাহার করিয়া তাঁহারা রাত্রিকালে তাঁহাদিগের এক আত্মীয়ের বাটীতে রাত্রিযাপন করিলেন, পরদিন বাড়ীতে পৌঁছিলেন। বাড়ীতে গিয়া দুইমাস কাল ভবনাথ আর বিদেশযাত্রার নাম করিলেন না। মুঙ্গেরে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ঘরে বসিয়া তাহা ধ্বংস করিলেন;—আর তাস, পাশা, শতরঞ্জ ক্রীড়ায় সময়ের তর্পণ করিয়া যখন কপর্দ্দক মাত্র অবশিষ্ট রহিল না তখন বর্দ্ধমান জেলার কোন গণ্ডগ্রামে থাকিয়া আপন জীবিকা-নির্ব্বাহের পন্থা দেখিতে বহির্গত হইলেন; পুত্র আদিত্যনাথের বিদ্যা শিক্ষার কোন আয়োজন হইল না। আদিত্য গৃহে থাকিয়া বৃথা সময় ব্যয় করিতেন না,—যখন যে পুস্তক পাইতেন তাহাই পাঠ করিতেন। মাতা সময়ে সময়ে তাঁহার লেখা পড়া বন্ধ হওয়ার জন্য অনুযোগ করিতেন, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ফল হইত না। আদিত্যনাথ বাড়ীতে থাকিতেন সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখিতেন, আর সময় পাইলেই লেখা পড়া করি-তেন,—সৌভাগ্যের বিষয় তিনি পাড়ার নিষ্কর্ম্মা কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশিতেন না, কিসে লেখা পড়া হয়

তাহারই উপায় চিন্তা করিতেন। যে গ্রামে ভবনাথের বাস সেটী একটী গণ্ডগ্রাম হইলেও বঙ্গে ইংরাজাধিকারের এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল তথাপি তাহাতে ইংরেজী শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিলনা। এমন কি গ্রামের মধ্যে দুই তিনটীর অধিক ইংরেজীজ্ঞ খুঁজিয়া মিলা ভার হইত। সুতরাং আদিত্যনাথ যে বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার শিক্ষা এবং উৎসাহদাতা গ্রামমধ্যে কেহ ছিলনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অভিনব স্থানে যাইবার কিয়দ্দিন পরেই আদিত্যনাথের পিতা তাঁহাকে আপনার নিকট লইয়া গেলেন। সেইগ্রামে একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল,—কিন্তু সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতির এমনি দুরবস্থা যে প্রথম শ্রেণীতে একটীও ছাত্র ছিলনা,—শিক্ষকগণ দয়া করিয়া তাঁহাকে শিক্ষাদানের শ্রম স্বীকার করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পুস্তক জুটিল না। তখন ভবনাথ তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট পুত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তাঁহারা যে সামান্য পরিমাণ আনুকূল্য করিলেন তাহাতে সমুদায় পুস্তক ক্রয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল,—বিশেষতঃ এই সময় হইতেই বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত। চারিদিকে অন্নের জন্য হাহাকার উঠিয়াছে। দরিদ্রের কথাই নাই বড় বড় ঘরে দুবেলা অন্ন জুটিয়া উঠিতেছে না। সোণা রূপার দর মাটী বলিলেই



হয়, টাকায় দুই আনা সোনা রূপা দুই ভরি করিয়া বিক্রয় হইতে লাগিল। তাঁতির তাঁত, কামারের হাতিয়ার বাঁধা পড়িল,—কৃষক গোরু বেচিল,—শ্রমজীবীর শ্রমের মূল্য হইল না। কামার, কুমার, তাঁতি, জোলা, কুলী, কৃষাণ দলে দলে ভিক্ষার জন্য বাহির হইল,—হা অন্ন যো অন্ন বই কথাটী নাই। একে অপরের প্রস্তুতান্ন কাড়িয়া খাইতে লাগিল,—অনেকেই কন্দ, মূল, বৃক্ষপত্র সার করিল,—নীরোগ দেহে অনাহারে রাশি রাশি লোক মারা পড়িতে লাগিল,—পিতামাতা পুত্র কন্যাদিগকে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। বুভুক্ষিত দেখিলে ভয় পাইত,—পাছে ক্ষুধার জ্বালায় ভক্ষণ করিয়া ফেলে, তাহাদিগের লজ্জা ভয় মনুষ্যত্বাদি লোপ পাইয়াছিল। কি ভীষণ দৃশ্য! প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র কন্যা মুমূর্ষু,—পিতা মাতা দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিয়া পথপ্রান্তে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইল না। এ দুঃসময়ে ভবনাথের পরিবারের মধ্যে কিন্তু অন্নকষ্ট ছিল না; তিনি যে ত্রিসন্ধ্যা করিতেন, কায়মনোবাক্যে দিনের মধ্যে তিনবার অভীষ্টদেবকে ডাকিতেন, সেই দৈবানুগ্রহে, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠার বলে তিনি দুর্ভিক্ষ বলিয়া জানিতেও পারেন না,—তাহার প্রধান কারণ তিনি এক্ষণে যেগ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন সে গ্রামের সকল গৃহস্থই চাসজীবী, তাঁহাদের উপর অন্নকষ্ট এতদূর প্রাধান্য করিতে পারে নাই। সেই সকল লোকের

নিকট হইতে ভবনাথ বেশ অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন, তাহারা এই অন্নকষ্টের সময়ে অনেকেই অর্থের পরিবর্ত্তে স্থলভমূল্যে শস্য দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুর্দ্দিন চিরস্থায়ী নয়,—ধৈর্য্য ধরিলেই চলিয়া যায়,—বঙ্গের হাহাকার ক্রমে কমিয়া আসিল,—ছয়মাস পরে স্মৃতিমাত্র রাখিয়া দুর্ভিক্ষ চলিয়া গেল। যাঁহার মনে ধৈর্য্য নাই, যাঁহার একাগ্রতা নাই, তিনি কখন সুখী হইতে পারেন না। আর একটী কথা এই যে ব্যবসায়ে অদৃষ্টের পরীক্ষা,—যিনি অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে চান,—এক রাত্রে বড় মানুষ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ব্যবসায়ের আশ্রয় লয়েন,—সহজে কোন জিনিষের পরীক্ষা হয় না,—পরীক্ষা করিতে হইলে ভাল করিয়া দেখা শুনা চাই,—বিশেষতঃ অদৃষ্ট কেবল অন্ধকারময়, যাহার আদি অন্ত মধ্য কোন অংশেই দৃষ্টি চলেনা, তাহার পরীক্ষা বড় সহজ সমস্যা নয়! সূক্ষ্ম দূরদর্শী, চিন্তাশীল ব্যক্তি ভিন্ন সে পরীক্ষার আশ্রয় লইয়া কৃতকার্য্য হওয়া বড় দুরূহ ব্যাপার! আলোক ছাড়িয়া অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া গুপ্তনিধি

খুঁজিয়া লওয়া জ্ঞানকাণার কর্ম্ম নহে। যিনি আঁধার নিশীথে কুজ্ঝটিকাময় অদৃষ্টসাগরে তরি ভাসাইয়া তরঙ্গ দর্শনে হতাশ হয়েন, সেরূপ ভীরু কর্ণধারের বিড়ম্বনা মাত্র সার হয়। সাগরতরঙ্গমালা যেমন ভীষণ, আবার তরঙ্গ না থাকিলে তেমনি রমণীয়,—যিনি তরঙ্গসন্তাড়ন সহিতে পরাঙ্মুখ শান্তির রমণীয়তা প্রত্যাশা করা তাঁহার বৃথা। যিনি দুঃখের মুখ না দেখিয়া সুখের প্রত্যাশী তিনি অজ্ঞান,—তিনি কখন অদৃষ্টের পরীক্ষক বা বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপযুক্ত পাত্র নহেন। যিনি ঢেউ দেখিয়া "না" ডুবাইতে প্রস্তুত তিনি এ অকূল সমুদ্রের কর্ণধার হইবার অধিকারী হইতে পারেন না; তিনি স্থির জলে ক্ষুদ্রডিঙ্গি বাহিয়া দিনের মধ্যে শতবার, সহস্রবার এপার ওপার করুন;—সমস্ত দিন খাটিয়া খেয়াঘাটের মাস্থল দিয়া দিনান্তে যে দু চারি পয়সা পান তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি তত জলের কে? তিনি বুচ্‌কি হাতে লোক দেখিলেই তাহার পাদস্পর্শে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া আপনার কাণ্ডারীত্ব সার্থক করুন।

ভবনাথের চিকিৎসাব্যবসায় বিড়ম্বনা মাত্র,—সকল কর্ম্মের উত্তেজনার পর অবসাদ আছে,—সকলে তাহা বুঝেন না,—দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহার ব্যবসায়ের উত্তেজনা ছিল, এখন অবসাদ! সে অবসাদ তাঁহার আশাভঙ্গের কারণ হইল, তিনি ব্যবসায়ের নূতন উত্তেজনার জন্য



নূতন স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন,—পুত্র আদিত্য নাথ এতদিন অজ্ঞান ছিলেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পিতার অবস্থাপরিবর্ত্তনে বালক হইলেও বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন পিতার সঙ্গে দেশে দেশে ফিরিলে তাঁহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে। আলোক আঁধারের সংসারে আঁধার ঘুচাইয়া আর আলোকের মুখ দেখিতে পাইবেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্থানান্তরে প্রস্থান অবধারিত করিলেন,—কিন্তু কিছুদিন আর সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। ইতিমধ্যে তিনি গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কলিকাতায় গিয়া তত্রত্য কয়েকটী ধনবান্ লোকের শরণার্থী হইলেন,—কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলের বড় লোকেরা উপরোধ অনুরোধের দাস,—পুণ্যধর্ম্ম করিবেন তাহাতেও সুপারিশ চাই। আদিত্যনাথ ভদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব,—পরপ্রত্যাশী এ কথা জানাইতেই মৃতপ্রায়,—এরূপ স্থলে তিনি তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারস্থ হইতে কুণ্ঠিত হইলেন। সে যাত্রা কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার কিছুদিন পরে সংবাদপত্রে মুর্শিদাবাদের নিকট কাশিমবাজারে শ্রীমতি মহারাণী স্বর্ণময়ী দান কল্পলতা হইয়া দরিদ্রের জন্য আপনার ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন শুনিয়া তিনি আপন অবস্থা সবিস্তারে লিখিলেন, তিনি তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া কাশিম বাজার যাইবার পাথেয় স্বরূপ দশ টাকার অর্দ্ধনোট পাঠাইয়া

দিলেন। ইহা অপেক্ষা লেখাপড়া শিক্ষার আর কি সুযোগ হইতে পারে,—যতদূর ইচ্ছা বিনাব্যয়ে শিক্ষা পাইবেন এই সংবাদ্ পাইয়া বড়ই সুখী হইলেন, চুপে চুপে শেষার্দ্ধ নোট আনাইয়া কাশিমবাজার যাত্রা করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া তিনি তাঁহার পিতাকে পত্র লিখিলেন। কাশিমবাজারে মহারাণীর অনুগ্রহে উত্তম আহারীয়, পরিধেয়, স্কুলের বেতন, পুস্তকের মূল্য পাইয়া তাঁহার কিছুরই অভাব রহিল না। তিনি বহুদিনের ঈপ্সিত সুবিধা পাইয়া দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন, এবং একবৎসর মধ্যেই ইংরেজী ভাষার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

মানসিক বৃত্তি সমুদায় নিস্তেজ না হইলে আর লোকে নিরুৎসাহ বা উদ্যমশূন্য হয় না। সেই রূপ লোকের সকল কাজে ভয়, মোহ এবং নিশ্চেষ্টতা আসিয়া উপস্থিত হয়। আদিত্যনাথের পিতা পুত্রকে দেশে লইয়া যাইবার জন্য বারম্বার পত্র লিখিতে লাগিলেন,—প্রথমে আপনার উদ্বেগ, দ্বিতীয় অর্থানটন, তৃতীয় পীড়া জানাইয়া দুই তিনখানি পত্র লিখিলেন। আদিত্য কিছুতেই স্বদেশ যাইতে সম্মত হইল না,—তাহার কয়েক মাস পরে দেশস্থ কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার পিতার সাংঘাতিক পীড়া, অর্থাভাবে তাঁহার ছোট ছোট ভাইগুলির অশন বসন ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। তখন অগত্যা তিনি মহারাণীর নিকট বিদায় লইয়া কাশিমবাজার হইতে যাত্রা করিলেন। আদিত্য তখনও বালক বই আর কি বলিব, তিনি মহারাণীকে আপন দুঃখ জানাইলে তাহারও পরিহার হইত। কিন্তু তিনি লজ্জার বশবর্ত্তী হইয়া আপনার ভবিষ্যতের দিকে চাহিলেন না।



আদিত্যনাথ কাশিমবাজার হইতে নৌকা করিয়া আজিমগঞ্জে ও আজিমগঞ্জ হইতে রেলওয়ে ট্রেণে নলহাটীতে আসিয়া ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর গাড়িতে চাপিবেন,—গাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছে, টিকিট লইয়া ফাকা গাড়ী খুঁজিতেছেন,—এমন সময় একখানি গাড়ী হইতে একটী ভদ্রলোক তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন,—তাঁহার নিকটস্থ হইয়া দেখেন তিনি মুঙ্গেরের লোকনাথ বাবু। বহুকালের পর লোকনাথ বাবুকে দেখিয়া তিনি আহ্লাদে আটখানা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, কোথা যাবেন।" লোকনাথ বাবু তাঁহাকে আপন গাড়িতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন "বড় দাদার কাল হ'য়েছে,—তাই একবার ছুটী নিয়ে দেশে যাচ্চি।" "বড় দাদার কাল হ'য়েছে" এই কথা শুনিয়া আদিত্য আশ্চর্য্যভাবে যেমন গাড়ীর মধ্যে এদিকে ওদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন অমনি সায়াহ্নমলিন নলিনীর ন্যায় অমলাকে একধারে দেখিতে পাইলেন। অমলার মুখ দেখিয়া তাঁহার সুষুপ্ত ভালবাসা জাগিয়া উঠিল,—জাগিয়া উঠিয়া শিশুর ন্যায় নানা খেলা খেলাইতে লাগিল।

মনের খেলা মনে রাখিয়া তিনি দীননাথ বাবুর অকাল মৃত্যুতে অনেক আক্ষেপ করিলেন। ক্রমে ট্রেণখানি ষ্টেশনের নিকট বিদায় লইয়া গুটি গুটি চলিতে লাগিল। লোকনাথ আদিত্যনাথকে বাটীর কুশল ও তাঁহার পিতা এক্ষণে কোথায় কি করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। আদিত্যনাথ তদুত্তরে মুঙ্গের হইতে বিদায় হইবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত বলিলেন। সকল অপেক্ষা তাঁহার লেখা পড়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ার কথা শুনিয়া লোকনাথ বড়ই ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। নানা বিষয়ের কথা হইতে হইতে লোকনাথ বাবু তাঁহাকে বলিলেন "এই যাত্রায় অমলার বিবাহ দিতে হ'বে,—সে সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা আছে,—তুমি বাড়ীতে গিয়া কবিরাজ মহাশয়কে একবার আমাদের বাটীতে পাঠাইয়া দিবে, তিনি যদি আস্‌তে অশক্ত হ'ন, আমাকে লিখ্‌লে আমি গিয়ে সাক্ষাৎ কর্‌বো।"

আদিত্যনাথ জিজ্ঞাসিলেন "অমলার সম্বন্ধ স্থির হয়েছে?" লোকনাথ বাবু বলিলেন "না" "সেই সম্বন্ধেই অনেকগুলি যুক্তি আছে।"

বেলা অবসানসময়ে রেলওয়ে শকট বর্দ্ধমানের ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল,—লোকনাথ বাবু আদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথাকার টিকিট নিয়েছ?" আদিত্য বলিলেন "মেমারীর।"



প্র। মেমারীতে গিয়া ত সন্ধ্যা হ'বে——রাত্রে কেমন ক'রে যাবে?

উ। রাত্রিটা সেখানে থেকে কা'ল প্রাতে বাড়ী যাবো।

প্র। আ'জ রাত্রি কেন নিত্যানন্দপুরে গিয়ে থেকে কা'ল ভোরের ট্রেণে এসে বাড়ী যাবে?

উ। যদি ভোরের ট্রেণে এসে না জুটতে পারি সমস্ত দিন কষ্টভোগ কত্তে হ'বে।

প্র। মেমারী থেকে তোমাদের বাড়ী কতটা হবে?

উ। প্রায় দশ ক্রোশ,—লোকে আট ক্রোশ ব'লে বটে, কিন্তু আট ক্রোশ অপেক্ষা অনেক বেশী।

প্র। মেমারী পর্য্যন্ত এখন চল,—তার পর তখন দেখা যাবে——কেমন?

উ। আজ্ঞা না——বাড়ী যা'বার জন্যে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। অনেক দিন বাড়ী যাই নাই।

ট্রেণখানি বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়া দিল। প্রায় তিন কোয়াটর মধ্যে মেমারীর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। আদিত্যনাথ লোকনাথ বাবুর নিকট বিদায় লইয়া গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন;—মেমারীর বাজারে সে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইলে বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিলেন। পুত্র বহুদিন পরে বাটী আসিয়াছে পিতা মাতার আনন্দের সীমা নাই,—পাড়ার ছেলে

পিলে, যুবা যোষিৎ সকলেই আদিত্যকে দেখিতে আসিলেন। আদিত্যও সকলকে যথারীতি সম্ভাষণ করিলেন। তাঁহার পিতা মাতা বাস্তবিকই নিতান্ত পীড়িত,—সংসারের ভার বহনে অসমর্থ,—পুত্রকে আপনার অবস্থা সমস্তই জানাইলেন। তাঁহাদিগের গ্রামে এই সময়ে একটী ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল,—যে শিক্ষকটী ইংরেজী শিক্ষা দিতেন, তিনি কার্য্যান্তর গ্রহণে বিদ্যালয় হইতে অবসর লইয়াছিলেন,—গ্রামস্থ কয়েকটী লোকের পরামর্শে আদিত্য শিক্ষকতা গ্রহণ করিলেন। শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া তিনি চাকরী করিতেছি বলিয়া আত্মোন্নতির পন্থা একদিনের জন্য পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু নানা অসুবিধায় পড়িয়া ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইলেন না। কারণ পল্লীগ্রামে থাকিয়া তিনি অনেক সময় অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াও কাহার সাহায্য পাইতেন না। অধিকন্তু শিক্ষকতা গ্রহণের পর বিদ্যালয়ের সকল ভার তাঁহারই উপর পড়িয়াছিল। বিদ্যালয়টীই তাঁহার এক মাত্র উপজীবিকা জানিয়া তিনি তাহারই উন্নতিকল্পে প্রাণমন উৎসর্গ করিলেন, এবং এক বৎসর মধ্যে গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। এই সুযোগে তাঁহার বেতন কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইল। আদিত্যনাথের মাতা বড় স্বল্পতুষ্টা উদার প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন, তিনি ভবনাথের সুখের সময়ে নিজহস্তে দোল দুর্গোৎসবের



টাকা ব্যয় করিতেন, সে সময় মনের আশা পূরাইয়া অনাথ, দীন দরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্র দান করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের অবস্থায় পড়িয়া পুত্রকে বলিতেন “বাছা তুমি আমাকে মাসে মাসে পাঁচগণ্ডা টাকা আনিয়া দিলেই সুখী হইব।” আদিত্যনাথের মাতার অচলা দেবনিষ্ঠার পুরস্কার স্বরূপ আজি কালি প্রার্থিত বিষয়ের অধিক আয় হইল।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আদিত্যনাথ মুঙ্গের হইতে বাটীতে আসিয়া লোকনাথ বাবুর কথা তাঁহার পিতাকে বলিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। তাঁহার পিতা আপনার চলৎশক্তিহীনতার কথা জ্ঞাপন করিয়া লোকনাথ বাবুকে একখানি পত্র লেখেন, সেইপত্রে তিনি আপন অসমর্থতা নিবন্ধন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া যারপর নাই দুঃখিত হওয়ার কথা অবগত করিলে তিনি তদুত্তরে লিখিলেন যে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু রাস্তার সুগমতা না থাকায় তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের বিশেষ কারণ—শ্রীমতি অমলা দেবীর শুভ পরিণয়ের সম্বন্ধ স্থির করা,—এবং ঐকান্তিকী ইচ্ছা যে তিনি আদিত্যনাথকে অমলা সমর্পণ করেন। তাহাতে তাঁহার মতামত জানিতে পারিলে শুভকার্য্য সমাধার বিলম্ব করেন না। এইরূপ পত্রাদি যাতায়াত করিতে প্রায় এক



মাস অতীত হয়,—লোকনাথ বাবুর বিদায়কাল অতি সংক্ষিপ্ত ছিল তাহাও ফুরাইয়া গেল। এজন্য তিনি মুঙ্গের চলিয়া যান,—আর কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই,—মুঙ্গেরে গিয়াও তিনি পাত্রান্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু অমলার উপযুক্ত মনোমত পাত্র প্রাপ্ত না হইয়া তিনি তথা হইতে ভবনাথকে পুনরায় একপত্র লেখেন যে অমলার সহিত আদিত্যনাথের শুভপরিণয় অবধারিত, এ বিষয়ে বোধ হয় তাঁহার অমত হইবে না। পত্রোত্তর পাঠাইলে তিনি বিদায় লইয়া দেশে আইসেন। ভবনাথ পত্র পাইয়া ব্রাহ্মণীর সহিত পরামর্শ স্থির করিলেন,—অমলা রূপে গুণে আদিত্যনাথের উপযুক্ত তাহাও জানাইলেন। তিনিও সম্মতি দিলেন তখন ভবনাথ লোকনাথ বাবুকে পত্রের উত্তর লিখিলেন। পুত্রের বিবাহে সম্মতি দিয়া পত্র লিখিলেন বটে কিন্তু তাঁহার দেনার জ্বালা এখনও ঘুচিয়া ছিল না,—তবে আদিত্যনাথ উপায়ক্ষম,—দশ টাকা রোজগার করিতেছেন এ জন্য ভবনাথের নিমগ্নপ্রায় বাজারসম্ভ্রম একটু আশ্রয় পাইয়া এখনও বজায় ছিল,—উত্তমর্ণগণের আশা হইয়াছিল যে ভবননাথ দেনা পরিশোধ করিতে পারিবেন, তবে আজি না হয় দুদিন পরে।

আমাদিগের দেশের লোকে কিছুদিন পূর্ব্বে পুত্র কন্যাদিগের বিবাহ দেওয়াকে দায় বলিয়া জানিতেন, কন্যার কথা ছাড়িয়া দিন, পুত্রের লেখাপড়া যতদূর

হউক না হউক বিবাহ দিলেই তিনি সংসারী হইলেন; তাঁহার মাথায় চারিচালের ভার পড়িল, তখন হইতে তাঁহার উপার্জ্জনে আস্থা জন্মিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে পিতাও নির্ঝঞ্ঝাটী হইয়া হরিনামের মালাসার করিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে বসিলেন, তাঁহার স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনত্বের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সেই খানেই হইয়া গেল। আমাদের সমাজে দারিদ্র্য দুঃখের ইহা একটী অন্যতম কারণ। পুত্র বেচারী বাল্য কালে বিবাহ করিয়া অল্পবয়সে ছেলের বাপ হইলেন,—অল্প আয়ে বহু পরিবার লইয়া হাবু ডুবু খাইতে লাগিলেন,—তাঁহার দ্বারা না হইল উত্তমরূপ বৃদ্ধ জনক জননীর সেবা, না হইল পুত্র কন্যাদিগের আশানুরূপ শিক্ষাদান। তাঁহার সংসারে চিরদুঃখ জাজ্বল্যমান থাকিল, এমন সেবা শুশ্রূষা পাইয়া কেনই অন্যত্র যাইবে। এরূপ অবস্থায় অতি অল্প লোকেই সংসারে উন্নত হইতে পারেন।

ভবনাথ সে কালের বাঙ্গালী সুতরাং নূতন ঋণ করিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে, সঙ্কুচিত হইলেন না। লোকনাথ বাবুকে পত্র লিখিয়া তিনি পুত্রের বিবাহের অনুষ্ঠান করিতেছেন মুঙ্গের হইতে উত্তর আসিল লোকনাথ বাবুর অগ্রজ মৃত দিননাথ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রটী কয়েক দিন পূর্ব্বে আত্মহত্যা করিয়াছে। অতএব মাসেক কারণ বিবাহ স্থগিত থাকিল। অমলার জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিয়োগবার্ত্তা অবগত হইয়া আদিত্যনাথ নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন;—



অমলার অবস্থা মনে মনে একবার পর্য্যালোচনা করিলেন। সত্য বটে লোকনাথ বাবু ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আত্মজার ন্যায় স্নেহ করিতেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে সংসারে একটী ভ্রাতা বই অমলার আর কেহ রহিল না। একবার তিনি আপনার অবস্থা ভাবিলেন,—মনে করিলেন অমলা শোকতাপদগ্ধা বালিকা, তাঁহার সংসারে আসিয়া, তাঁহার সুখ দুঃখভাগিনী হইলে তাঁহাকে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের সহিত ভাল করিয়া ঘনিষ্ঠতা করিতে হইবে,—অমলাকে তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসেন,—অমলার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী,—যে অবস্থায় থাকিলে অমলা সুখী হইতে পারিবেন তাহাই তাঁহার স্পৃহনীয়। সত্য বটে অমলাকে বিবাহ করিলে অমলা তাঁহার আপনার হইবেন,—অমলার সহিত তাঁহার আরও ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে, কিন্তু সেরূপ বিবেচনা করা স্বার্থপরতার পরিচায়ক;—অল্প বয়সের বালিকা অমলার যেরূপ দুঃখের পালা পড়িয়াছে, তাহাতে অবস্থার পরিবর্ত্তন আশু বাঞ্ছনীয়। এ সময়ে কোন ধনীসন্তানের সহিত তাঁহার পরিণয় হইলে বিভবসুখে শোক দুঃখ অনেকটা বিস্মৃত হইয়া সুখী হইবার সম্ভাবনা। অমলা হয়ত তাঁহার অবস্থা অবগত নহে,—ভালবাসার বশবর্ত্তিনী হইয়া পরিণয় প্রস্তাবে প্রমোদিত হইয়াছেন। আদিত্যনাথ নানা রকম চিন্তার পর তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন।

"প্রিয় অমল,

তোমাকে আমি ছেলে বেলা হইতে ভালবাসি,—সেই ভালবাসার বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে কয়েকটী কথা লেখা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে লিখিতেছি, পাঠ করিয়া পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিবে, কাহাকেও দেখাইবে না।

তুমি বোধ হয় অবগত আছ আমার সহিত তোমার পরিণয়ের প্রস্তাব হইতেছে,—এ প্রস্তাবে তুমি যে খুব সন্তুষ্ট হইবে তাহা আমি তোমাকে এখন না দেখিলেও বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু দেখ আমাদের অবস্থা ততটা ভাল নয়,—আমি সামান্য বেতনের উপর নির্ভর করিয়া বহুপরিবারের ভার মাথায় বহিতেছি, তোমার উপর যে সকল দৈব দুর্বিপাক ঘটিতেছে, তাহাতে তুমি যে একান্ত ক্ষুণ্ণ তাহা জানিতে পারিতেছি,—এ রূপ স্থলে তুমি অন্ততঃ এমন পাত্রে পরিণীতা হও যে যাহাকে অন্ন বস্ত্রের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না, এই আমার একান্ত বাসনা। কেন না তুমি বালিকা—অতি অল্প বয়সেই পিতৃ মাতৃহীনা, তাহার উপর সোদরবিয়োগা, এই সকল বিপদের পরিবর্ত্তন না হইয়া যদি তোমাকে আবার নূতন বিপদকে আলিঙ্গন করিতে হয়, সে বড় অনুতাপের কথা। আমি তোমাকে ভালবাসি তাই তোমাকে পৃথিবীতে সুখী দেখিলে আরও সুখী



হইব। অনেকে বলেন জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বিধির নির্ব্বন্ধ, যদি তাহাই হয় তবে যাহা বিধিনির্দ্দিষ্ট তাহা নিশ্চয়ই হইবে।

ভ্রাতৃবিয়োগে তুমি শোক করিবে না,—সত্য বটে মানুষের মন বুঝে না। কিন্তু যতদূর পার মনকে আপন বশে আনিয়া সে সকল কথা বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিবে।

আমরা সকলে ভাল আছি ইতি।"

শ্রীআদিত্যনাথ রায়।

চুপে চুপে এই পত্রখানি আঁটিয়া ডাকে ফেলিয়া দিলেন। পঞ্চম দিবসে উত্তর আসিল।

"আমি আপনাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিতে হয় জানি না; আর আপনার পত্র কাহাকেও দেখাইতে বারণ করিয়াছিলেন তাই কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। আপনি আমাকে খুব ভালবাসেন তাহা আমি জানি,—আমার মনে যে সকল কথা আসিতেছে, সে সব কথা প্রকাশ করিতে জানি না। মুখে হইলে সব বলিতে পারি।

আপনাদের অবস্থা আমাদের সকলেরই বিদিত আছে,—কাকা সারা দিনই বলেন "পাত্র মন্দ হইলে ধন, মান, কুল লইয়া কি করিব।" এজন্য তিনি অন্যকে পছন্দ

করেন না। তিনি আরও বলেন যদি অমলার কপালে সুখ থাকে তবে আদিত্য হইতেই হইবে। তাঁহার এ রূপ মতি আমার সৌভাগ্যের জন্য। এতদিন আপনি যে আমায় ভাল বাসিতেছেন, আমা হইতে তাহার কি কাজ হইয়াছে,—আপনার ভালবাসার বিন্দুমাত্রও আমি পরিশোধ করিতে পারিব না, তবে বিধাতা দিন দেন আপনাকে ভালবাসিয়া, এবং আপনার পবিত্র মূর্ত্তির সহবাসিনী হইয়া আমার সকল দুরদৃষ্ট খণ্ডন করিব।

শোক আমার সহ্য হইয়া গিয়াছে,—শোক নূতন নূতন ব্যক্তিকে কষ্ট দিতে পারে, পুরাতনে ততটা বল প্রকাশ করিতে পারে না। আজি এই পর্য্যন্ত।

আপনার ভালবাসা ভিখারিণী—

শ্রীমতি অমলা দেবী।"

প্রত্যুত্তর পাঠে আদিত্যনাথ ভাবিলেন অমলার নির্ব্বন্ধ,—কিন্তু আপনার অবস্থা অনুকূল নহে। কি করিবেন একথা কাহাকেও প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়। বাল্যাবধি তাঁহার এমন কোন বন্ধু ছিল না যে তাহাকে মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলেন,—যাঁহারা বলেন বন্ধু বিনা সংসার একটী অরণ্য, তাঁহাদিগের মতে আদিত্যনাথের পক্ষে সংসার ঘোর অরণ্য,—সুতরাং তিনি আর কাহাকেও



কিছু না বলিয়া উপস্থিত পরিণয়ে অমলার অদৃষ্টের ভবিষ্যৎ লিপি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আদিত্যনাথ এখন সবে মাত্র ঊণবিংশ এবং অমলা এই দ্বাদশবর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। উভয়েই সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশার্থী,—সুতরাং এ সময়ে দর্পণস্বচ্ছ মনে আশার চিত্র, সাহসের ঔদ্ধত্য, ইচ্ছার প্রবলতা, রিপুর চপলতা বলবতী ছিল;—এ সকল যৌবনের স্বীয়ধর্ম্ম; সুতরাং এ রূপ অভ্যাপাতের হস্ত হইতে অনেকে নিরাপদে উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। বিপদে মনুষ্যকে জ্ঞানী করে,—যিনি যতবার ঠেকিয়াছেন তিনি তত জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, এই জন্যই বৃদ্ধের উপদেশ আমাদের অধিক আদরণীয়,—আদিত্যনাথ বয়সে বৃদ্ধ না হইলেও জ্ঞানে অনেকটা প্রবীণতা লাভ করিয়াছিলেন,—তিনি বাল্যকাল হইতে পিতার সহিত সংসারের কাজ, সংসারের রীতিনীতি ভালরূপে অভ্যাস করিয়া আসিতেছেন, যদিও তাঁহার সেই সকল দুরূহ বিষয় আলোচনা করিবার উপযুক্ত জ্ঞান জন্মিয়া ছিল না কিন্তু একজন পূর্ণবয়স্ক যুবকে যাহা শুনিয়া শিখিবেন চাক্ষুস প্রত্যক্ষে তিনি তত টুকু শিক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, এ জন্য সকল কাজ করিতেই অগ্র পশ্চাৎ করিতেন, ভাল করিয়া না বুঝিয়া, একটা বিষয় দশবার না ভাবিয়া তাহাতে হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইতেন না। প্রত্যেক কাজেই তাঁহার মনে মন্দের আশঙ্কা অগ্রেই আসিয়া

উপস্থিত হইত ;—তিনি ভাবিতেন মন্দ অনায়াসেই হইতে পারে ভাল সহজে হয় না। বিবাহ সংসার ধর্ম্মের একটী প্রধান সূত্র—এই সূত্র অবলম্বনে সংসারে অমৃত গরলের উৎপত্তি,—চিরজন্ম হয় সুখে ভাসে না হয় দুঃখে কাঁদে। কিন্তু আদিত্যনাথের যেরূপ অবস্থা তাহাতে হাসিবার আশা অল্প কাঁদিবার কথাই অধিক।

দেখিতে দেখিতে একমাস চলিয়া গেল। আদিত্যনাথের বিবাহের দিন আসিল। কুলপ্রথানুসারে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইল। আজি হইতে তিনি প্রকৃত সংসারী হইলেন,—পরকে আপনার করিতে হইল এই জন্য প্রতিজ্ঞা বাক্য পাঠ করিলেন,—নতুবা পর কখন আপনার হয়। আপনার সহিত দুই একদিনের দেখা শুনা, কোথাও হয় কোথা নাও হয়,—সমাজ আপনাকে ছাড়িবে কেন,—আপনারা উভয়ে একাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয়ের কুলপুরোহিত, কুলগুরু উভয় গোত্রের সম্ভ্রান্ত কুটুম্বগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। পাঠক প্রথম যখন সংসারে আসিলে তখন যাঁহাদের অস্থিমাংস, শোণিত, মজ্জা লইয়া মনুষ্য বলিয়া দাঁড়াইলে তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ পাতাইলে, সে সম্বন্ধ পাতাইতে সাক্ষী সাবুদের দরকার হইল না, যদিও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সম্বন্ধ প্রমাণ করিবার আবশ্যক হইতেছে বটে তথাপি সেটা প্রমাণের ভিতর আইসে না, প্রমাণ তাহা প্রমাণ করিতে পরাভূত বলিয়া সর্ব্ববাদি



সম্মত হয় না। সে সম্বন্ধ অস্থিতে অস্থিতে, শোণিতে শোণিতে, শিরায় শিরায়, জীবনে জীবনে গ্রথিত—তাহা স্বতঃসিদ্ধ,—স্বতঃসিদ্ধ বস্তুকে প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করিতে যে জাতি চেষ্টা করেন, সে জাতির প্রকৃত বায়ুবিকৃত বলিতে কুণ্ঠিত হই না। ফলতঃ যাহাই হউক পৃথিবীতে আসিয়া সেই এক সম্বন্ধ তাহার পরে প্রতিজ্ঞাপাঠ পড়িয়া, পড়াইয়া ভালবাসিয়া, ভালবাসা দিয়া, আলাপ করিয়া, পরিচয় দিয়া, বন্ধু বলিয়া, বন্ধু বলাইয়া, সংসারে কত শত কুটুম্ব করিতেছ, আপনার বলিতেছ, কোথা হইতে কোথায় আসিয়া জগৎ সংসারকে আপনার বলিতেছ, আপনার করিতেছ,—গ্রামশুদ্ধ, দেশশুদ্ধ, পৃথিবীশুদ্ধ, জগৎসংসার শুদ্ধ সকলকে কুটুম্ব বলিতেছ, কুটুম্ব করিতেছ, দিন কতকের জন্য আসিয়া কুটুম্বিতার ছড়াছড়ি করিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে কুটুম্ব বাড়ী করিতেছ, যেন কুটুম্বিতা করিবার জন্য আসিয়াছ কুটুম্বিতা করিয়াই চিরকালটা কাটাইতে হইবে স্থির ভাবিয়া যত পারিতেছ কুটুম্ব করিতেছ। কিন্তু কুটুম্ব বলিয়া, কুটুম্ব করিয়া, ভালবাসিয়া ভালবাসা দিয়া এত যে কুটুম্বিতা, আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা করিয়া পরকে আপনার করিতেছ এমন কি শেষে আপন অস্থিমাংস শোণিত মজ্জা পর্য্যন্ত দিয়া যাহার সহিত কুটুম্বিতা পাতাইতেছ, কুটুম্বিতা কিন্তু ততটা রক্ষা করিতেছে না, আপ-

নার করিতেছে না। জগৎ সংসার জানিয়া শুনিয়াও যখন সেই কুটুম্বিতা সেই কাল কুটুম্বিতা ছাড়িতেছে, না তখন আদিত্যনাথই বা ছাড়িবেন কেন, তিনিও ত সংসারের দশজনের একজন। কাজেই এত দিনের পর কুটুম্বিতার বাজারে কুটুম্বিতা বেচা কেনা করিতে বসিলেন।

---

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যিনি যে রূপেই বিবাহ শব্দের ব্যাখ্যা করুন, বিবাহ ব্যাপারটী যে বড় গুরুতর সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই ;—সংসারী বলিলেই কৃতদার বুঝায়,—গৃহী বলিলেই স্ত্রীপুত্র কন্যা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে। অতএব সংসারী বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, গৃহী বা গৃহস্থ আখ্যা লইতে হইলেই স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া ঘরকন্না করি ইহা জানিতে হইবে। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইলাম, পিতামাতার যত্নে প্রতিপালিত হইলাম, বিদ্যা শিক্ষা করিলাম, চাকরী বাকরী করিয়া দশটাকা উপায় উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম যতদিন না দারাগ্রহণ করিলাম ততদিন সংসারী বা গৃহী হইলাম না। যাহার গৃহ আছে সেই গৃহী বলিলে যে, যিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী লতাপাতায় ছাওয়া একখানি ঘরে বাস করেন তাঁহাকে গৃহী বলিলে গৃহী শব্দের প্রকৃত অর্থ হয় না। ঘরে বাস

করি,—কাজের সময় কাজ করিয়া অবশিষ্ট কাল ঘরের বাহিরে থাকি নাই তথাপি গৃহী নই,—আবার পাণিগ্রহণ করিয়া সহধর্ম্মিণীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া, ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া বিদেশে চাকরী করিতে যাই তবু গৃহী। নিরবচ্ছিন্ন গৃহে বাস করিলেও গৃহী হয় না, আবার কতকগুলি কর্ম্ম আছে সেই গুলি সমাধা করিয়া যদি গৃহে বাস নাও করি তথাপি গৃহী। সেই সকল কর্ম্ম গুলির নাম গৃহকর্ম্ম এবং সেই কর্ম্মগুলি সম্পাদনে বাধ্যতার নাম গৃহধর্ম্ম। যিনি গৃহধর্ম্ম রক্ষা না করেন তিনি গৃহে বাস করিয়াও গৃহী নহেন এবং যিনি গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিয়া গৃহে অবস্থিতি নাও করেন তিনিও গৃহী,—গৃহধর্ম্মের অপর নাম সংসারধর্ম্ম,—অতএব যিনি গৃহ বা সংসারধর্ম্ম পালন করেন তিনিই গৃহী অন্য কেহ গৃহী বা সংসারী নহে। সংসারধর্ম্মানুষ্ঠানের সংকল্পেই দারাগ্রহণ করিতে হইবে—সংসারধর্ম্ম একাকী সম্পাদিত হইবার নহে,—একজনকে অবশ্যই সঙ্গের সাথী, করিতে হইবে;—সেই সাথী যে সে হইলে চলিবে না, যেমন তেমন হইলে হইবে না;—এই ব্রত যৌবনে আরম্ভ জীবনান্তে উদ্যাপন। কাল নির্দ্দিষ্ট নাই, যতদিন বাঁচিব—ততদিন প্রতিপালন করিব, দশদিন কাল একজনের সহিত বাস করিতে হইলে, দশ ক্রোশ পথ একজনের সঙ্গে চলা আবশ্যক হইলে তাহাকে বিশ্বাস করিবার পরিচয় লইতে হয়, নতুবা পদে পদে



ঠকিতে হয়, আর যাহার সহিত আজীবন চলিতে হইবে, ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, যতদিন বাঁচিব যতদিন এই ভৌতিক দেহের ক্রিয়া চলিবে, যতদিন আমাতে আমি থাকিব ততদিন দেহের দেহ, প্রাণের প্রাণ, মনের মন করিয়া রাখিব। এ বড় সহজ সংকল্প নহে,—এইরূপ সংকল্পের পূর্ব্বে অনেক বিবেচনা করা উচিত; রূপ, গুণ, মন উত্তমরূপ পরীক্ষা করা আবশ্যক, চিরদিনের জন্য বিশ্বাস করিতে হইবে, চিরদিন সুখদুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্যের বোঝা বহিতে হইবে; জলের দাগ নহে,——প্রস্তরাঙ্ক! সহজে মুছিবে না, মুছিবার উপায় নাই।

যে মনের ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইব,—যাহার তল নির্ম্মল নদীজলগত বালুকার ন্যায় তক্ তক্ করিতেছে দেখিব সেই জলে মীন হইয়া ভাসিব ডুবিব, ভিতরে বাহিরে সাঁতরাইব, তলে বসিব, উপরে উঠিব, ভিতরে ডুবিব, খেলিব,—যাহাতে হাঙ্গর, মকর, কুম্ভীর থাকিবে না আর কোন জীব জন্তু নাই,—কেবল আমি, যাহাতে অন্য কাহারও ছায়াটী পর্য্যন্ত পড়িবে না,—কেবল মাত্র প্রকৃতির সরল, অকপট, সদা হাস হাস ছবিখানি আমাকে লইয়া হেলিবে দুলিবে,—সেই জলে ডুবিব, সেই জলে চিরদিন থাকিব, আর উঠিব না। এমন সঙ্গী চাই, অপর সঙ্গী চাই না। যখন প্রতিজ্ঞা মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে তখন যার তার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাসূত্রে বাঁধা পড়িব না,—

যেমন তেমনের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিব না,—সে প্রতিজ্ঞা চিরদিন টিকিবে না,—ধর্ম্মে ঠেকিতে হইবে,—শুভকার্য্যে অশুভ ফল ফলিতে দিব না,—চিরদিন জ্বলিতে হইবে,—অগ্নির জ্বলন সহ্য হয়, সে জ্বলন সহ্য হইবে না,—না—না তেমন জ্বলনে কাজ নাই, জ্বলন্ত সংসারে জ্বলনের উপর কত জ্বলন সহিব—মিছা কেন প্রাণ থাকিতে পুড়িয়া মরিব। যার তার কাজ নয়—যার কর্ম্ম তারে সাজে তাহাকেই চাই। যে আমার বিদগ্ধ সংসারমরুতে মনের পিপাসা মিটাইবে, শান্তিময় সুখচ্ছায়া দিতে পারিবে, ক্ষুধায় সুরসার ফল মূল মিলাইবে, আমার সকল বাসনা চরিতার্থ করিবে,—আপন প্রাণ আমার জন্য উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না,—বিনয়গুণে বাঁধিয়া রাখিবে, যে বাঁধনি ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ করিতে পারিবে না,—মিতব্যয়িতায় যে লক্ষ্মীরূপে ধন সঞ্চয় করিয়া আমার সংসারে অভাবকে মাথা তুলিতে দিবে না,—তাহাহইলে পরধনে পরৈশ্বর্য্যে আমার দৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না,—আত্মত্যাগে আমাকে আত্মদান করিবে। আমা ভিখারিণী হইয়া আমাকে পাইয়া আপনাতে আমাকে ভুলাইয়া রাখিবে; কুসুমসুষমা, মলয়সমীর, কোকিল কাকলী,—কৌমুদীহাসি, কিছুতেই আমার মন ধাইবে না, সকলই আমি তাহাতে পাইব, ঘরে থাকিতে বাহিরে গিয়া কেন মন ভুলিবে। পরের যাদু-করীতে কেন যাদু হইব,—এমন হইলে মন আর অপর



কিসে মাতিবে,—মাতোয়ারা ভ্রমরের ন্যায় সেই পূর্ণপ্রভ, অবিকৃত, কোমল কুসুমে বসিয়া বিভোর হইবে,—আত্ম-ম্ভরিতা আত্মাভিমান কোথায় চলিয়া যাইবে তাহার ঠিকানা থাকিবে না। তা হইলেই আমি মানব হইয়া দেব,—পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গবাসী,—আমার আর কিসের ভাবনা—কিসের অভাব,—সকলই আমার সঙ্গিনী হইতে মিলিবে,—কেন আমি হা হা ধা ধা করিয়া ছুটাছুটী দৌড়াদৌড়ি করিব! যেমন বলিলাম তেমনি হইলেই সহধর্ম্মিণী বলি,—সেরূপ সহধর্ম্মিণী কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে! কয় জনের ভাগ্যে—বিশেষতঃ ভারতবাসীর কয় জনে সেরূপ পরীক্ষার সুবিধা প্রাপ্ত হয়েন? কাজে কাজেই বিধাতা, অদৃষ্ট, এবং দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নীরব থাকিতে হয়। সমাজের অত্যাচারে, অদূরদর্শী বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের উদাসীনতায় এই গুরুতর কার্য্য সাধনপ্রণালী অতিশয় অসংস্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে। পূর্ব্বেকার স্বয়ম্বর প্রথা আমাদিগের আজি কালিকার সমাজের মনে হয় না,—তাহার উপকারিতা বিস্মৃতির কূপে চাপা পড়িয়াছে,—যাহা ডুবিয়াছে, তাহা তুলিবার চেষ্টা আমাদিগের সমাজে নাই,—যাহা হারাইয়াছে তাহাকে খুজিবার চেষ্টাও ছিল না,—আজি কালি সে চেষ্টার উল্লেখ মাত্র দেখা যাইতেছে। তাহা হইলেও মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

আদিত্যনাথের জীবনের এই অতি বড় ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে ;—তাঁহার মনে কখন আনন্দের তরঙ্গ উথালিতেছে,—কখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ;—কখন বা সেই তরঙ্গের উপর এক 'আধটা হাঙ্গর কুম্ভীর ভাসিয়া আবার ডুবিয়া যাইতেছে,—কাজেই ভয়, ভরসা, আশা, উৎসাহ অনেকই উঠিয়া খেলিয়া অদৃশ্য হইতেছে। আজি আদিত্য নাথের জীবনে এক 'নূতন দিন,—তাই তিনি মনে মনে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন। আমোদের ভাগটা দূরে রাখিয়া মন্দের দিকে দৃষ্টি করিতেছিলেন,—তাহাই একবার, তুইবার, তিন বার, বার বার দেখিতেছিলেন; ভাবিতেছিলেন,—ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিতেছিলেন না,—পারিবার সহজ উপায় নাই, যেহেতু ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময় ঘনতর কুজ্ঝটিকায় দৃষ্টিপথ রোধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহর ভিতর দিয়া কিছুই দেখা যায় না,—বড় বিষম কাণ্ড কারখানা। তাহার রহস্য অতি গুহ্য, গুহ্যাদপি গুহ্য,—মনের এত আগ্রহ, এত ব্যাকুলতা, কিন্তু সরলতা কোথায় ? মনুষ্যের চিন্তা, বহুদর্শিতা, বিচক্ষণতা, সকলই তাহার নিকট হারি মানে,—এমনই অত্যাশ্চর্য্য রহস্যজনক ব্যাপার ভবিষ্যতের কাণ্ড কারখানা দেখিলে কে না বলিবেন যেন এক জন মহাপুরুষ বর্ত্তমানের সমুখে এক খানি কৃষ্ণবর্ণ পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়া ঐন্দ্রজালিক প্রদর্শনীর আয়োজন করিতেছেন,—আমরা কতই উৎসুক,—কতই



ব্যগ্র—কত ব্যস্ত—ইচ্ছা যে সেই পর্দ্দাখানি উত্তোলন করিয়া দেখি ব্যাপার টা কি হইতেছে—কিন্তু সাধ্যকার যে নিকটে না আসিলে তাহা স্পর্শ করিতে পারে,—তাহা হইলে ত পর্দ্দা আপনি উঠিয়া যায়, তখন দেখি কি—না যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বা যাহার বিষয় কখন ভাবি নাই, এমন আশ্চর্য্য, এমন কৌতূকজনক ! আদিত্যনাথের ভবিষ্যতের সেই তমোময় পর্দ্দাখানি এখন দূরগত ! সুতরাং তিনি আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছেন।

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চিরদিন কি সবার সমান যায়? রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য, বিষয় বিভব, দাস দাসী, হয় হস্তী দেখিয়া আমরা মনে করি রাজা কতই সুখী, তাঁহার আবার অসুখ কিসের? যাঁহার অভাব নাই তাঁহার আবার অসুখ কোথায়? কিন্তু সেই রাজার পুত্র মরিতেছে, রাজ্য যাইতেছে; তাঁহার শত্রু আছে, যাহাকে ভয় করিতে হয়, যাহার প্রতাপ টুটিবার জন্য অশেষ কৌশল, অটুট যুক্তি বাহির করিবার জন্য শান্তিময়ী নিশীথিনীতে তাঁহাকে নিদ্রা পরিহার করিয়া মস্তিষ্কের পীড়ানুভব করিতে হয়। যে রাজ্যের, যে বিষয় বিভবের গৌরবে তিনি গৌরবান্বিত, যাহার সুখে তিনি সুখী, যাহার জন্য তিনি সকলের প্রধান, সকলের পূজনীয় তাহাই তাঁহার চিরদিন থাকে না,—সেই অতি সুখের, অতি আদরের ধন চিরদিন তাঁহার থাকে কই;—পূজনীয় হইতেও পূজনীয় সেই সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে চিরদিন



আশ্রয় করিয়াই বা থাকেন কই? দুদিন পরে হয়ত তাঁহাকে আমার ন্যায় পরাধীন, পরবশীভূত, পরমুখাপেক্ষী, পরপ্রত্যাশী দেখিতে পাই। মহাজনের ধন যায় চিরদিন থাকে না,—মানীর মান যায়,—ভাগ্যবানের ভাগ্য যায়,—মনের সুখ, মুখের হাসি কয় দিনের তরে? দুদিন দশ দিন, দুমাস ছমাসের তরে বইত নয়! চিরদিনের তরে কিছুই নয়,—আর চিরদিন কখন সমানও যায় না।

সংসারে লোকনাথ বাবুর অদৃষ্ট চক্রও তদ্রূপে ঘুরিতেছিল;—এতদিন তাঁহার সেই অদৃষ্টচক্রের সুখের ভাগ তাঁহার দিকে ঘুরিতেছিল,—এই বারে দুঃখের অংশ আসিল,—অবশ্যই তাঁহার বিষাদ ঘটিবে,—কে তাহার প্রতিরোধ করে! মুঙ্গেরে আসিয়া সাত দিনের জ্বরে তিনি নিরাশ্রয় পরিবারদিগকে শোকাশ্রুতে ভাসাইয়া, বিপদের অকূল সমুদ্রে ফেলিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সংসারে হাহাকার পড়িয়া গেল, অবিভাবক কেহই ছিল না, কেবল মাত্র তাঁহার আপোগণ্ডশিশু এবং ভ্রাতষ্পুত্র,—ইনি অমলার অগ্রজ। তিন দিন মধ্যেই আদিত্যনাথ তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। তাঁহার পরিণয় ক্রিয়া সবে মাত্র দশ মাস হইল সম্পন্ন হইয়াছে, তাহারই মধ্যে এই বিভ্রাট, তিনি মুঙ্গেরে পৌঁছিয়া শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে অনেকটা সান্ত্বনা করিলেন, এবং তাঁহাদের সকলকে নিত্যানন্দপুরের বাটীতে আনিলেন। দুই চারি

দিন নিত্যানন্দপুরে থাকিয়া তিনি পরলোকগত লোকনাথ বাবুর পারিবারিক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া অমলাকে লইয়া আপন বাটীতে আসিলেন। লোকনাথ বাবুর পৈতৃক সম্পত্তি এবং তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থে তাঁহার পরিবার বর্গের স্বচ্ছন্দ রূপে ভরণপোষণ চলিতে লাগিল। অমলার ভ্রাতার বয়স এ সময়ে প্রায় ষোল সতের বৎসর হইয়াছিল,—তাহা দ্বারা সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহের অসুবিধা ঘটিবার কোন কারণ ছিল না।

অমলা শ্বশুর বাড়ীতে এই দ্বিতীয় বার আসিলেন,—দ্বিরাগমন হইল বটে, কিন্তু বার তিথি নক্ষত্র বিচার করিয়া আসা হইল না। ইহাতে অনেকে অনেক রকম বলিতে লাগিলেন; পথে ঘাটে স্ত্রীলোক মুখে তাহার সমালোচনা চলিতে লাগিল, সমালোচনার সমালোচনা তস্য সমালোচনা, এমতে পাড়ার গার্হস্থ্য সমাচারের অধিকাংশই তাহাতে পূর্ণ হইতে লাগিল। পল্লীগ্রামের অন্তঃপুরকাহিনী মহিলা-কণ্ঠে দৈনিক সংবাদ পত্রের সংবাদ অপেক্ষাও প্রচার সুলভ। সুতরাং পাড়ার স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃক বধূর দ্বিরাগমন সমালোচনা সত্বর তাঁহার কর্ণস্পর্শ করিল। তিনি পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের কথা ভবনাথকে অবগত করিলে উত্তর পাইলেন যে দেশে মারীভয়, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত হইলে যে কোন সময় স্বামী তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে স্বয়ং সঙ্গে করিয়া পিত্রালয় হইতে আনিতে পারেন তাহাতে কোন দোষ



হয় না শাস্ত্র তাই বটে, কিন্তু পাড়ার শ্যামার মা অনেক দিন কোন হুজুগ পায় না, তাঁহারই কথায় পাড়ার স্ত্রী সমাজ পরিচালিত হয়। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা প্রতিকারস্বরূপ তিনি শুভচণ্ডীপূজার ব্যবস্থা দিলেন। অমলার শ্বশ্রু ঠাকুরাণী তৎক্ষণাৎ তাহার আয়োজন করিয়া সে দিন বৈকালে এই উপলক্ষে ছোট বড় মশঝারি অনেকগুলি স্ত্রীলোকের পদধূলি লইয়া অমলার মস্তকে দিলেন। দ্বিরাগমনের যত আপদ বিপদ সমস্তই খণ্ডন হইয়া গেল।

সকলেই মনে করিয়াছিল, অমলা বালিকা, অল্প বয়সে মাতৃহীনা কিরূপে শ্বশুর বাড়ীতে কাল কাটাইতে হইবে কখন তাহার শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন নাই। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি পরে, গ্রামমধ্যে বিলক্ষণ শিষ্ট শান্তিমতী বলিয়া পরিচিত হইলেন, এবং বধূচরিত্রের আদর্শ হইয়া উঠিলেন। তাঁহা অপেক্ষা অল্প বয়স্কা ব্যতীত কেহ কখন বিনা যত্নে তাঁহার মুখ দেখিতে পাইতেন না, যত্ন করিয়া দেখিলেও কটাক্ষে বঞ্চিত হইতেন, কলে কৌশলে মুখ চোখ নাক দেখিতে চেষ্টা করিলেও অমলার নিকট তাহা খাটিত না; বিনা কৌশলে দেখিয়াছিলেন কেবল আদিত্যনাথের মাতা। অমলা যাঁহার আদরেরধন, আহ্লাদের সামগ্রী, যাঁহার চক্ষে অমলা শ্যামা হইলেও শশিকলা, উগ্র না হইলে শান্তিময়ী, তিনি তাঁহাকে সোনার চক্ষে দেখিলেই হইল। দেখিলে যাহাদের মন্দ বই ভাল চক্ষে

লাগিবে না, মনে ধরিবে না তাহাদের না দেখাই ভাল। শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া অমলা কথা কহিতেন শ্বশ্রূ ননন্দা ছোট ছোট দেবরগুলির সহিত আলাপ করিতেন, কিন্তু কেহ কখন তাঁহার কথা শুনিতে পায় নাই। অথবা কোন অদৃশ্য স্থানে থাকিয়া অমলা যদি কাহাকেও কোন কথা বলিতেন, সেই কথা শুনিয়া কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। আদিত্যনাথের মাতা বধূর কথাস্বর শুনিবার জন্য কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া গৃহান্তর হইতে অমলাকে আহ্বান করিলে অমলা তাঁহার নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে তাহার উত্তর দিতেন। অমলার শ্বশ্রূ সে কালের স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয় সে কথা তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের মীমাংসিত মত। শ্বশ্রূর এই কুসংস্কার জানিতে পারিয়া অমলা শ্বশুর ঘরে আসিয়া কখন লেখনী ধারণ করিতেন না।

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অমলার শ্বশ্রূ একজন পরিপক্ক গৃহিণী ছিলেন, সাংসারিক কার্য্যে তিনি যতটা দূরদর্শিনী অনেক পুরুষ সেরূপ হইলে বিলক্ষণ সৌভাগ্য করিয়া লইতে পারিতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় ভবনাথ বড় অলস এবং আমোদপ্রিয় ছিলেন, অনেক সময় আপন ব্যবসায়ে অবহেলা করিয়া সময় কাটাইতেন। অমলা শাশুড়ীর নিকট সংসারের কাজ কর্ম্ম, ধারাকরণ বেশ ভাল করিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঘরকন্নার কাজ কর্ম্ম শিখিতে বধূর আগ্রহ দেখিয়া তিনিও বড়যত্ন করিয়া তাঁহাকে সময়ে সময়ে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। বধূকে গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিয়া ভবনাথগেহিণী যার পর নাই আহ্লাদিত হইতেন; ভাবিতেন শ্রমশীল আদিত্যনাথের সংসারে অমলা লক্ষ্মীরূপিণী হইবেন। মনের মত করিয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা বধূকে গৃহস্থালী বিদ্যায় বিদুষী করিয়াছিলেন।

পাঁচ সাত বৎসর এইরূপে বধূকে লইয়া আদিত্যনাথের

মাতা ঘরকন্না করিলেন। পুত্রের ধনে ভুবনাথেরও কয়েক বৎসর সুখে অতিবাহিত হইল। বিলাস আলস্যের সহচর। বার্দ্ধক্যে ভুবনাথ নিরুদ্বেগে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ইচ্ছামত দশ টাকা ব্যয় করিতে পাইতেন। তাহাতে আদিত্যনাথেরও মনের সাধ মিটিত, পিতা বহু কষ্টে লালন পালন করিয়াছেন তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থে সুখে ভোগ করিতেছেন সৌভাগ্যের কথা। আদিত্যনাথের উপর সংসারের সমস্ত ভার। সুতরাং অতঃপর তাঁহাকে দেনার জন্য চিন্তা করিতেহইল। পরেরধন নিজে লইয়া ব্যবহার করিয়াছেন, বহু দিন অতীত হইল তাহা পরিশোধের কোন উপায়ই হইলনা। দিনে দিনে কুশীদ সংখ্যা দারুণ বৃদ্ধি হইয়া ধনভার বহনে তাঁহাকে অসমর্থ করিয়া তুলিল; আসল অপেক্ষা নকলের ভার অসহ্য হইল। নৈদাঘ ময়ূখমালীর প্রচণ্ডকর দুঃসহ হইলেও সহ্য করিতে হয়, কিন্তু সেই করতপ্ত বালুকারাশি স্পর্শ করিতে পারা যায় না। তিনি মাসিক যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহাতে সাংসারিক ব্যয় সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইত; কিন্তু তিনি ঋণ পরিশোধের কোন উপায়ই উদ্ভাবিত করিতে পারিলেন না। এক দিন এক জন উত্তমর্ণ আসিয়া একটু অসম্ভ্রমের কথা বলিয়া গেল। নমিত মস্তকে সেই অসম্ভ্রম বাক্য তাঁহাকে সহ্য করিতে হইল। রাত্রিকালে ভাবনায় তাঁহার নিদ্রা হইল না। নিশীথ সময়ে অমলা নিদ্রিত; তখন তিনি স্বামীর সম্ভ্রমচ্যুতির কথা



অবগত ছিলেন না। তিনি চিরদুঃখিনী, সে সকল কথা শুনিয়া তাঁহার দুঃখভার বৃদ্ধি হইবে জানিয়া আদিত্যনাথ তাঁহাকে শুনাইতেন না। ঋণ গ্রহণের সময় যে সকল লোক আদর করিয়া বাড়ীতে আসিয়া টাকা দিয়া গিয়াছে, তাহারা এখন সেই টাকা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য নানান্ কথা কহিতেছে, কাজেই তাহাতে তাঁহার মর্ম্মপীড়া জন্মিতে লাগিল। যে সকল লোকের সহিত বন্ধুতা ছিল, যাঁহারা আপনার বলিয়া যত্ন করিয়া তাঁহার অসময়ে সাহায্য করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে লজ্জায় মস্তক নত করিয়া থাকিতে হইত। একবার, দুইবার, তিনবার, বারম্বার তাঁহাদিগের নিকট সময় চাহিয়াছেন, সময় পাইয়াছেন, কিন্তু কোনবারে সময় তাঁহার অনুকূল হয় নাই। একবার দুইবার করিয়া অনেক বার গিয়াছিল, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কথা কহিতে পারিতেননা, সাক্ষাৎ করিতে আসিলে লুকাইতেন। ইচ্ছা না থাকিলেও তাহা ভিন্ন পথ ছিল না। নিস্তব্ধ নিশীথিনীর অন্ধকারে অকস্মাৎ কোন বিকটদর্শন অপেক্ষাও মহাজনের দর্শন তাঁহার পক্ষে বিকট বোধ হইত। সংসারে অর্থ সংসারীর সকল প্রয়োজন সাধনে সমর্থ। এমন অভাব নাই যাহা অর্থে সাধন করিতে অপারগ। অর্থ অতলবারিধির অন্তর নিহিত রত্ন ঘরে আনিয়া বহিয়া দেয়, দুর্গম গিরিহৃদয়প্রোথিত বহুমূল্য মাণিক্য আনিয়া ধন

গৌরব বৃদ্ধি করে, অপরিচিত স্থানে সহস্র বন্ধু মিলাইয়া দেয়, পরকে আপন করে। অর্থের জন্য রাজা রাজ্য করেন,—ধরণীবক্ষ নরশোণিতে পরিপ্লুত করিয়া অসংখ্য প্রাণীহত্যা করেন, মন্ত্রী প্রভুর স্বার্থহানি করিয়া আপন কর্ম্ম বজায় করেন, কেরাণী দশটা বাজিতে না বাজিতে অর্দ্ধাশন করিয়া আপিশে ছুটেন, মুটে মোট বহে, দরিদ্র ভিক্ষা করে, সম্পাদক কাগজ লিখেন, বক্তা বক্তৃতা করেন, লেখক "সংসার সঙ্গিনী" লিখেন, মুখে যাই বলি, মনে মনে চাই কেবল অর্থ। সংসারে যে সামগ্রীর এত আদর, এত গৌরব তাহাকে কে হেলায় অপব্যয় করে। সেই কেবল করে যাহাকে কষ্ট করিয়া উপার্জ্জন করিতে হয় না, আর যে কখন অর্থের অভাব জানে না। ধনের আদর দরিদ্রের কাছে যত, ধনীর কাছে তত নহে। আদিত্যনাথ সকলই বুঝিতেন, কিন্তু ধনাগমের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। তিনি দেখিতেন সংসারে কাহার অভাব কখন পূর্ণ হয় না, সংসারীর চিরদিনই অভাব। মানুষ সংসারে আসিয়া কোন দিন অভাব শূন্য নহে, অভাব থাকিলেই তাহা পূরণের জন্য আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহার অভাব আছে সে কখন আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইতে পারে না; যে দিন আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইবে সে দিনই জীবন্মুক্ত হইবে। জ্ঞানের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা অগ্নিকণার ন্যায় মনুষ্যহৃদয় স্পর্শ করিয়াছে,



জীবনের সহিত জ্বলিতেছে, আবার জীবনের সহিত নির্ব্বাপিত হইবে। আকাঙ্ক্ষা থাকিতে মানুষ কখন সুখী হইতে-পারেনা। আকাঙ্ক্ষা কখন মিটে না সত্য, তবে কেহ সুখ সেব্য সুবায়ুসঞ্চালিত সৌধে বাস করে, সুখসেব্য সুরস পান ভোজনে জঠরাগ্নি এরূপে নিভাইতেছেন যে অনেক যত্ন, অনেক ফুৎকার দিয়াও সময়ে সময়ে সে অগ্নির পুনরুদ্রেক হয় না। আবার কেহ বা পত্রকুটীরে অনাবৃত আর্দ্রভূমে শয়ন করিয়া দিনান্তে একমুষ্টি অন্ন সংস্থান না করিতে পারিয়া জঠরচিতায় আত্মহত্যা করিতেছে। এই দুই শ্রেণীর লোকের মনেই আকাঙ্ক্ষা আছে। আকাঙ্ক্ষা মিটিবার সামগ্রী নয়, যাহার মিটিবার আবশ্যক তাহার মিটিতেছে না আর যাহার মিটিবার আবশ্যক নাই তাহারও মিটিতেছে না। আকাঙ্ক্ষা মিটিবার হউক, চাই নাই হউক, উত্তমর্ণ তাহা শুনিবে কেন, সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইতে হইল। কিন্তু সে দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার উপায় একমাত্র প্রবাসগমন ও জীবিকান্তর গ্রহণ।

ইতিহাস দেখ, পুরাণ পড়, উপকথা শুন, জানিতে পারিবে মহা বিচক্ষণ সুবুদ্ধিশালী ব্যক্তিও বিপদে পড়িয়া বিবেচনা হারাইয়াছেন। সে সকল কথা অপ্রকৃত বা কবিকল্পনাসম্ভূত নহে। এইরূপ বিচারবিভ্রমকে প্রাচীন কবিগণ দুর্গা সরস্বতী প্রভৃতি

নানা নাম দিয়াছেন। মনের কথা আদিত্যনাথ মনেই রাখিলেন, কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না। ইহাও তাঁহার আর একটী নূতন দুর্ব্বুদ্ধি।

---

## নবম পরিচ্ছেদ।

দেনার জ্বালায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করাই আদিত্যনাথের শ্রেয়ঃজ্ঞান হইল। অমলা, তখন প্রাপ্তযৌবনা হইলেও স্বামীকে যুক্তি দিবার অধিকারিণী বিবেচনা করেন না;—সাংসারিক অন্যান্য কার্য্যে যুক্তি দিবার তাঁহার অধিকার না থাকিলেও তিনি বিবেচনা করিতেন যেন স্বামীকে বিদেশ গমনে নিষেধ করিবার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকায় ছিল। তিনি বারণ করিলেন কিন্তু বিদেশ যাত্রার কারণ আদিত্যনাথের বহু চিন্তার মীমাংসা, সুতরাং তিনি প্রতিবাদ করিলেন। তর্কের মুখে কোন কথাই আটক হইল না। অমলা বলিলেন "বিদেশ গিয়া কি হইবে? অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।"

আদি। কাপুরুষই অদৃষ্টের কল্পনা করে।

অম। সে কথা কেমন ক'রে মানি, অনেক সুপুরুষও অদৃষ্টের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে গেছেন।

আদি। বিবেকবুদ্ধি হারাইয়া যাঁহারা বিপদে পড়েন, তাঁ'দেরই মধ্যে অনেকে উপায়ান্তর না পে'লে অদৃষ্টের উপাসনা করেন।

অম। বিপদে না পড়লে অনেকেই ঈশ্বরের স্বত্বা অনুভব কত্তে পারেন না, বা অদৃষ্টের অলঙ্ঘনীয়তা স্বীকার করেন না।

আদি। ঈশ্বরে, অদৃষ্টে অনেক প্রভেদ। জ্ঞানী লোকে কি বিপদে, কি সম্পদে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। অদৃষ্টের চিন্তা কেবল বিপদের বেলা দেখা দেয়।

অম। আমরা স্ত্রীলোকে প্রায়ই মানিয়া থাকি, অত তর্ক জানিনা। সে কথা যাক,—বিদেশ যাওয়া কেন?

আদি। না গেলে চলে কই?

অম। কেন—সংসার কি অচল?

আদি। সচলই বা কেমন ক'রে বলি!

অম। এ ত বেশ আছি;—

আদি। দেনার উপায় হচ্চে না!

অম। দেনার জন্যে বিদেশ যেতে হ'বে?

আমি। না গেলে চলে কই, যাদের ধারি তাদি'গে মুখ দেখতে পাচ্চিনা।

অম। আমার গহনা দিলে শোধ্ হবে না?

আদি। এক খানা দিতে পারি না, আর অন্যের দেওয়া জিনিষ নষ্ট করবো? (অমলার গহনাগুলি তাহার পতৃদত্ত)।



সে গুলি ব্যবহার করিতে অমলা ভাল বাসিতেন না বলিয়া শ্বশ্রুর নিকট রাখিয়া দিয়াছিলেন। আদিত্য-নাথের পিতা সে গুলি ইতি পূর্ব্বেই বন্ধক দিয়াছিলেন, অমলা তাহা জানিতেন না। ফলতঃ জানিতে পারিলেও তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না।

অম। সে গুলার ত ব্যবহার হচ্চে না, তবে রাখার কোন ফল দেখি না।

আদি। এ অপেক্ষাও শঙ্কটের সময় আস্তে পারে, বলাত যায় না, সে সময় থাকলে বড় কাজে লাগবে।

অম। দেশ ছেড়ে, সংসার ফেলে বিদেশে থাকা চেয়ে এ অপেক্ষা আর কি শঙ্কট হ'তে পারে?

আদি। মনে কর যদি দুদিন অসুস্থ হ'য়ে কাজ কত্তে না পারি!

অম। তখন এই সকল লোকের কাছে কর্জ্জ চাইলে পাওয়া যাবে।

আদি। সে তা'দের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করবে, কিন্তু গহনা থাক্‌লে যার তার কাছে যেখানে সেখানে টাকা পাওয়া যাবে।

অম। আমার ত মনে লাগে না।

আদি। বাড়ীতে ব'সে কি চিরকাল কাট্‌বে, বিদেশে গিয়ে সুবিধা কত্তে পাল্লে, তোমাদি'গে নিয়ে যাবো।

অম। সে অনেক দিনের কথা—নিদাঘ জ্বালা নিবৃত্তি হ'লে ত প্রাবৃটের প্রত্যাশা।

আদি। সংসারে সকল দিন সমান কাটে না ; ভোজনের পর ক্ষুধা, শান্তির পর তৃষ্ণা, সুখের পর দুঃখ কোথায় কখন না আছে ?

অম। সাবধানের বিনাশ নাই; সাবধানে চল্লে এক রকমে যায় না কি ?

আদি। কই প্রায় ত দেখি না।

অম। চেষ্টা কল্লে কিন্তু আমাদের চলে, কাজ নাই বিদেশ গিয়ে, বিদেশে অনেক আপদ।

আদি। না গিয়ে কি করি, সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ী আস্‌বো।

অম। সাত দিন ত দেখ্‌তে পাবো না ? গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুর পাড়ন কি দুমাস বসন্তে প্রশম হয় ?

আদি। বসন্ত কি চিরদিন থাকে ?

অম। না ?

আদি। কোথায় দেখেছ ?

অম। না দেখি, শুনেছি ত ?

আদি। সে কেবল কল্পনা।

অম। স্বর্গে না চিরবসন্ত, প্রতি নিশিতে পূরা চন্দ্রমা ?

আদি। যদিই তা হয়, স্বর্গে আর মর্ত্তে ?

অম। যে স্থানে তুমি আছ, সে স্থান স্বর্গ অপেক্ষা কম কিসে ?

আদিত্য নিরুত্তর হইলেন, তাঁহারমুখ যেন কালিখা মাখিল, চক্ষু যেন ঘন কুজ্‌ঝটিকায় ঢাকা দিল, নিশ্বাসে ঝটিকা বহিল, বক্ষে যেন বজ্র ঘোষিল। অমলা বুঝিলেন,—বলিলেন "এমনত কখন দেখি নাই,—বিদেশ যাওয়ায় বাধা দিয়ে ভাল করি নাই।"



আদি। আমারও দারুণ ভাবনা অমল, বিদেশে গিয়ে কেমন ক'রে থাক্‌বো, অন্যে শুনলে উপহাস কর্‌বে, কিন্তু অভ্যাস দোষ কত অনিষ্টের মূল ! বিবাহের পর চিরদিন একত্র থেকে সেই অভ্যাসদোষতায় কত কষ্ট পাচ্চি। কিন্তু করি কি উপায় নাই, অনেক ভেবেছি, প্রতিকার দেখতে পাই নাই।

অমলার সর্ব্ব শরীর শিহরিল; পৃথিবীতে দৃষ্টি স্থির রহিল না, কুলালচক্রের ন্যায় ঘুরিল। অমলা বলিলেন "তবে যাবে, কিন্তু সাবধানে থাক্‌বে। রোজ রোজ চিঠী লিখবে। এক দিনও যেন চিঠীর কামাই থাকে না।" আদিত্যনাথের বিদেশ যাত্রা স্থির হইল। কোন্ দিন যাওয়া হইবে তাহারই একটা ভাঙ্গাচুরা হইতে চলিল। পর দিনই যাওয়া অবধারিত হইল।

---

# দশম পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রি অমলার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে নিদ্রার সময় হইল না। রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু সে প্রভাতে আকাশে সূর্য্য উঠিল না, গাছে পাখী ডাকিল না, দিক হাসিল না, গৃহস্থ জাগিল না, জাগিল ত শয্যা ছাড়িল না, বড় দুর্য্যোগ,—মুষলধারে বৃষ্টি, ঘরের বাহিরে কিছু দেখা যায় না, কোন শব্দ শুনা যায় না, গাছের পাতা নড়ে না, ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি ; বৃষ্টির ধারাগুলি সরলভাবে ধরিত্রী পৃষ্ঠে প্রহত হইতেছে, ধরিত্রী যেন বহুকালের পর পুত্রের আবদার পাইয়া সাদর আলিঙ্গন করিতেছে। বেলা ছয়দণ্ড অতীত হইল,—ছেলে কাঁদিল, গোরু ডাকিল, বামুন নাহিল, বৃষ্টি থামিল না। বৃষ্টি সকলেরই অসুবিধার কারণ হইল, ধানকুটুনি, গৃহস্থগৃহিণী আকাশকে দেবতাকে অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু সেই বৃষ্টি অমলার মনে সুধাবর্ষণ করিল,—আদিত্যনাথের সে দিন



যাওয়া হইল না। বেলা দেড় প্রহরের পর বৃষ্টি একটু থামিল, সাদা কাগজে পেন্সিলে আঁকা ছবির মত আকাশে মেঘের কোলে মেঘ খেলা করিতে আরম্ভ করিল, চারি দিকে কল কল চপ চপ শব্দ হইতে লাগিল,—পুকুরে ভেক ডাকিল, মাঠে কৃষক ধাইল, দক্ষিণ বাতাস উত্তরের শীতলতা লইয়া থামিয়া থামিয়া বহিতে লাগিল,—আকাশে কোদালকাটা মেঘগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া ছড়িয়া পড়িল, কে যেন সবুজ ঘাসে বরফের চাঙ্গড় ছুড়িয়া ফেলিল। এক নূতন দৃশ্য দেখা গেল। আশে পাশে ভাঙ্গা চুরা মেঘগুলিকে রাখিয়া সোনার টোপর মাথায় দিয়া সূর্য্যদেব দেখা দিলেন ; প্রকৃতি যেন মানিনীর দুর্জ্জয়মান ভঞ্জনের পর আলাপুলালায়িত নায়ককে দেখিয়া মুখভরা হাসি হাসিল। আলোক পাইয়া পাখী সকল ডানা ঝাড়া দিয়া গাছের ডালে বসিল, কত রকম ডাক ডাকিল, কীট পতঙ্গ উড়িতে দেখিয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া ঘাসের বনে আছাড় মারিয়া, উড়িয়া, ছুটিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন আরম্ভ করিল।

সে দিন রবিবার, দেড় প্রহরের পর এক প্রহর বারবেলা, আদিত্যের যাওয়া হইল না। বৈকালে নিত্যানন্দপুর হইতে সংবাদ আসিল পিতৃকুলে অমলার যে এক মাত্র সহোদর ছিল সে মারা পড়িয়াছে। পিতৃকুলের সম্বন্ধ এতদিনে একরূপ ঘুচিয়া গেল। নিত্যানন্দপুরে তাঁহার আপনার বলিয়া পরিচয় দিতে আর কেহ রহিল না।

ভ্রাতৃ শোকসন্তপ্তা অমলাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য আদিত্যনাথকে আর তিন চারি দিন থাকিতে হইল, বিদেশ যাত্রা স্থগিত রহিল। অমলা কয়েক দিবসে শোকসাগরের তরঙ্গতাড়না হইতে একটু বিশ্রাম পাইলে আদিত্য এক দিন বলিলেন, "অমল, তবে আমি কা'ল কল্‌কাতা যাই?"

অম। অগত্যা—আর ত কোন উপায় নাই।

আদি। তুমি ত বালিকাবস্থা হ'তেই শোক তাপ দগ্ধা, সংসারে এক দিনের জন্য তোমার ত সুখ দেখ্‌লাম না। প্রাণপণ ক'রেও ত তোমাকে সুখী কত্তে পাল্লেম না।

অম। ঈশ্বর সুখী না কল্লে মানুষের সাধ্য কি, আমার অদৃষ্ট মন্দ, আমার জন্যে তোমার কষ্ট। না হ'লে কত মূর্খে দশ টাকা উপায় উপার্জ্জন ক'রে সংসারে সুখী হচ্চে, আর আমাদের সংসারে সুখ নাই।

আদি। চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই, দেখা যা'ক,—একবার ত চেষ্টা করি।

আদিত্যনাথ অমলার জন্য আবার অনেক ভাবিলেন,—কিন্তু তাঁহার মন বিদেশ যাত্রার নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিল, বিদেশ যাত্রাকেই ভবিষ্যৎ সুখের এক মাত্র সাধক ভাবিয়া তাহাতেই আত্ম সমর্পণ করিলেন। পর দিন উষার আলোকরেখা পূর্ব্বদিকে প্রকাশ না হইতে হইতে, গাছের পাখী, বনের পশু না জাগিতে জাগিতে, রাত্রির অন্ধকার থাকিতে থাকিতে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। অমলা



ঘরে একাকিনী ভাবিতে লাগিলেন, আদিত্যনাথ, সংসার, অর্থ, দেনা আর ভবিষ্যৎ। ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি প্রভাত হইল। আকাশে সূর্য্য উঠিল, পাখী ডাকিল, সকল গৃহস্থের বধূ জাগ্রত হইল, বিছানা হইতে উঠিয়া গৃহকার্য্য করিতে লাগিল, অমলা উঠিলেন না। দাসী আসিয়া কপাট ঠেলিল অমলা নিদ্রিত নহে জাগ্রত, রুদ্ধ দ্বার আঁধার ঘরের ভিতর চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখেন বালাদিত্যের মধুর রশ্মি গবাক্ষের ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া চপলমতি বালকের ন্যায় খেলা করিতেছে, তিনি কপাট খুলিয়া মুখে হাতে জল দিলেন।

জীবনের মধ্যে, বিবাহের পর, দ্বিরাগমনের পর আজি স্বামিসহ অমলার প্রথম বিচ্ছেদ। গৃহস্থলীতে এত দিন কি দিবা, কি রাত্রি, কি নিদ্রিতে, কি জাগ্রতে যেন একটী দীপ জ্বলিত, সে দীপ যেন কে কোথা সরাইল, গৃহস্থলী অন্ধকার করিল। দুঃখের আঁধারঘেরা মনে প্রাবৃটের অমানিশায় পাতাঢাকা তিন্তিড়ীশাখে খদ্যোতিকার মত অথবা তেমনি রাত্রে মেঘসঞ্চারিত আকাশের গায়ে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মিট মিটে নক্ষত্রের মত ক্ষণে ডুবিয়া, ক্ষণে জাগিয়া একটু যে সুখের রেখা নিবিয়া নিবিয়া দিপ্‌ দিপ্‌ করিতেছিল, দুঃখের সংসারে গাছ পালা, ঘর বাড়ী দেখিয়া দৃষ্টির বিরক্তি জন্মিলে তাঁহার চক্ষুর দৃষ্টি মনের ভিতর সেই আলোক টুকু দেখিতে ফিরিয়া আসিয়া যেমন তৃপ্তি

পাইত, অমলার দৃষ্টি তাঁহার মনের ভিতর সে আলোক টুকু আজি খুজিয়া পাইল না। তাই যেন মনের ভিতর গুহ্যাদপি গুহ্য স্থানে খুজিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও খুজিয়া না পাইয়া, বহির্বস্তুতে নিক্ষিপ্ত হইয়া আবার তাহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া ডুবিয়া যাইতেছে; কোথাও খুজিয়া পাইতেছে না। অমলার শ্বশ্রু বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন, গৃহকর্ম্ম করিতে বলিলেন। অমলা তরকারী কুটিতে গিয়া অঙ্গুলি কাটিয়া বসিলেন। শ্বশ্রুর নিকট অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার শ্বশ্রু তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "বৌমা, অন্নদা মঙ্গল পড়ে শুনাওত।" অমলা জানিতেন তাঁহার শ্বশ্রু স্ত্রীলোকের লেখা পড়া ভাল বাসিতেন না, এজন্য কখন শ্বশুরবাড়ীতে কাহার সাক্ষাতে পুস্তক স্পর্শ করিতেন না, আজি মহাবিপদে পড়িলেন, মিথ্যা কথা মুখে আনিতে পারিলেন না, বলিলেন "ঠাকুরপোকে ডাকিয়া আনি তিনি পড়বেন।" আদিত্যের মাতার সে উদ্দেশ্য ছিল না, এজন্য বলিলেন "তুমি ত জান, তোমার মুখে শুন্‌তে বড় ভাল লাগবে, তুমিই শুনাও।"

অমলা আর আপত্তি করিতে পারিলেন না, "অন্নদা মঙ্গল" খানি আনিয়া পড়িতে বসিলেন।

---

# একাদশ পরিচ্ছেদ।

আদিত্যনাথ ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতার পথে চলিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপথে নাই, প্রান্তরে নাই, আকাশে নাই, গাছে নাই, পালায় নাই; চক্ষু উন্মীলিত—কিন্তু তাহাতে দৃষ্টি নাই। পাঠক জিজ্ঞাসিতে পারেন তবে কোথায়? তাঁহার মন দৃষ্টিকে লইয়া আপন অন্ধকুটীরে অমলার স্নিগ্ধজ্যোতিঃ মধুর মূর্ত্তিখানি দেখিতেছিল; তাই রাস্তা হাঁটিতে পদে পদে পাদস্খলন ও অন্য পথিকের মস্তকে মস্তক আহত হইতেছিল। তাহারা আদিত্যনাথকে বিরক্তভাবে অন্ধ বলিয়া উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছিল! আঘাত অধিক লাগিলে মন এক এক বার দৃষ্টিকে ছাড়িয়া দিতেছিল, তাহাতেই আদিত্য পন্থান্তরে না গিয়া উপযুক্ত পথে চলিতেছিলেন পথভ্রান্তি ঘটে নাই। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে তিনি তাহার পর দিন কলিকাতায় পৌছিলেন। কলিকাতায় পৌছিয়া তিনি

কোথায় যাইবেন, কাহার কাছে থাকিবেন, এই চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। অনেক ভাবনা চিন্তার পর এক জন বন্ধুকে মনে পড়িল, ভাল মন্দ কয়েক জন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া, কাহার দ্বারা প্রতারিত, কাহার দ্বারা সাহায্য পাইয়া তিনি বন্ধুর বাসা খুজিয়া পাইলেন। বন্ধু তাঁহার অবস্থা জানিতেন না; কিছু দিন পূর্ব্বে একবার তিনি আদিত্যনাথের বাটীতে গিয়া সমাদরে অভ্যথিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন আদিত্যনাথ বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়াছেন; গ্রামের লোকের কাছে তাঁহার তখন বিলক্ষণ মান সম্ভ্রম ছিল। সেই অবস্থার আদিত্যনাথ আজি তাঁহার রাসায় উপস্থিত তিনি বিলক্ষণ সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিলেন। একদিন দুই দিন সেইরূপে কাটিয়াগেল, আদিত্যনাথ আপনার ভাবনায় আপনি বিভোর, মানুষের মনের চিত্র মুখে প্রকাশ পায়, তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, তিনি বিষম চিন্তায় বিমনা। পর দিন আদিত্য আপনি তাঁহাকে বলিলেন "বন্ধু, আমি দেশের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় আসিয়াছি।" পূর্ব্বে যখন আদিত্যনাথ দেশে ছিলেন সে সময় তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে কলিকাতায় আসিয়া ভাল চাকরীর চেষ্টা করিলে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিবার আশা দিয়াছিলেন, আদিত্যনাথ সে কথাও তাঁহাকে জানাইলেন, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে সেরূপ কোন আশা পাইলেন





না। তাঁহার বন্ধু বলিলেন "আজি কালি চাকরীর বাজার বড়ই মন্দ, বিশেষ আত্মীয় না থাকিলে চাকরী মিলা ভার!" শুনিয়াই তিনি আকাশ হইতে পড়িলেন। যাহাহউক কিছু দিন তাঁহার বাসায় থাকিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে পারিবেন এরূপ ভরসা পাইলেন। ইহাই এখন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইল। আদিত্যনাথের মনে আশা ছিল যেরূপ লেখা পড়া জানেন; হস্তাক্ষর যেরূপ তাহাতে তাঁহার চাকরী জুটিবার কোন প্রতিবন্ধক নাই, এই ভাবিয়া তিনি প্রতিদিন সংবাদপত্র দেখিতেন, যেখানে চাকরী খালী পাইতেন সেই খানেই আবেদন করিতেন, কিন্তু কোথাও কিছু হইল না—শেষে এক দিন বন্ধুর নিকট জানিতে পারিলেন আপিশের বড় বাবুদের দ্বারস্থ না হইলে কাহার আবেদন আপিশের কর্ত্তা সাহেবদের গোচরেই পৌঁছে না। তাঁহারা সাহায্য না করিলে কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। এজন্য তিনি একটী গবর্ণমেণ্ট আপিশের বড় বাবুর শরণ লইবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

বোঝা কখন কেহ স্বেচ্ছায় বহন করে না, দায়ে না পড়িলে আর কে কোথা মাথায় মোট বহিতে স্বীকার করে? সুতরাং লোকে সে মোট যাহাতে শীঘ্র মাথা হইতে ফেলিয়া দিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করে। মুটে দুষ্ট হইলে মোট হালকা করিবার জন্য মোটের জিনিষ পত্র

ফেলিয়া দেয়, অযত্নে বহন করিয়া ফেলিতে তুলিতে নানা রূপে অপচয় করে। আদিত্যনাথ অধুনা তাঁহার বন্ধুর বোঝা। আজি কালি তাঁহাকে আদিত্যের ভার বহন করিতে হইতেছে। এজন্য তিনিও সংসারের সাধারণ মুটের পন্থায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। বাসার চাকরেরা আর পূর্ব্বের মত আদিত্যনাথের কথা শোনে না, কোন কাজ করিতে বলিলে সাত বারের পর একবার উত্তর করে, ভৃত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লজ্জা বোধ হইত, এজন্য তিনি কিছু বলিতেন না, সময়ে সময়ে আপনিই আপন কাজে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইতেন। এরূপ করিয়া কিছু দিন গেল, তাহাতেও বন্ধুর মাথা হইতে আদিত্য বোঝা নামিল না। ক্রমে খাইবার দেরি, কোন দিন খাইতে না ডাকা ইত্যাদি অনেক রকমে আদিত্যনাথের মুটে নিজে ও অপরকে দিয়া বোঝা নামাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এত দিন আদিত্যনাথ গবর্ণমেণ্ট আপিশের যে বড় বাবুটীর বাড়ীতে যাতায়াত করিতে ছিলেন তিনি ত তাঁহার পুত্রদিগকে বাড়ীতে পড়াইবার যে শিক্ষকটী রাখিয়াছিলেন তাঁহাকে যবাব দিলেন। আদিত্যনাথ প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন বাবুর ছেলেরা তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিত। দুই দিন এক দিন গেল, ক্রমে তাহারা আপনারাই আদিত্যনাথের নিকট পড়া বলিয়া লইতে লাগিল। এক দিন



আদিত্যনাথ ছেলেদিগকে পড়া বলিয়া দিতেছেন বাবু শুনিতেছিলেন, শুনিয়া বলিলেন আদিত্য বাবু ত বেশ পড়া বলে দেন।” ছেলেরা বলিল “ইনিই তবে আমাদের মাষ্টার মহাশয় হ’ন।” বাবু সম্মতি দিয়া বলিলেন; “বেশ ত?”

আদিত্যনাথ জানিতেন, বাড়ীতে যিনি প্রাইভেট টিউটার ছিলেন তাঁহার বেতন দশ টাকা; আজি হইতে তবে তাঁহার দশটাকার সম্ভাবনা হইল। তিনি তখন আপনা আপনি বন্ধুর মস্তক হইতে অবতীর্ণ হইবার চেষ্টা করিলেন, একটী বাসা স্থির করিয়া তাহাতেই অবস্থিতি করিলেন। এই সময় বাবুর আপিশে ত্রিশ টাকা বেতনের একটী চাকরী খালি হইল, আদিত্যনাথ আশা করিলেন, তিনি ভিন্ন আর কেহ পাইবেন না। কেন না বাবুর ছেলেদিগকে আজি দুই মাস পড়াইতেছেন, বেতনের স্বরূপ একটী পয়সাও লয়েন না; দেনা করিয়া এক জনের সহিত এক বাসায় অবস্থিতি করেন; তিনি বিশিষ্ট ভদ্র লোক, বড় একটী কাজ করেন, আদিত্যনাথের অবস্থার বিষয় জ্ঞাত হইয়া বাসা খরচের জন্য কিছু বলিতেন না। শুনিতে শুনিতে শুনা গেল চাকরীটীতে লোক বাহাল হইয়া গিয়াছে; যিনি বাহাল হইয়াছেন তিনি বাবুর শ্বশুর বাড়ীর লোক, সম্বন্ধে তাঁহার গন্নীর অন্তরঙ্গের ভগ্নিপুত্র। আদিত্যনাথের পিতা এ সময়ে অসমর্থ হইলেও চিকিৎসা করিতে বাধ্য ছিলেন, আদরের আলস্যকে ধমক, চমক দিয়া এক

একবার চক্ষু রক্তবর্ণ করিতেন, কিন্তু যে বরাবর প্রশ্রয় পাইয়া মাথায় উঠিয়াছে আজি চক্ষুরাঙ্গান ভয় করিবে কেন? পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিতে চায়। কিন্তু ভবনাথের সে সময় নাই,—কাজেই সময়ে সময়ে বহু কালের প্রিয় বস্তুকে তাড়না করিতেন, এবং ভালবাসার বাধ্য হইয়া কখন কখন তাহার তাড়নাও সহ্য করিতেন। এইরূপ আলস্য ঔদাস্যের সহচর হইয়া কত দিন সংসার চালাইতে সক্ষম হইতে পায়েন, কাজেই সময়ে সময়ে সংসারের কষ্ট জানাইয়া আদিত্যনাথকে পত্র লিখিতেন। আদিত্যনাথ সেরূপ লোক ছিলেন না, হস্তগত অর্থ এক দিনও আপনার অধিকারে রাখিতে ভাল বাসিতেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার পিতা তাহা বুঝিতেন না; তিনি পুত্রের উপর যথেষ্ট পীড়ন করিতেন। উহা আদিত্যনাথের মর্ম্মান্তিক কষ্টের কারণ হইত, যুক্তিযুক্ত হউক না হউক পিতৃ আজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে পারিতেন না; কেবল আপনার অবস্থা জানাইয়া তাঁহাকে উত্তর লিখিতেন, কিন্তু লিখিয়াও মনঃ পীড়া পাইতেন। এইরূপে দুইতিন মাস গেল গবর্ণমেণ্ট আপিশের বড় বাবুকে তাঁহার পুত্রগণের অধ্যাপনা জন্য কিছু চাহিতেও পারেন না, পাছে বাবু বিরক্ত হয়েন, তাহা হইলে সকল আশা ভরসা ফুরাইয়া যাইবে। বাবুর আপিশে আবার চাকরী খালি হইল, এবার তিনি লজ্জা না করিয়া বাবুকে বলিলেন



"মহাশয় কাজটী আমাকে করিয়া দিলে বড় উপকার হয় আমি বড় কষ্টে আছি।" বাবু আশা দিলেন, কলিকাতার বড় আপিশের বাবুদের নিকট আমাদের পাঠকবর্গের কেহ কখন যদি উমেদার হইয়া থাকেন তাহা হইলে বোধ হয় জানিতে পারিয়া থাকিবেন যে তাঁহারা বাক্যে কখন কাহাকেও নিরাশ করেন না। চাকরীর প্রার্থনা করিলেই আশা দেওয়াটী আছে। উমেদারকে, পোষা পশুর ন্যায় দুসন্ধ্যা দুবেলা সঙ্গে লইয়া বেড়াইয়া থাকেন, বন্ধু বান্ধব জিজ্ঞাসা করিলে আপন পদগৌরবের পরিচয় দিবার জন্য বলিয়া থাকেন "ওটী আমার কাছে উমেদার।" সুতরাং ভদ্র, সম্ভ্রান্ত লোকের উমেদার সন্তানেরা বাবুদের এক রকম পোষাক। আদিত্যনাথও দিনকতক এইরূপ নূতনতর পোষাকের কার্য্য করিলেন, ছেলেদিগকে বলিয়া বাড়ীর ঝিকে দিয়া অন্দর হইতে Special recommendation লইবার চেষ্টা করিলেন, তাহাতে বিষম ফল ফলিল; গৃহিণী ঠাকুরাণী আপিশের চাকরী খালির কথা জানিতেন না, আদিত্যনাথের উপরোধ প্রার্থনায় তিনি তাহা টের পাইয়া সেই দিন রাত্রিতে বাবুকে বলিলেন "আপিশে নাকি চাকরী খালি হয়েছে?" বাবু গৃহিণী ঠাকুরাণীর নিকট সর্ব্বদাই "দেহি পদবল্লভমুদারমের" ভাবে অবস্থিতি করিতেন। আজি কালিকার বাবুদের কেই বা না করেন, বিশেষ যাহাদিগকে শনিবার রাত্রিতে বাড়ী হইতে অনুপস্থিত থাকিতে হয়। আদিত্য-

নাথের বাবু সেই সম্প্রদায়ের বাবু। কাজেই তিনি আপিশের কথা দূরে যাউক প্রাণের ভিতরের গুহ্য হইতে গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বলিতে বাধ্য। ইষ্টমন্ত্রের আজি কালি ততটা আদর নাই, সে কথা যিনি সহধর্ম্মিণীর নিকট গোপন রাখেন তাঁহার ভালবাসার মুখপাতটুকুত সেই খানেই নষ্ট করেন। গৃহিণী ঠাকুরাণী আশানুরূপ উত্তর পাইয়া বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "চাকরীটী এবার কে পাবে ?" বাবু উত্তর করিলেন "বড় দিদির কষ্টত আর দেখা যায় না, এবার অভয়কে দিবার স্থির করেছি" (অভয় বাবুর ভাগিনেয়)। গৃহিণী উত্তর করিলেন না, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বাবু আগামী শনিবারের বাগান যাওয়ার প্রতিকূলে আসন্ন বিপদ গণনা করিয়া বলিলেন "তোমার বাপের বাড়ীর আর কেহ আছে কি ?" দুই তিন বারের পর উত্তর পাইলেন তাঁহার মাতুঃস্বষার একটী জামাতা বেকার আছেন। কাজেই ভাগিনেয় অভয় অপেক্ষা তাহার বেশী দাবী, বাবু তাঁহাকে দরখাস্ত পাঠাইতে বলিলেন। আদিত্যনাথ যে ঝিটিকে দিয়া অনুরোধ করাইয়াছিলেন সে সেখানে উপস্থিত ছিল, পর দিন সমস্তই তাঁহাকে জানাইল। জানিয়া শুনিয়া তিনি সমস্ত বুঝিলেন সে দিন বৈকালে গিয়া ছেলেদিগকে পড়াইবার বেতনের দাবী করিলেন। বাবু উত্তর করিলেন "তোমার সহিত বেতনের



কোন চুক্তি হয় নাই, তুমি বাড়ীতে আসতে যেতে, যতক্ষণ ব'সে থাকৃতে ততক্ষণ কোন কাজ কত্তে না, এ জন্যই তোমাকে বলা হ'য়েছিল। নতুবা বেতনের কোন কথা বার্ত্তা হয় না। আর আমার উদ্দেশ্যও সেরূপ ছিল না।" আদিত্য উত্তর পাইয়া নিরুত্তর হইলেন, বিষণ্ণ মনে বাসায় গেলেন।

বাসায় আসিয়া পত্র পাইলেন, তাঁহার, মধ্যমানুজ পঙ্কজনাথের বিবাহ, বাড়ীতে অন্নকষ্টে বিবাহ ; সর্ব্বনাশে পৌষমাস ; বিষাদে হর্ষের সংবাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ সুখ হইল আবার সেই সঙ্গে তাঁহার পিতৃদেব বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন তাহাও অবগত হইলেন, উপসংহারে লিখিয়াছেন "টাকা কড়ি নিতান্ত সংযোগ করিতে না পার, বাটী আসিবে, আমি কোন গতিকে শুভ কার্য্য এখন নির্ব্বাহ করিব, টাকা পশ্চাৎ দিলেও চলিবে।" এই সময়ে আদিত্যনাথ যে বাবুটীর বাসায় থাকিতেন, তাঁহার নাম রামদয়াল বাবু। যদিও আদিত্য রামদয়াল বাবুকে আপন অবস্থার কথা এ পর্য্যন্ত এক দিনও কিছু বলেন নাই, কিন্তু রামদয়াল বাবু লোকটা বড় বিচক্ষণ তিনি তাঁহার অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আদিত্যনাথ পিতার পত্র পাঠের পর বিষণ্ণ ভাবে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, সে নিশ্বাসটী শূন্য হৃদয় হইতে বাহির হইয়া

শূন্যে মিলিয়াগেল, কিন্তু বোধ হইল যেন সেই নিশ্বাস বায়ু রামদয়াল বাবুর হৃদয় স্পর্শ করিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আদিত্যবাবু খবর সব ভাল ত ?"

আদি। আজ্ঞা হাঁ ভাল মন্দ মিশান।

রাম। সে কি রকম ?

আদি। সে অনেক কথা।

রাম। বলবার কোন আপত্তি আছে ?

আদি। আপত্তি কিছু নাই, তবে সুখের কথা বন্ধু বান্ধবকে বলে যত সুখ হয়, দুঃখের কথা বলে তাঁ'দিকে কষ্ট দিতে আমি বড় ভাল বাসি না। শুন্‌তে ইচ্ছা করেন আমার বলবার কোন আপত্তি নাই।

রাম। না—আর বল্‌তে হবেনা।

তাহার পর দিন প্রভাতে আদিত্যনাথ গবর্ণমেণ্ট আপিশের বাবুর বাড়ীতে প্রতিদিনের মত আর যাইলেন না। তাহাতে রামদয়াল বাবুর আবার তাঁহাকে প্রশ্ন করার আবশ্যক হইল। প্রশ্নমতে আদিত্য সকলই বলিলেন। তাহার পর আর বিশেষ কোন কথা হইল না। রামদয়ালবাবু আদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার বাড়ী যাওয়া স্থির ত ?" আদিত্য পিতার পত্রের উপসংহার ভাগের মর্ম্ম তাঁহাকে অবগত করিয়া বলিলেন, এরূপ স্থলে না গেলে পিতৃদেবের মনে দুঃখ হইতে পারে।

---



রামদয়াল বাবুও তাহাই বলিলেন। তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "যখন যাবেন, আমাকে ব'লে যাবেন, আপনার সহিত আমার বিশেষ কথা আছে।" আদিত্যনাথ সে কথার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ভাবিয়া পাইলেন না। রামদয়াল বাবু বিষয়ী লোক, বর্দ্ধমান অঞ্চলে বাড়ী ; বাড়ীতে কিছু জমিদারী আছে, ব্যবসায়োপলক্ষে কলিকাতায় থাকেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় আদিত্যনাথ তাঁহাকে বলিলেন "কা'ল প্রাতঃকালে—বাড়ী যাবার স্থির করেছি।"

রাম। যে আজ্ঞা—যাবার সময় বলে যাবেন।

রামদয়াল বাবু ব্যবসায়ী লোক অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিষয় কার্য্য দেখা শুনা করেন ; প্রাতে উঠিতে একটু বিলম্ব হয়। আদিত্যনাথ উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া রামদয়াল বাবুর নিদ্রা ভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতেছেন। রামদয়াল বাবু উঠিয়া ঘরের ভিতর রৌদ্র দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ডাকিয়া ১০০ টী টাকা দিয়া বলিলেন "আপনার ভ্রাতার বিবাহে যাহা খরচ হইবে আমি দিব, পূর্ব্বে জানিলে এ বিষয়ে আরও কিছু সাহায্য কত্তেম, বাড়ী থেকে ফিরে আসুন, তার পর বিবেচনা করবো।" আদিত্যনাথ নিজহস্তে পূর্ব্বে অনেক লোককে সাহায্য করিয়াছিলেন বিপন্নকে সাহায্য করার সুখ জানিতেন, সাহায্য পাইবার সুখ টুকু জানিতেন না, আজি জানিলেন।

রামদয়াল বাবুকে সময় এবং অবস্থানুযায়ী কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া তিনি দেশে গেলেন।

---

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আদিত্যনাথেরা চারি সহোদর তিনি জ্যেষ্ঠ, মধ্যম পঙ্কজনাথ, তাঁহারই বিবাহ উপস্থিত, তৃতীয় কুমুদনাথ, কনিষ্ঠ নলিনীনাথ। পঙ্কজনাথের বয়স এই সময়ে প্রায় অষ্টাদশ বৎসর। কুমুদনাথ ও নলিনীনাথ যথাক্রমে দশ ও ছয় বৎসর বয়স্ক। বাড়ীতে গিয়া আদিত্যনাথ পিতার হস্তে শতমুদ্রা দিয়া বলিলেন "একটী ভদ্রলোক দয়া করিয়া এই কয়টী টাকা পঙ্কজের বিবাহের আনুকূল্য করেছেন।" অতি অল্প মাত্র ঋণেই পঙ্কজের পরিণয়কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইল। আদিত্যনাথ রামদয়াল বাবুর নিকট চির কৃতজ্ঞ হইলেন। কিন্তু ইহাতে দুইটী বিষময় ফল ফলিল। প্রথমটী তাঁহার পিতা মনে করিলেন আজি কালিকার সংসারে এক এক শত টাকা পরের জন্য কে কোথায় অপব্যয় করে, আদিত্য কলিকাতায় চাকরী করিয়া সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বিবাহ দায় উপস্থিত না হইলে হয় ত এ

টাকায় অন্য কিছু করিতেন সেটী তত সাংঘাতিক নয়; কিন্তু তাঁহার উত্তমর্ণগণ ভাবিলেন পঙ্কজনাথের বিবাহে যত ব্যয় হইল তাহার অর্দ্ধেকের কমও দেনা করিতে হইল না, তবে নিশ্চয়ই আদিত্যনাথ টাকা থাকিতে তাঁহাদিগের ঋণ পরিশোধ করেন নাই। এটী যার পর নাই সাংঘাতিক।

বিবাহ ব্যাপার সমাধা পাইল। আদিত্যনাথ কলিকাতায় আসিবেন, আসিবার সময় অমলা সঙ্গে আসিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আদিত্য আপন অবস্থার কথা আনুপূর্ব্বিক বলিলে ইচ্ছাস্বত্ত্বে তিনি তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কলিকাতায় আসিলে রামদয়াল বাবু তাঁহাকে বলিলেন ডাকবিভাগে কতক গুলি চাকরী খালি হইয়াছে, ডাকঘরের সাহেব বড় দয়ালু, দুঃখ জানাইয়া তাঁহাকে ধরিতে পারিলে চাকরী হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আদিত্যনাথ তাহারই চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন; ডাকঘরের সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার পক্ষে বড় সহজ হইল না। দুই একদিন সাহেবের আপিসে যান, ফিরিয়া আসেন, সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পায়েন না। যদিও সুবিধা পান হিন্দুস্থানী মুসলমান পেয়াদা তাহাতে প্রতিবাদী হয়, শেষে কিছু প্রত্যাশা করে, কপর্দ্দক মাত্র আদিত্যনাথের সম্বল ছিল না; দুই তিন দিনের পর হতাশ হইয়া বাসায় আসিলেন, রামদয়াল বাবু জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে



সমস্ত বলিলেন। এদিকে ভর্ত্তি হইবার দিন সংক্ষেপ হইয়া আসিল। রামদয়াল বাবু আদিত্যকে দুইটী টাকা দিয়া বলিলেন "সমস্ত দিবেন না,—যত কমে হয় তাহা করিবেন।" সে দিন গিয়া আদিত্যনাথ আশ্বাস পাইলেন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইবেন, পেয়াদা দেখা করিবার দক্ষিণা স্বরূপ একটী টাকা পাইল, কিন্তু কে জানে কি হইল—সাহেব চারি টা বাজিলে উঠিয়া গেলেন, সাক্ষাৎ হইল না। পাঁচটার পর সেই পেয়াদা আসিয়া আদিত্যনাথকে সঙ্গে করিয়া একটী ঘরের ভিতর লইয়া গেল। সেখানে একটী ঘরে পেন্‌টুলেন কোটপরা একটী লোক টেবিল সমুখে করিয়া কি লিখিতেছিলেন, টেবিলে একটী বিলাতী টুপী এবং কয়েকটী বর্ম্মা অঞ্চলের চুরুট পড়িয়া ছিল। আদিত্যনাথ কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিলে তিনি দেশেলাই জ্বালিয়া একটী চুরুট ধরাইলেন, চুরুটের ধূমে গৃহ আমোদিত করিতে করিতে বলিলেন "তুমি কি চাও?"

আদি। বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চাই।

লোক। কারো Recommendation. এনেছ?

আদি। Recommendation এর মধ্যে কয়েক খানি সার্টিফিকেট আছে।

লোক। কার Certifcate সার্টিফিকেট?

আদি। University Certificate ইউনিভার্সিটীর সার্টিফিকেট আছে।

লোক। ও সকল দোকানের চিঠী রেখে দাও, কোন সাহেব শুভার চিঠী থাকে ত বল ?

আদি। এওত বাঙ্গালীর নয় !

লোক। ও ত স্কুলের সার্টিফিকেট,—ওতে কিঁ হ'তে পারে ?

আদি। তবে কিশের Certificate চাই ?

লোক। চাপরাশী, বাকশ লেও।

লোকটী চুরুট টানিতে টানিতে ইংলিশ কোটের ছুইটী পকেটে ছুইটী হস্ত রক্ষা করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। আদিত্য বিনীতভাবে বলিলেন "মহাশয়, সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তে পারে ? উত্তর পাইলেন এইযে I dont know, you can know every thing from the chaprasi· চাপরাশীর নিকট জানিতে পারিবে। চাপরাশী তখন দরে বিকাইলেন। তিনি বাক্স লইয়া সেই লোকটীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহার নিকট আদিত্যনাথ যাহা অবগত হইলেন, তাহাতে তাঁহাকে চাকরীর আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু চাপরাশী চুরটপায়ী বাবুর বাসায় সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলিয়া দিল। প্রাতে অনুসারে আদিত্য একবার তাঁহার বাসায়



গেলেন,—তাঁহার বাসায় পৌছিয়া চাকরকে দিয়া সংবাদ পাঠাইবামাত্র তিনি আসিয়া একটী নির্জন গৃহে আদিত্যনাথকে লইয়া গিয়া বলিলেন—"দেখুন, সাহেবের সঙ্গে দেখা করা বৃথা, যদি আপনি একান্ত চাকরী কত্তে ইচ্ছা ক'রে থাকেন আমাদের একটা ব্যবস্থা করা চাই——আমাদের উপকার করবার কোন ক্ষমতা নাই, অপকার করবার ক্ষমতা বিলক্ষণ আছে, সেই অপকারের চেষ্টা না করিতে হয়, তারই একটা ব্যবস্থা কল্লে আপনার চাকরী হয়।" বসন্তকুমার ব্যবস্থা জানিতে চাহিয়া যাহা শুনিলেন তাহাই চাপরাশীর পূর্ব্বদিনের কথিত বিষয়। আদিত্যনাথ উত্তর করিলেন তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দিবেন। সে কথা কাহার নিকট প্রকাশ না হয় এজন্য সতর্ক করিয়া দিয়া বাবু তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তখন বেলা প্রায় সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে আদিত্যনাথ কি ভাবিয়া সাহেবের কুঠীর দিকে গেলেন, সাহেবর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; কথাবার্ত্তা কহিয়া বড়ই আপ্যায়িত হইলেন সাহেব তাঁহাকে অপিশে দেখা করিতে বলিলেন। সে দিন আর তাঁহার আহারাদি হইল না, তিনি বাসায় না গিয়া এদিক ওদিক করিয়া, বেলা দশটা বাজাইলেন, তাহার পর আপিশে গিয়া সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া একটী কুড়ি টাকা বেতনের চাকরী পাইলেন। এক্ষণে তাঁহাকে

সহরের নিকটবর্ত্তী কোন উপনগরে থাকিয়া কাজ করিতে হইবে তাহারই অয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু দিন রামদয়াল বাবুর বাসা হইতে যাতায়াত করিয়া পরে কর্ম্মস্থানে গিয়া বাসা করিলেন।

উপনগরে দুই মাসকাল অদিত্যনাথের চাকরী করা হইল, এমন সময় বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল, উত্তমর্ণগণ ডিক্রী করিয়া তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, বসত বাটী সমস্তই নিলামে বিক্রয় করিয়া লইয়াছে এবং বাসত্যাগের নোটীশও জারি করিয়াছে। পঙ্কজনাথ বিদ্যাশিক্ষার্থ স্থানান্তরে, এবং এই ঘটনার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার পিতা ভবনাথ নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন! বাড়ীতে কেবল অমলা, ছোট দুইটী সহোদর, এবং তাঁহার জননী তাঁহারা সকলে সত্বর যে তাঁহার নিকট আসিবেন তাহাও সেই চিঠীতে প্রকাশ ছিল। এই ইটনার পাঁচ সাতদিন পরে একদিন তিনি গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন পরিবারগণ একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া সেখানে উপস্থিত। পূর্ব্ব হইতেই তিনি একটী ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন এক্ষণে সকলকে লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন! পিতার কোন অনুসন্ধান হইলনা এজন্য আদিত্য বড়ই দুঃখিত, সর্ব্বদাই বিষণ্ণমনা। দারিদ্র্য দুঃখের অপেক্ষাও এ দুঃখ বড় মর্ম্মভেদী।



অমলা সর্ব্বদাই বলিতেন যাহাতে তাঁহার অনুসন্ধান হয়। অনেক কষ্টের চাকরী ছাড়িয়া এদেশ সেদেশ করিয়া বেড়াইতে হইলে চারি পাঁচটী জীবন অন্নাভাবে বিশুষ্ক হয়,——তিনি বিলক্ষণ বিপদে পড়িলেন, দেশে বিদেশে তাঁহার যে বন্ধুছিল সকলকে সংবাদ পাঠাইলেন, সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। অনুদ্দিষ্ট পিতার কোন ঠিকানা হইল না।

---

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই পঙ্কজনাথের লেখাপড়া শিক্ষার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইল। তিনি চাকরীর চেষ্টায় নানা স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন। কখন আদিত্যনাথের কাছে, কখন কোথাও থাকিয়া আপন ভার আপনি বহনে বিব্রত হইলেন। বর্ষার আকাশ-প্রান্তে নিবিড়কৃষ্ণ রাশিরাশি মেঘ দেখা দিল। মেঘের উপর মেঘ উঠিতেছে, এখন আদিত্যনাথের শত ছিদ্র-ময় সংসার আশ্রমে বড় বিভীষিকা। তাঁহার মাতা সাংঘাতিক পীড়িত——পীড়ার প্রতিকার জন্য চিকিৎসা করান নিতান্ত আবশ্যক এবং প্রধানতম কর্ত্তব্যজ্ঞানে তিনি বন্ধু বান্ধবগণের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া জননীর উপযুক্তরূপ সেবা শুশ্রষা এবং সাধ্যমত চিকিৎসার ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু রোগ কোন মতেই চিকিৎসার বাধ্য হইল না, চিকিৎসকের প্রতি



দিনের প্রতি ঘণ্টার নূতন যুক্তি ব্যর্থ করিল। আদিত্য-নাথের মাতার জীবন আশা ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। ডাকিতে গেলে উপযুক্ত বেতন পাইয়াও চিকিৎসক আর আসিতে স্বীকার করিলেন না।

শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর রাত্রি—যে দিন এই বাল চ-ন্দ্রমা পূর্ণ যৌবন পাইবে, যে দিন এই ভাঙ্গাচাঁদ জোড়া লাগিবে সেইদিন দোলযাত্রা। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই অকস্মাৎ পীড়া বৃদ্ধি হইয়া আদিত্যনাথের জননীর পাঞ্চ ভৌতিক পিঞ্চরের শলাকা ভাঙ্গিল, সূত্র ছিঁড়িল, বদ্ধ দ্বার উন্মোচিত করিল; সুবিধা পাইয়া প্রাণপক্ষী প্রস্থান করিল। পলাইয়া পাখী যেন তাহার কাম্যবনের দিকে ছুটিল, পিঞ্চরের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। সংসারের মায়া একবারও ভাবিল না।

মাতৃবিয়োগের সময় পঙ্কজনাথ নিকটে ছিলেন না। দুইটী অপোগণ্ড ভ্রাতা, আর অমলা। সংসারে অমলার মা ছিলেন না; শ্বশ্রূ তাঁহার মাতৃস্থানীয়া ছিলেন, বিবাহের পর অমলা শ্বশ্রূকে পাইয়া তিনি মাতৃবিয়োগের শোক ভুলিয়াছিলেন, সেই শ্বশ্রূ আজি তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন। অমলা তাঁহার জন্য কাঁদিলেন, আদিত্যনাথের শিশু ভাই দুইটী মাতার জন্য কাঁদিল। আদিত্যনাথ কাঁদিলেন না। তাঁহার শোকাগ্নির জ্বলন্ত মূর্ত্তি কেহ দেখিতে পাইল না। মৃদঙ্গার পোষিত বহ্নির ন্যায় আঁধারেই জ্বলিতে লাগিল,

আঁধারকেই পোড়াইল। আঁধারেই ক্ষাক হইতে থাকিল, আগুণ বাহিরে দেখা দিল না। পিতা নিরুদ্দিষ্ট, ভ্রাতা পঙ্কজনাথ অবলম্বন শূন্য, কথন কোথায় থাকে তাহার স্থির নাই। এ সময় এই বিপদ—জননী আজীবন সংসার জ্বালায় জ্বলিলেন, জ্বলন পোড়নের উপর আবার জ্বলন, স্বামী নিরুদ্দিষ্ট আদিত্যনাথ আত্মীয় বন্ধুদিগের সাহায্যে মাতার শব শ্মশানে লইয়া ফেলিলেন। শ্মশানে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার শেষ, শ্মশানে সংসারের সমতা, শ্মশানে সংসারের শিক্ষা। শ্মশান ধনী নির্ধন, গৃহস্থ ভিক্ষুক সকলের সংসারজ্বালা জুড়ায়। এখানে আসিবার পূর্ব্বেই ধনীর ধন চিন্তা, গৃহীর গৃহস্থালী চিন্তা, দরিদ্রের জঠর চিন্তা, বিপন্নের বিপদ চিন্তা, প্রণয়ের বিচ্ছেদ সন্তাড়ন, ভালবাসার প্রতারণা সকলই মিটিয়া যায়। শ্মশান সংসারের সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্যের অনন্তসাগর, সকলই চরমে এই অনন্তসাগরে আসিয়া মিশিতেছে। শ্মশানে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বলী, বেণ, মান্ধাতা, যুধীষ্ঠির, রামচন্দ্র, নল, সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, রাবণ, দুঃশাসন, আলাউদ্দীন বামা, শ্যামা, হরে সকলেই মিলিত হইতেছে। আবার কত রাম, কত রাবণ কত সাবিত্রী মিলাইবে।

শ্মশান সংসারীর ভয় ভরসা, আশা,—ভয় এই যখন রাজসিংহাসনে বসিয়া চামরের বাতাস খাইতেছি, উষীর চন্দন, আতর গোলাপ মাখিয়া চতুর্দ্দিকে নমিত মস্তক



দাস দাসী আত্মীয় অনুগতের দিকে দৃষ্টিকরিতেছি, হয় হস্তী, বাগান বাড়ী, স্ত্রী পুত্র, ভালবাসা ভাবিতেছি, তখন মনে করিতেছি, মরণের পর আমার এসকল কোথায় থাকিবে—আর আমি কোথায় থাকিব! সোনার ঘরের সুখের আশ্রয় হইতে, কুসুমকোমল শয্যা ছাড়াইয়া কুকুর শৃগাল শকুনী গৃধিনীর বিহারক্ষেত্র শ্মশানে লইয়া এই বহুযত্নরক্ষিত সুন্দর বপুর বিলোপ করিবে, তখন ভাবি শ্মশান কি ভয়ানক, ভাবিলে প্রাণ শুকাইয়া যায়। আবার যখন যুদ্ধে হারিয়া রাজ্য হারাইয়া শত্রুর হাতে বন্দী হই, পরের দেওয়া মুষ্টিমেয় অন্নে উদর পূরণ করি, নরক অপেক্ষাও দুর্গম দুঃখদ কারাগারে অবস্থিতি করিয়া দিনপাত করি। যখন মনে ভাবি আমার অপেক্ষা একজন ভিক্ষাজীবীও অনেকাংশে সুখী, জীবন যখন দুর্বহ ভার অপেক্ষাও ভারী বলিয়া বোধ করি, দুর্দ্দশার দুঃসহ পীড়নে যখন জরজর হই, মনে যখন আশার কণিকা মাত্র অলোক থাকে না, তখন মনে হয় ভয় কি শ্মশান আছে, এ যন্ত্রনার শান্তি করিতে কেহ পারিবে না, শ্মশান পারিবে—শ্মশান আমার সকল দুঃখের পরিহার করিয়া পুত্রের কাজ করিবে। মানবজীবনের সঙ্গের সাথী আশা তখনও বলে "ভয় নাই পর জন্মে তোমাকে এ অপেক্ষা বড় রাজা করিব।" দুঃখের বিষয় মরিয়া কেহ কখন ফিরে নাই তাই

আশার এরূপ আশ্বাসবাক্য শুনিতে পাই নাই।

শ্মশান ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সাক্ষী—যে দিন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে সেই দিন হইতে শ্মশান আছে; যত দিন সৃষ্টি থাকিবে তত দিন শ্মশান থাকিবে। শ্মশান সৃষ্টির সহচর।

রাজ্য এবং সমাজশাসনের মূলেও শ্মশান আছে। শ্মশান ভয় না থাকিলে সমাজ এবং রাজ্য শান্তিময় হইতে পারিত না। অশিষ্টে শিষ্টের উপর অজস্র অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত থাকিত না। দেশ অত্যাচার স্রোতে ভাসিয়া যাইত।

শ্মশান আছে তাই পাপীর মনে পাপভয় দেখিতে পাই, সাধুর সংসারসুখ পরিহারের সান্ত্বনা আছে, যে হেতু শ্মশানই তাঁহাকে ইহজন্মের কর্ম্মফল দেখাইবে।

শ্মশান বৈরাগ্যের বিহার ক্ষেত্র। তূর্ণগামী চেরেট, ফিটন বগী ব্রূহেম হাঁকাইয়া তাহার নিকট দিয়া বিলাস ভবনে যাও, শত্রু দমনের জন্য ঈর্ষাকষায়িত মনে বিচার ভবনে যাও, ‘দুঃখের জালায় আপিশ অঞ্চলে যাও বা জীর্ণবাসে তনু ঢাকিয়া ভিক্ষার জন্য পথে পথে ভ্রমণ করিতে যাও, শ্মশানের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই তোমার পরিণাম মনে পড়িবে; তোমার সযত্নপূজিত সুন্দরবপু ধূলা কাদা মাখা হইয়া যে এই শ্মশানাঙ্কে বিলুণ্ঠিত হইবে তাহা তুমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইবে। তখন তোমার



মনে বিশ্বের অনশ্বরত্ব, তোমার বিষয় বিভব ঘর বাড়ীর অস্থায়িত্ব, তোমার তুমিত্বের অকিঞ্চিৎকারিতায় বিশ্বাস জন্মিবে আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাইবে। কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম, কি করিলাম, কি করিব, কি হইব, সকলই যদি শ্মশানে আসিয়া ফুরাইবে তবে “আর কেন?” কিন্তু তোমার মন বিষয় বাসনার ক্রীতদাস, বিষয়বাসনা তোমাকে ইহসংসারে কেনা বেচা করিতেছে। কতক্ষণ তোমার সে শান্তি, এবং সেই বিষয়বাসনারহিত হৃদয়োচ্ছ্বাস স্থায়ী হইবে? তুমি যাহার নিকট বিক্রীত হইয়া রহিয়াছ সে গ্রীবাকর্ষণে ফিরাইবে। তুমি সকলই ভুলিবে, আবার তোমার মন সংসারসয়তানের ক্ষমা চাহিয়া সুদৃঢ় শৃঙ্খল আপন হস্তে আঁটিয়া পরিবে। তোমার শান্তি কোথায় থাকিবে। সেই শৃঙ্খল একবারে ভাঙ্গিয়া ছিলেন কেবল শাক্য সিংহ আর চৈতন্যদেব! তোমার আমার সাধ্য কি?

আদিত্যনাথ মাতার শব লইয়া এক্ষণে সেই সুরধুনী শৈকতসংলগ্ন শ্মশানভূমে। পৃথিবী নিবিড় অন্ধকারে নিস্তব্ধ, অন্তরীক্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ হীরকদীপী তারকা পুঞ্জ স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া আপনাদের আশ্রয় ভূত আকাশের নির্ম্মল নীলিমা স্পষ্টীকৃত করিয়া দেখাইতেছে; দক্ষিণবাতাস আহ্লাদের তর্ তর্ শব্দ তুলিয়া

জাহ্নবীর সহিত খেলা করিতেছে। পূতসলিলা শান্তনু সীমন্তিনী কুল কুল শব্দে তাহার সাদর সম্ভাষণ করিতে করিতে প্রবাহিত। সেই প্রবাহ ধ্বনিতে তিনি গোমুখী হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত ঘোষণা করিয়া যাইতেছেন কেবল "শ্মশান! শ্মশান!! আর শ্মশান!!!" আমাতে আর কিছুই নাই কেবল শ্মশান! শ্মশান!! আর শ্মশান!!! আমার আশ্রয়ে কত শত নগরী, কত শত বিলাসবাটী, কত শত প্রমোদকানন, কত সেনানিবাস, কত শত রাজভবন, কত শত গৃহস্থাশ্রম, কত শত দরিদ্র কুটীর আছে বটে কিন্তু যা কিছু আছে, যা কিছু দেখিতেছ—সে সকল কিছুই নহে—কেবল শ্মশান! শ্মশান!! আর শ্মশান!!! আজি না হয় কালি তাহারা শ্মশান! শ্মশান!! শ্মশান!!!—তোমারা বোঝ না, আমি শ্মশানময়ী তাই পবিত্রাত্রী। আমি সাবেক ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনা ভাঙ্গিলাম, শ্মশান করিলাম; পাটলীপুত্র ভাঙ্গিলাম শ্মশান গড়িলাম, মগধ ভাঙ্গিলাম শ্মশান রচিলাম; মহাশ্মশান আছে বলিয়া বারাণসী ভাঙ্গিলাম না। বৈরাগ্যের আবাস, শান্তির আশ্রয় বলিয়া স্বামী আমার শ্মশানবাস ভালবাসেন। আমি সদা স্বামী সন্দর্শন প্রয়াসিনী—অথচ সপত্নীকলহ ভালবাসি না, সেই সাধেই আমি শ্মশানময়ী। শ্মশানে শান্তি, শ্মশানে সুখ তাই শ্মশান ময়ী আমি শতযোজন অন্তরে থাকিয়াও সংসারসন্তাপিত জীবে মুক্তি দিতে পারি। সাধক নইলে শ্মশান ভাল



বাসে না, সাধনে শান্তির প্রয়োজন, কোথায় দেখিয়াছ শান্তি ব্যতীত সাধনা হইয়াছে? সাধক হইতে চাও ত দু সন্ধ্যা দু বেলা শ্মশানে এস,—জ্বালা ভুলিবে, শান্তি পাইবে। ঐহিক বা পারলৌকিক কামনায় সাধক হইতে চাও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই সাধনায় যে শান্তি চাই, পাইবে। শ্মশানে তাহার অভাব নাই। অশ্রুজলে শোক দুঃখের তর্পণ করিয়া শান্তি লও, সাধনা কর, সিদ্ধ হইবে।

ভাগীরথীর উচ্ছ্বাস নির্ঘোষিত উপদেশবাক্য শুনিতে শুনিতে আদিত্যনাথ তাঁহার মাতার সাংসারিক শরীর জ্বলন্ত বহ্নিরাশিতে অর্পণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বহুদিনের শরীর কিয়ৎক্ষণেই ভস্মীভূত হইল। শ্মশানের সুগভীর উপদেশ বাক্য ভাবিতে ভাবিতে তিনি গৃহে ফিরিলেন।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মেঘ হইতে জলবিন্দু কথন একটী পতিত হয় না। খদ্যোতিকা একটী উঠিলে তাহার ইঙ্গন জ্যোতি দেখিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া একত্রিত হয়; একটী মাত্র স্রোতে কথন স্রোতস্বতী বহে না! যূথনাথ কথন একাকী থাকে না; বিপদও তেমনি কথন একাকী আইসে না। আদিত্যনাথ মাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া গৃহে গিয়া দেখিলেন অমলা সংশয়াপন্ন পীড়ায় মুমূর্ষু প্রায়। পীড়া বিষূচীকা—তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিতে পারিতেন, দেখিলেন নাড়ীতে রক্তের গতি বহে না, সর্ব্বশরীর হীমাঙ্গ, স্ফুটিত কুসুমপ্রভ সে মুখের জ্যোতি নাই, বিলোল কটাক্ষময় আয়ত চক্ষু দুইটী নিমগ্ন প্রায়; নিটোল গণ্ড স্থল বিশুষ্ক, কণ্ঠাস্থি বহির্গত; রূপের লালিত্য নাই! শরীরের শিরাগুলি মর্ম্মর প্রস্তরে কৃষ্ণাঙ্কের ন্যায় প্রকাশ



পাইয়াছে; বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতেছে; কুন্দকুসুমগঞ্জনা দন্তগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে! অমলা কথা কহিতে পারিতেছেন না! ভগ্নস্বরে কেবল এক এক বার জল চাহিতেছেন, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে মাতৃহীন বালক দেবর দুইটী ইহলোক হইতে প্রয়ানপ্রয়াসিনী ভ্রাতৃ জায়ার মুখের উপর অশ্রুভারার্ত্ত ক্ষুদ্র চক্ষুর সরল দৃষ্টি স্থাপনা করিয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ ভাবিতেছে; আর এক এক বার অর্দ্ধোদ্‌ঘাটিত মুখে জল দিতে দিতে বলিতেছে "বৌ কথা কও না গা!" বধূর সে সামর্থ ছিল না এজন্য হৃতপ্রায় দৃষ্টিতে তিনি এক একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া কুজ্‌ঝটিকাময় আকাশে বারি-বর্ষণের ন্যায় অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার দেখা দেখি তাহারাও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে মা কালি আমাদের কি কল্লে? সেই নিস্তব্ধতাময় নিশীথিনীতে আদিত্যনাথের অন্ধকারময় গৃহে নির্ব্বানোন্মুখ দীপ নিষ্প্রভ মিট্ মিট করিতেছে, তাহার মধ্যে মৃত্যুশয্যা শায়িনী অমলা ব্যাকুল বালক দুইটীর রক্ষিতা। গৃহে আর কেহ নাই। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী * এই টুকু মাত্র বলিয়া গিয়াছেন, সুখের সংসারে বসন্তের কোকিল অনেক আসিয়া জোটে, আমরা বলি দুঃখের দুঃখী বর্ষার বায়স অতি অল্পই পাওয়া যায়। তাই এ বিপদের

* কমলাকান্তের দপ্তর।

রাত্রিতে আদিত্যনাথের পাড়া প্রতিবাসী কেহ তাঁহাদের খবর লইল না।

আদিত্যনাথ গৃহপ্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় কাঁদিল ! পাষাণদ্রবী ক্রন্দনশব্দে অমলা মুদিত কমলবৎ চক্ষু দুইটী একবার একটু উন্মীলিত করিয়া একদৃষ্টিতে আদিত্যনাথের মুখের দিকে চাহিলেন, দুইটী চক্ষু হইতে দুইটী অশ্রুধারা উত্থিত হইয়া উপাধানে পড়িয়া মিলিয়া গেল, চক্ষে বলিয়া দিল অমলার কিছু বলিবার আছে, কিন্তু অমলা কথায় প্রকাশ করিতে পারিলেন না বুঝিতে পারিয়া আদিত্য দুইটী হস্তে তাঁহার অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন "অমল, তোমার পরিণাম এই হলো ?" তখন অমলার কথা কহিবার সামর্থ না থাকিলেও শ্রবণ শক্তি বধির হয় নাই। তিনি দক্ষিণ হস্ত আপন ললাট স্পর্শ করিয়া দেখাইলেন অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়। পরক্ষণেই তাহাঁর প্রণবায়ু বহির্গমতৎপর হইল, আদিত্য হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন দেখিয়া ছোট ভাই দুইটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দাদা ডাক্তার দেখাবেন না—বৌ গেলে আমরা কার কাছে থাক্‌বো ?"

তখনও প্রভাত হয় নাই, একটু রাত্রি ছিল। আদিত্যনাথ দেখিলেন অমলা তাঁহার মাতার অনুগমন করিতে বসিয়াছেন। রোগের অবস্থা যদিও আশাপ্রদ



ছিলনা তথাপি তিনি কর্ত্তব্যজ্ঞানে আপনার একজন পরিচিত বন্ধুর নিকটস্থ হইলেন, তাঁহার বন্ধু চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। আদিত্যনাথের আসন্ন বিপদ সাগরে তিনি কর্ণধার হইয়া তাঁহার বাসায় অসিলেন, এবং প্রাতঃকাল হইতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। পীড়া আর বাড়িতে পাইল না, সমস্ত দিন সমভাবে গেল। আমাদিগের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে বলে রোগের তচ্ছ্রমই বিশেষ—ডাক্তার বাবু আশা দিলেন অমলা এযাত্রা রক্ষা পাইতে পারেন কিন্তু যদি পুনর্ঘোর ( Relapse ) না হয়। সন্ধ্যা বেলা একজন টেলিগ্রাফের পেয়াদা আসিয়া আদিত্যনাথের হস্তে এক খানি পত্র দিল, তিনি পত্র খানি খুলিয়া দেখিলেন একজন বন্ধু বারাণসী হইতে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন তাঁহার পিতা ভবনাথ কাশীতে মুমূর্ষু প্রায় সত্বর তথায় তাঁহার উপস্থিতির প্রয়োজন।

এসময় আদিত্যনাথের আপনার বলিতে, অমলার যত্ন লইতে আর কেহ নিকটে ছিল না। পঙ্কজনাথ কোথায় এসময় সংবাদ পাইলেন। তিনি নিতান্ত যুবা, সংসারপথের পাকা পথিক নহেন। অগ্রজের উপস্থিত বিপদ জানিতে পারেন নাই। চাকরীর চেষ্টায় বারম্বার ভগ্নমনোরথ হইয়া বিকৃতমনা—শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহার শ্বশুরালয় নিকট নহে। সেখান

হইতে সংবাদ করিয়া তাঁহাকে আনাইতে অন্যূন দুই দিন লাগিবে; তাঁহাকে আনিতে হইলে আর অন্তিম কালে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হয় না। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন রামদয়াল বাবুর ন্যায় নিঃস্বার্থ পরায়ণ মহাত্মা ব্যতীত এবিপদে আশ্রয় প্রাত্যাশার ব্যক্তি আর নাই। কলিকাতায় লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে চিঠী লিখিলেন। পত্রপাঠ রামদয়াল বাবু তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আদিত্যনাথকে মনে মনে বড়ই ভাল বাসিতেন। আদিত্যও তাহা জানিতেন কিন্তু তাঁহার ভাল বাসার পরিমাণ করা আদিত্যনাথের বিবেচনায় আইসে না।

আদিত্যনাথ রামদয়াল বাবুকে সময় ও অবস্থা উচিত কতক গুলি কথা বলিলেন। তিনি তঁতদূর শুনিবার অপেক্ষা করিলেন না; কেবল এই মাত্র বলিলেন "যে সাধ্যস্বত্বে আমি আপনার সহধর্ম্মিণীর চিকিৎসা বা সেবা শুশ্রূষার ক্রটী করিব না। আমি অপত্য বিহীন, অপত্য স্নেহের সন্তোষ কখন পাই নাই। এখন সে আশা মিটাইব। আপনার কোন চিন্তা নাই। নিরুদ্বেগে কাশী যাত্রা করুন। আমা হইতে কোন ক্রটী হইবে না।"

রামদয়াল বাবু বলিলেও আদিত্যের মন সহসা তাহা বুঝিল না। কিন্তু না বুঝিলেও উপায় নাই।



অগত্যা তিনি একবার অমলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন "অমল তবে আমি একবার কাশী হ'তে আসি ?"

অমলা তাঁহার হাত দুইটী ধরিয়া বলিলেন "এই কি শেষ দেখা ?"

অদিত্য কাঁদিলেন—নীরব রহিলেন, অনেক কষ্টে কথা কহিলেন "অমল ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন। কোন বিপদ ঘটবে না। আমি এসে তোমায় সুস্থ দেখবো এই প্রার্থনা করি। আমার ভাবনা করো না, আমি খুব সাবধানে যাবো আসবো। ভয় নাই।"

পিতৃভক্তিপরায়ণ আদিত্যনাথ রামদয়াল বাবুর হস্তে অসহায়া অমলাকে রাখিয়া কাশীযাত্রা করিলেন।

—

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পঙ্কজনাথ উচ্চশ্রেণী ইংরেজী স্কুলের প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক গুলি পড়িয়াই লেখাপড়া শেষ করিয়াছিলেন একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি আপন শ্রেণীতে বরাবর ভাল ছেলে ছিলেন, প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় কিছু কিছু পারিতোষিকও পাইতেন। স্কুলে পঙ্কজনাথ শিক্ষক দিগের নিকট শিষ্ট শান্ত চিন্তাশীল বলিয়া পরিচিত। তিনি সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন, সমাজ ঈশ্বর, সংসার সম্বন্ধে নানা চিন্তা করিতেন। একে যুবার মন, তাহাতে অল্প জ্ঞান! এ অবস্থায় তরুণ বয়স্ক ব্যক্তি দিগের চিত্তের যেরূপ চাঞ্চল্য এবং অব্যবস্থিতভাবের সঞ্চার হয় তাঁহারও সে রূপ হইয়াছিল। যখন যে সমাজে যাইতেন, যে রূপ উপদেশ পাইতেন, তখন তাহার সত্যতা, তাহার উপকারিতা জাজ্বল্যমান বলিয়া বিবেচনা করিতেন।



যুবা জনের মন প্রায় এক বিষয়ে নিবিষ্ট হইতে পারে না। সংসার তাঁহাদিগের পক্ষে নূতন, সাংসারিক ব্যাপার সমুদায় অপরিচিত। নূতন দৃশ্য, নূতন আমোদ, নূতন ভোগ! সংসার ক্ষেত্রে যুবার সকলই নূতন। নূতনকে ভাল বাসা মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাহার সহিত কৌতূহলতৃষা পরিতৃপ্তির বাসনাও বলবতী। যুবকগণ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে পৃথিবীর নূতন জিনিষ, নূতন ব্যাপারে মন স্বতঃই আকৃষ্ট হয়! মুখরজ্জু শিথিল অশ্বের ন্যায় নানা দিকে প্রধাবিত হয়। সেইরূপ ছুটা ছুটীর ফল সর্ব্বত্র শুভদ নহে। ভাল বাসার প্রত্যাখ্যান, উৎসাহে নৈরাশ্য, বিশ্বাসে প্রতারণা, উপকারে কৃতঘ্নতা, চেষ্টায় বিকলতা, পরিশ্রমে ব্যর্থতা আসিয়া উপস্থিত হয়। নূতন সুখের সুখত্ব যত মধুর, নূতন দুঃখের দুঃখত্ব আবার ততোধিক বিপদজনক। সুতরাং যৌবনের নূতন সুখে যুবাকে যে পরিমানে উত্তেজিত করে, নূতন দুঃখ সহস্র গুণে অবসন্ন করিয়া থাকে। সুখ দুঃখের অনুগত সেবক প্রবীণ ব্যতীত তাহাদের মর্ম্মকথা বুঝিবে কে? সে রহস্যের উদ্ভেদ করিতেই বা কে সমর্থ?

যৌবনের খেলনা হইয়া, ভরা যৌবননদীর আবর্ত্তে পড়িয়া মনের আবেগে পঙ্কজনাথ এই সময় সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া ছিলেন। কাশীযাত্রা

কালে পথে আদিত্যনাথ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ভাবী পিতৃবিয়োগের সমাচার তাঁহার অন্বেষণে আদিত্যকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য করিয়া ছিল। পঙ্কজনাথ সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মনের কথা কিছুই প্রকাশ পাওয়া যায় নাই। আদিত্য এই মাত্র ভাবিয়া ছিলেন যে নিস্কর্ম্মা থাকিয়া অনুজের এরূপ সংসারবৈরাগ্য জন্মিয়াছে কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁহার সে বৈরাগ্য অপনীত হইবে।

যথাকালে আদিত্যনাথ বারাণসী ধামে পৌঁছিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার বন্ধুর নিকট শুনিলেন তিনি তাঁহার পিতার কোন সংবাদ জানেন না। তাঁহার পিতার পীড়ার কোন সংবাদই তিনি রাখেন না। আদিত্য মহা সংশয়ে পতিত হইলেন; বারাণসীর নানা স্থানে পিতার অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও কোন ঠিকাকা হইল না। তথায় একদিন মাত্র অবস্থিতি করিয়া তিনি প্রত্যাগমন করিলেন। কাশীযাত্রায় নিরর্থক অর্থ এবং পরিশ্রম ব্যয় হইল।

আদিত্যনাথ কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন। কলিকাতায় পৌছিয়া অবগত হইলেন কাশী হইতে আসিতে একদিন বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার ইংরেজ প্রভু দারুণ নিষ্ঠুর ভাষায় কৈফিয়ত চাহিয়াছেন এবং কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালনে শিথিলতা প্রযুক্ত কেন তিনি আদালতের বিচারাধীনে প্রেরিত হইবেন না তাহার কারণ দর্শাইতে বলিয়াছেন।



অমলা এপর্য্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। আদিত্যনাথের প্রত্যাগমনের পর চিকিৎসকের যত্ন সফল হইল; দিনে দিনে তাঁহার রোগের উপশম হইতে লাগিল। কিয়দ্দিন মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই বিনাবিদায়ে একদিন কার্য্যে অনুপস্থিত থাকার অপরাধে আদিত্যনাথের দূরদেশে বদলী হইল। এতাবৎ কাল অমলা রামদয়াল বাবুর বাটীতে থাকিয়া তাঁহার পরিবার বর্গের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। রামদয়াল বাবু স্বয়ং তাঁহাকে কন্যা সম্ভাষ করিতেন। বদলীর সংবাদে তিনি অমলাকে তাঁহার বাটীতে রাখিয়া যাইবার জন্য নির্বন্ধ প্রকাশ করিলেন। রামদয়াল বাবুর বাটীতে অমলা যে আপন সংসার অপেক্ষা অধিক সুখ সচ্ছন্দে ছিলেন সে কথা বলা বাহুল্য। আদিত্যনাথ যে দেশে বদলী হইয়া যাইতেছেন সে দেশ তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, সেখানে পরিচিত বন্ধু বান্ধব কেহ নাই। হঠাৎ গিয়া কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবেন—কি করিবেন তাহার স্থিরতা নাই। এ অবস্থায় সহধর্ম্মিণী

এবং অনুজগণকে রামদয়াল বাবুর বাটীতে রাখিয়া যাওয়াই শ্রেয় জ্ঞান করিলেন। কিন্তু অমলা তাহাতে সম্মত হইলেন না। অমলা ভাবিতেন চিরদিন স্বামী সহবাসে থাকিয়া সুখ দুঃখের সময় তাঁহার সুখে সাহচর্য্য এবং দুঃখে পরিচর্য্যা করিতে পারিলেই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হইল।

আদিত্য তাঁহাকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন কিন্তু অমলা কোন মতেই ছাড়িলেন না স্বামী সঙ্গিনী হইতে কৃতসংকল্প হইলেন। রামদয়াল বাবু অমলার নির্বন্ধ দেখিয়া তাঁহাকে অপনার বাটীতে রাখিবার চেষ্টায় বিরত হইলেন। শেষে আদিত্যনাথের সহিত তাঁহার কর্ম্মস্থলে যাত্রাই অবধারিত হইল। রামদয়াল বাবু আদিত্যের তৃতীয়ানুজ কুমুদনাথকে আপনার নিকট রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল। আদিত্যনাথের ঐকান্তিকী ইচ্ছা যে সুখ হউক দুঃখ হউক পরিবারস্থ সকলে একত্রিত থাকিয়া কাল যাপন করিতে পাইলে সুখের উৎকর্ষ এবং দুঃখের লাঘব ভিন্ন অন্যথা হয় না। কিন্তু তিনি যে স্থানে বদলী হইবার আদেশ পাইয়া ছিলেন সেথানে কুমুদনাথের বিদ্যা শিক্ষার কোন সুবিধা ছিল না, এজন্য দুঃখের দুঃখী কুমুদনাথও কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া শিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আদিত্য-



নাথ অনেক চিন্তার পর কুমুদনাথের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন।

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নূতন কর্ম্মস্থলে যাইবার কিছু দিন পরে আদিত্যনাথের বেতন কিঞ্চিৎ বাড়িল। মাসান্তে যে কয়টী টাকা পাইতেন তিনি অমলাকে দিতেন, অমলা আপন স্বর্গীয় শ্বশ্রুর নিকট সংসারের বন্দোবস্ত করিবার বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। গৃহে অল্প ব্যয়ে নানা প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করণ, অল্প আয়োজনে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আহারের ব্যবস্থা; সুগন্ধ তৈল প্রস্তুত করণ, সূচী কার্য্য ইত্যাদি সংসারের অতি প্রয়োজনীয় বিষয় ভাল রূপে জানিতেন। আমাদিগের দেশে আজি কালিকার অনেক ললনারই অমলা অপেক্ষা এসকল কার্য্য ভালরূপ জানা সম্ভব কিন্তু তাঁহাদিগের বিদ্যা জ্ঞানেই পর্য্যবসিত, ব্যবহারে বড় আইসে না। আলস্যে বিরক্তি না জন্মিলে আর তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না। পাচিকার প্রস্তরান্ন ভোজন, তাহার পরে সুদীর্ঘ নিদ্রায় দিবাতিবাহন, বৈকালে মুখ হাত ধুইয়া সঙ্গিনী পাইলে দুই চারি



ঘণ্টা বন্ধ্যা কথায় অপব্যয় করা, না হয় তাস খেলা, ইহাতেই সময় কাটিয়া যায়। তাঁহাদিগের স্বামীর নাম বাবু। স্বামী বেচারী আপিসের সাহেবের নিকট বাবু, রাশি রাশি কাজের বোঝা বহিতে বহিতে তাঁহার ওষ্ঠাগত প্রাণ,—দশটা হইতে পাঁচটা স্থান ও পাত্র বিশেষে বাতি জ্বালার সময় পর্য্যন্ত সদা শঙ্কিত, শুষ্কশোণিত কলেবরে সাহেবের তাড়না গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, ভৎ সনা; ঘুষাটা, চড়টা, লাথিটা, মাথায় লইয়া সঘন শ্বাসে দিন দিন চাকরী বজায় করিয়া বাড়ীতে আসিয়া সেখানেও তিনি বাবু। আপিশে সাহেবের বাবু, গৃহে গৃহিণীর বাবু। উভয় স্থানেই তিনি আজ্ঞাবাহক। বাবু দিন রাত্রি হুকুম তামিল করিতে করিতে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য পণ্ড করেন। তথাপি ঘরে বাহিরে লাঞ্ছনা ভিন্ন তাঁহার অন্য আশা নাই। অমলা বাবুর ঈদৃশ পত্নী ছিলেন না। তিনি প্রাতঃকালে উঠিতেন, দাসীকে লইয়া গৃহকার্য্য করিতেন, আপনার কর্ম্ম আপনি করিলে যেমন সুন্দর হয়, অন্যের প্রতি আদেশ নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে সেরূপ হয় না তাহা তিনি ভালরূপে বুঝিতেন। দাসী বাজার করিত, তিনি কড়ায় গণ্ডায় তাহার হিসাব লইতেন। এজন্য দাসী পাড়ার অপর স্ত্রীলোকদিগের নিকট গল্প করিত বাবুকে পার আছে, মাঠাকুরুণকে পার নাই। তাহাদিগের মুখে দাসীর উক্তি শুনিয়া অমলা হাসিতেন, বলিতেন দীন দরিদ্রকে দুই আনা দান করিয়া মনের কত সুখ, কিন্তু একটী

পয়সা অপব্যয় হইলে বা কেহ প্রতারণা করিয়া লইলে অসীম কষ্ট হয়। বিষয় সামান্য বটে কিন্তু প্রতি দিনের এক আধ পয়সা বৎসরে এক দিনের খরচ হইয়াও উদ্বৃত্ত হয়। আর এরূপ উদারতায় কোন পুণ্য নাই, ধর্ম্ম নাই, আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা ভিন্ন আর কিছুই নাই। আপনার অর্থ পরকে দিয়া নির্ব্বোধ হইবার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে ধনশালিত্বের পরিচয় নাই, দয়ার ফল নাই, প্রভু ভৃত্যে সৌহার্দ্দ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কেবল নির্ব্বুদ্ধিতা।

বাজারের হিসাব নিকাশ লইয়া তিনি পাকাদি কার্য্য সমাপন করিয়া স্বামী সেবা করিতেন। স্বামী যতক্ষণ পরিতুষ্ট হইয়া আহার না করিতেন ততক্ষণ নিকটে থাকিতেন। আহারাদি করিয়া তিনি কাজে বাহির হইলে দাস দাসী বা অতিথি অভ্যাগত থাকিলে তাহাদিগকে স্বহস্তে ভোজন করাইয়া তবে আপনি আহার করিতেন। ইহাই আমাদিগের দেশের প্রাচীন গার্হস্থ্য প্রথা; সেকালে বড় বড় পরিবারের গৃহিণীগণ মধ্যাহ্ন কাল অতীত না করিয়া কেহ আহার করিতেন না। যতক্ষণ অতিথি অভ্যাগত আসিবার সম্ভাবনা থাকিত স্বামী পুত্র পরিবারস্থ সকলকে আহারাদি করাইয়া আপনি অপেক্ষা করিতেন পাছে কোন বুভুক্ষিত আসিয়া বৈমুখ হইয়া যায়। আহারাদির পর বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ সূচী কার্য্যে মনো-



নিবেশ করিতেন, তাহার মধ্যে স্বামীর পোসাকগুলি অব্যবস্থিত থাকিলে সেগুলির সংস্কারকরণ, তাহার পর নূতন কার্য্য যাহা থাকিত করিতেন। স্বামী এবং দেবরদিগের ব্যবহারের অতিরিক্ত মোজা, কমফর্টার, কামিজ পেণ্টুলন প্রস্তুত হইলে সেগুলি বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হইত তাহার এক তৃতীয়াংশ অনাথ দীন দরিদ্রকে দান করিতেন দুই তৃতীয়াংশ সঞ্চয় রাখিতেন। স্বামীর নিকট মূল ধন প্রার্থনা করিতে হইত না, সময়ে সময়ে তাহাতে তাঁহার বস্ত্রাদি ক্রয়ের আনুকূল্যও করিতেন। সূচের কার্য্য করিবার সময় দাসীকে অবকাশ দিতেন, এই অবকাশ কালে দাসী বিশ্রাম করিত বা তদবস্থাপন্ন স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবসিদ্ধ পাড়া বেড়ান কাজ সারিয়া আসিত। অপরাহ্নে আপনি শয্যার সুব্যবস্থা করিতেন। সেগুলিকে সর্ব্বদাই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। এই সকল কার্য্যে বেলাবসান হইলে স্বামীর এবং দেবর নলিনীনাথের জলযোগ প্রস্তুত করিয়া গাত্র ধৌত করিতেন। গাত্র ধৌত করিবার সময় কখন তিনি সাবান ব্যবহার করেন না। কোন কোন দিন বেশম দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সুন্দরীরা আজি পর্য্যন্ত এই উপায়ে আপনাদিগের অঙ্গরাগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদিগের বঙ্গাঙ্গনাগণের অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে কোন অংশে ন্যূন নহেন। কেশ বিন্যাসে অমলার পমেটম ব্যবহার ছিল না। গৃহজাত, সুবাসিত

তৈলে কেশ কান্তি রক্ষা করিতেন। অমলার সংসারে অপব্যয় ছিল না, তিনি বুঝিতেন যে শারীরিক শ্রম স্বীকার করিয়া অর্থ বাঁচাইতে পারিলে তাঁহার লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। স্বামী ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া তাঁহার চির জীবনের ভার বহনে বাধ্য। কিন্তু সহধর্ম্মিণী তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গী রূপে সাহায্য করিতে ক্রটী করিলে ধর্ম্মত পতিতা তাহাতে সন্দেহাভাব।

আদিত্যনাথ অমলা এবং নলিনীকে লইয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন।

সংসারে পুরুষ এক একটী এঞ্জিন! স্ত্রী তাহার শক্তি বা ষ্টীম; যন্ত্র ঘুরাইলে ঘুরে, চালাইলে চলে, স্বয়ং কখন বলে না। কল চলে, হুইল ঘোরে, যাহাতে প্রযুক্ত সেই কাজ করে। রেলের উপর চাকায় বসাইলে লক্ষ লক্ষ মণ বোঝা লইয়া দেশ দেশান্তরে যায়, সূতা কাটে, পাট কাটিয়া দড়ি প্রস্তত করে, ইষ্টক চূর্ণকরিয়া সূর্কি ভাঙ্গে, অক্ষর কাগজ কালী পাইলে পুস্তক ছাপে, অন্ধকার নিশাকে আলোকময়ী এবং মরুভূমিতে নির্ম্মল সলিল সেচন করে। সংসারে কলের অসাধ্য কিছুই নাই, কত দুঃসাধ্য ব্যাপার সুখসাধ্য হয়। কিন্তু সে কল চলে কিসে? ষ্টীমে! ষ্টীম অভাবে কল বন্ধ এবং নিষ্ক্রিয় হয়। হুইল থাকে, বয়লার থাকে, চোঙ্গ থাকে কিন্তু চলে না। সংসারের কারখানায় এঞ্জিন চলিবার সময় কত জোরে



চলে। মুহূর্ত্তেকে কত কাজ করে, ভাবিতে গেলে স্তব্ধ হইতে হয়। কিন্তু ষ্টীমের জোর চাই। যে কলে ষ্টীমের জোর নাই, সে কল সুন্দর চলেনা। কলের চাকা বাহিরে ঘোরে, কলের কাজ বাহিরে দেখিয়া লোকে সুখ্যাতি করে কলের,—যে সংসারকল সুন্দর চলে লোকে সুখ্যাতি করে তাঁহার কর্ত্তার। কিন্তু কেহই ভাবেন না যে কর্ত্তাকল চলেন কিসে? ষ্টীম খারাপ হইলে সুকলও বিকল হইয়া যায়; ভাল চলেনা।

ষ্টীমের জোর অধিক হওয়াও বড় বিষম, ঘোরতর বিপদ, যার পর নাই শঙ্কা, তাহাতে নানাপ্রকার বিভীষিকার সম্ভাবনা। ষ্টীমের জোর অধিক হইলে এঞ্জিন ফাটিয়া ছার খার হইয়া যায়, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহার সুগমতা থাকেনা। এজন্য সংসারে প্রবলা স্ত্রী প্রশংসনীয়া নহেন।

যে ষ্টীমের তেজে এত বড় বড় এঞ্জিন চলে, এত গুরুতর কার্য্য সংসাধিত হয়, সে তেজ যে সামান্য এ কথা কে বলিবে? আর সে তেজ যে এঞ্জিনের অভ্যন্তরে থাকিয়াই স্থির থাকিবে সে কথাই বা কে বলিতে পারে? তেজের স্বভাব চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়া; ফাক পাইলেই বাহির হইবে, আর বাহির হইলেই এঞ্জিনের কার্য্য শিথিল করিবে; এজন্য এঞ্জিনগণের উচিত চাপিয়া চুপিয়া আপন ষ্টীম আপন অভ্যন্তরে আঁটিয়া সাঁটিয়া অতি যত্নে অতি সাবধানে রাখেন, তাঁহাদিগের কোন অংশ কমজোর হইলেই

ষ্টীম বাহিরে আসিবে, তাঁহাদিগকে কমজোর করিবে, তাঁহাদের সুচারু চলন বিঘ্ন সঙ্কুল হইবে। কলের যত বিঘ্ন বিপত্তি বয়লার কাটায়, আর ষ্টীম বাহির হওয়ায় তত বিপত্তি কিছুতেই নাই। আমাদিগের দেশের একজন প্রাচীন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন অপ্রিয় বাদিনী ভার্য্যা স্বত্বে সংসার ছাড়িয়া অরণ্যবাস প্রশস্ত। *

ষ্টীমের তেজ অসীম—অপ্রতিহত। অধিক তেজ করিলে যত বড় এঞ্জিন হউক না ভাঙ্গিতে সমর্থ। এজন্য ষ্টীমগণকেও বলি যে এঞ্জিনকে লইয়া তাঁহারা আপনাদের অতুল শক্তির পরিচয় দিবেন, আঁধারে আলোক জ্বালিয়া সংসারকে মনোজ্ঞ করিবেন, সংসারের বাধা বিঘ্ন বিনাশ করিয়া বিবিধ অভাব মোচন করিবেন, সংসারপন্থা সুগম করিবেন, এঞ্জিনে ছিদ্র করিয়া বাহিরে আসিলে তাঁহাদেরও মন্দ বই ভাল কিসে বলিব। কোথায় বায়ুর সহিত মিশিয়া যাইবেন তাহার ঠিকানা থাকিবে না। তাঁহাদের সোনার কাজ মাটী হইবে। সুখের সংসার ছার খার হইবে।

যদি বলেন আমরা ষ্টীম, অসীম ক্ষমতা ধরি, এঞ্জিনের ভিতর কেন বদ্ধ থাকিব, ষ্টীমজন্ম নষ্ট করিব না; তাহা করিব না—আমরা এঞ্জিন ফাটাইয়া বাহির হইব, বায়ুর সহিত মিশিব, নবীন নীরদশোভায় আকাশ অঙ্গ সাজাইব;

* মাতা যস্ত গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্য তথা গৃহং॥



ক্রোধাগ্নি বিক্ষিপ্ত করিয়া মেদিনী কাঁপাইব, ভূধর শৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া ভূতলে ফেলিব, আবার দয়ার নির্ম্মল ধারা বর্ষণ করিয়া তপ্ত ধরা শীতল করিব, তৃষিতের তৃষ্ণাদূর করিব, ক্ষুধিতের খাবার যোগাইব, বনে বাগানে ফুল ফুটাইব, ফুলের বুটায় ঘাসের কাপড় পরাইয়া পৃথিবীকে হাসাইব; আমোদে উপকারে বিভোর হইব—কেন আমরা অন্ধকারে, অগ্নিতাপে দিবারাত্রি ভাপিয়া মরিব। আপনারা সে দর্প করিতে পারেন, করিলেও সাজে বটে, কিন্তু জগতের কর্ম্ম সূত্র কে বুঝিতে পারে, কর্ম্মফল সকলের সমান নয়, যদি কর্ম্মের ফেরে পুনঃ পুনঃ এঞ্জিনেই প্রবিষ্ট হইতে হয়, বার-ম্বার বয়লার ফাটাইতেই হয়, তাহা হইলে ত সংসার কারখানা চলা ভার, কারখানার মালিকের ত আর উদ্দেশ্য সফল হয় না! আপনারা এঞ্জিনের ষ্টীম, এঞ্জিনের কাজ করিয়া মালিকের উদ্দেশ্য সফল করুন।

আমাদের অমলা এঞ্জিনষ্টীম—আদিত্য এঞ্জিন তাঁহারই বলে চলিতেন।

---

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কিছু দিনের পরেই আদিত্য নাথ সংবাদ পাইলেন তাঁহার ভ্রাতা পঙ্কজ শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। সংবাদ পাইবামাত্র আবার তিনি কোন বন্ধুর সাহায্যে একটী চাকরীর বন্দোবস্ত করিয়া ভ্রাতাকে নিকটে আনিলেন। এই সময়ে আদিত্য যে স্থানে কাজ করিতেছিলেন সে স্থানটী অতীব জঘন্য, জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ নহে, থাকিবার উপযুক্ত বাসগৃহের অভাব, খাদ্য দ্রব্যের মহার্ঘতা, ইত্যাদি কারণে সর্ব্বতোভাবে ভদ্রলোকের বাসের পক্ষে অনুপযোগী। এজন্য ইচ্ছা স্বত্বে এবং অমলাদ্বারা বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি পঙ্কজনাথের বনিতাকে নিকটে আনিতে পারিলেন না।

পঙ্কজের বনিতা এপর্য্যন্ত পিতৃভবনে, বিবাহের পর কেবল মাত্র দুইবার শ্বশুরালয়ে আসিয়া কয়েক মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ক্ষণদা সুন্দরী।



ক্ষণদা এ সময় যৌবন সীমায় পদার্পণ করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার চরিত্র সংগঠিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার শ্বশ্রূ ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছিলেন, শ্বশুরকুলের সকলেই বাসচ্যুত—নানা স্থানী, পরাশ্রয় প্রত্যাশী, এ জন্য তাঁহাকে দীর্ঘকাল পিতৃভবনে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতা বিশিষ্ট ধনশালী না হউন এরূপ সঞ্চয়বান ব্যক্তি যে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট তাঁহার সংসারে ছিল না। বিশেষতঃ ক্ষণদা তাঁহার অপত্যগণের জ্যেষ্ঠা, সুতরাং পিতা মাতার বড় আদরণীয়া, প্রবাদ এইরূপ যে তাঁহার পিতার অবস্থা পূর্ব্বে বড় ভাল ছিলনা তাঁহার জন্মগ্রহণের পর হইতে ভাগ্য প্রসন্ন হইতে থাকে। পিতা মাতার বিশেষ আদর পাইবার ইহা একটী তাঁহার প্রধান দাবী।"

যৌবনাবস্থায় স্বামীসহবাস বঞ্চনা, পিত্রালয়ে অবস্থান, অপত্য স্নেহের আধিক্যে পিতা মাতা কর্ত্তৃক চরিত্র সংস্কারের যত্নাভাব, এবং তজ্জন্য স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় ইত্যাদি সদাচার শিক্ষার প্রতিকূল যে সকল ত্রুটী থাকিলে স্ত্রীলোকের স্বভাব দূষিত হয় সে সমস্তই জুটিয়া ছিল। কিন্তু তাঁহার স্বভাব একবারে নির্দ্দোষ না হইলেও কলঙ্কিত হইতে পায় নাই। তিনি পিত্রালয়ে অবস্থান হেতু কর্ত্তৃত্বাভিমানিনী, স্বামীসহবাসবঞ্চিত, বিধায় স্বামী মনোরঞ্জনে অশিক্ষিতা, চরিত্র সংস্কারের যত্নাভাব বশতঃ

দাম্ভিকা, স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় পাইয়া স্বার্থপরায়ণা হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে পঙ্কজ শ্বশুরালয়ে যাইতেন, দুই একদিন তথায় অবস্থিতিও করিতেন। তরুণ বয়স্ক যুবক যুবতীর মনে গিরিসংলগ্না তরঙ্গিনীর নির্ম্মল ঝুর ঝুরে অল্প জলের ন্যায় প্রণয়বারি প্রবাহিত হওয়া যেরূপ স্বভাব সিদ্ধ তাঁহাদিগের ও সেইরূপ হইয়াছিল। তরঙ্গিনী যতই দূরগামিনী ততই গভীরা, ততই গতিমন্থরা, ততই সলিলশালিনী হয়। কিন্তু নদীপ্রসূতি যেরূপ প্রচুরতোয়া নদীও তদ্রূপ দীর্ঘ এবং প্রাশস্তাঙ্গী—তদভাবে শীর্ণা সংকীর্ণা। সময়ধর্ম্মে পঙ্কজের মনে দাম্পত্য সহানুভূতির উন্মেষ হইয়া ছিল। এই দেখিয়া আদিত্যনাথ তাঁহার সোদর সীমন্তিনীকে কর্ম্মস্থলে আনিবার আয়োজন করিতে ছিলেন এমন সময় পঙ্কজ স্থানান্তরিত হইলেন। তিনি যে স্থানে অন্তরিত হইলেন সে স্থান হইতে ক্ষণদার পিত্রালয় নিকট এমন কি চেষ্টা করিলে প্রতি শনিবারে যাওয়া আসা যায়। আদিত্যনাথ সুখী হইলেন, যাহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ ব্যয় স্বীকার করিতে হইয়া ছিল, তাহা আপনীত হইল। পঙ্কজের বদলীর আদেশ পাইবা মাত্র তাঁহাকে সেখানে পাঠাইয়া দিলেন।

যাঁহারা জন্ম পত্রিকায় বিশ্বাস করেন অদৃষ্টকে সুখ দুঃখের নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করেন তাঁহারা



বলেন সংসারে যে যেমন লোক সমস্ত জীবনের মধ্যে কোন এক সময় তাঁহার সময় সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে, এই দুঃখের সংসারে সকলেরই একএক বার সুখ আসে, দুঃখ যায়। সময় এবং অবস্থা বিশেষে সে সুখ কাহার দীর্ঘকাল, কাহার বা অল্প কাল স্থায়ী হয়। কিন্তু আমাদের অমলাদিত্যের অদৃষ্টে এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই দেখিলাম না। কলিকাতার উপনগর হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসার পর আদিত্যের অন্নচিন্তা একরূপ ঘুচিয়া ছিল, কিন্তু একবারে দুঃখের অবসান হয় নাই। পিতা নিরুদ্দিষ্ট ছিলেন। সংসারে এককালে সকল সুখ ঘটে না। একটা না একটা অভাব থকিয়া যায়। সে হিসাবে পিতার অভাব ভিন্ন তাঁহার আর কোন অভাব ছিল না। আদিত্য যে প্রকৃতির লোক তাহাতে তিনি এই অবস্থাতেই সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারিতেন যদি তাঁহার পিতা অনুদ্দিষ্ট না হইতেন। তাঁহার সুখ দুঃখের চক্রনেমী প্রবল বেগে ঘূর্ণায়মান। সুতরাং এ সুখটুকু তাঁহার দীর্ঘকাল থাকিবে কেন?

শীতকালের সুদীর্ঘ রাত্রি প্রায় শেষ, আদিত্যনাথ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, পার্শ্বে অমলা নিদ্রিত। বড় শীত; অথচ রাত্রিও প্রভাত হয় না এজন্য তিনি জাগ্রত হইয়াও শয্যাত্যাগ করেন নাই। চক্ষে ঘুমও আসিতেছে না। চিন্তা করিতেছিলেন পিতা—সংসার—পরলোকপ্রবা-

সিনী মাতা, আর অমলার অদৃষ্ট। তাহার সঙ্গে আপনার;—একটা হইতে একটা, আর একটা, সেটা হইতে আবার নূতন একটা, একটা শেষ না হইতে হইতে, তাহার মীমাংসা হইতে না হইতে অপর একটার উপসংহার। এইরূপে সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় গোটা, অর্দ্ধেক, সিকি, চূর্ণ বিচূর্ণ চিন্তা তাঁহার মনে উঠিতে মিলাইতে লাগিল। পিতা কেন নিরুদ্দিষ্ট হইলেন, তাঁহার অভাব পূরণ করিবার জন্য বিদ্যাশিক্ষার অপূর্ণতায় বিদ্যালয় ছাড়িলাম; ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিলাম, কর্ম্মের ফেরে, অপরিণাম দর্শিতার দোষে, আবার কষ্ট আসিল, তাঁহার কষ্ট, অমলার কষ্ট—বিবাহাবধি অমলার নারীজন্মের কোন সাধ মিটাইতে পারিলাম না। সে নিজে সুখী। যে নিজে সুখী, সেত সংসারেও সুখী, বৈরাগ্যেও সুখী, যেখানে থাকিবে সেই খানেই সুখী; আমি তাহার কি করিলাম! অমলা বুদ্ধিমতী—বাহিরে প্রকাশ করে না, মনুষ্যের মন কখন আশা আকাঙ্ক্ষা শূন্য নহে,—অমলা হয়ত মনে করে তাহার জীবনের কোন সাধ মিটিলনা,—উঃ একথায় জীবনে ধিক্কার হয়। বনের পশুরাও উদর পূরণ করে! দেনা,—তাহার ত কিছু করিতে পারিতেছিনা, দিনে দিনে কুশীদ বৃদ্ধি হইতেছে, কি এমন আশা আছে যে এক কালে সে সমস্ত পরিষ্কার করিব! যদি কেহ পাঁচশত টাকা দেয়, কি কোন দৈব গতিকে যদি পাই, তাহা হইলে আর কিছু



চাহি না, যে বেতন পাইতেছি তাহাতে সুখে দিনাতিপাত হয়। দেশে একটী বাড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে—আর আর খরচে পাঁচশত, অমলার অলঙ্কার—আর সহস্র! যদি দৈব ধনই পাই, ঈশ্বর যদি এমন দয়াই করেন তবে আরও কিছু,—পরানুগ্রহ প্রত্যাশায় পরেচ্ছাসেবা আর ভাল লাগে না। এইরূপে স্বদেশাধিকার পর্য্যন্ত কল্পনা তাঁহাকে লইয়া গেল। এমন সময় কাক কোকিল ডাকিল, জানালার ভিতর দিয়া ঊষার ঝাপসা আলোক দেখা দিল। আদিত্য চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এতক্ষণ মনের চক্ষে দেখিতেছিলেন রত্নময়ী অট্টালিকা—এখন দেখিলেন তাঁহার সেই তৃণাপর্ণাচ্ছন্ন কুটীর! আবার মনে হইল দেনা—পঙ্কজনাথ এতদিন চাকরী করিতেছেন, এক কপর্দ্দক তাঁহাকে দেন নাই—যদি কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন, দেনা শোধ হয়! অব্যক্ত রোদন ধ্বনি হইল;—অমলা হাঁপিয়া হাঁপিয়া কাঁদিতেছেন! আদিত্য শশব্যস্তে তাঁহার চক্ষে হস্ত প্রদান করিলেন, অমলার অশ্রুজলে হস্ত ভিজিয়া গেল। তাঁহাকে জাগ্রত করিলেন, অমলা জাগিয়া—"আঃ! দুর্গা দুর্গা" বলিয়া চক্ষুজল মোচন করিলেন, বলিলেন "ভোর হয়েছে?"

আদি। হাঁ—আর রাত নাই।

অম। কপালে আবার কি আছে!

আদি। কি স্বপ্ন দেখ্‌লে?

অম। সে কথা আর শুনে কাজ নাই।

আদি। শুনলেই বা, স্বপ্ন কখন সত্য হয় না।

অম। স্বপ্নের কথা বল্‌তে নাই।

আদি। দুঃস্বপ্নের কথা বলা ভাল, তা হ'লে আর স্বপ্ন সফল হইতে পায় না।

অম। একটী শিশু সন্তান কোলে—

আদি। সে ত শুভ—আর দু মাস বাকী।

(এসময় অমলা ৮ মাস অন্তঃস্বত্ত্বা)

অম। তার পর শোন। যেন বৈশাখের দারুণ তাপে মাটী আগুণ। তুমি সঙ্গে নাই—মাঠের মাঝে একটা বড় নদী—ভরা নদীর জলের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছি—একটা কুম্ভীর ভাসিল, ভয়ে শূন্যে উঠিলাম—শূন্যে তোমার আর্ত্তনাদ শুনিলাম। যেন কাল রঙ্গের আগুণ আমার চারিদিকে—উপরে নীচে জ্বলিতেছে, রৌদ্রের সে ধক্‌ধকে রং নাই—কাল হইয়াছে,আকাশ হইতে রক্ত বৃষ্টি হইতেছে,শৃগাল আমার পানে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া চীৎকার করিতেছে,—মাথার উপর কাল পেঁচক ডাকিতেছে—তোমাকে দেখিতে পাইনা—আর্ত্তনাদে তোমার এই কয়টী কথা শুনিতে পাইলাম। "অমল, আমার ভবিষ্যতের আশা ভরসা, আঁধার জীবনের ধ্রুব তারাটীকে একবার দেখাও—" তা'র পর ঘুম ভাঙ্গিল। কেন এমন স্বপ্ন দেখলাম, ভগবান কি কর্‌বেন জানিনা।

আদি। স্বপ্ন যে অমূলক আজ তার প্রমাণ পেলে ?



অম। অমূলক কি সমূলক কেমন ক'রে জান্‌বো—সেই অবধি কিন্তু সমস্ত শরীর কাঁপ্‌চে।

আদি। অমূলক তার সন্দেহ আছে ? মানুষ কখন জলের উপর হাঁট্‌তে, বা শূন্যে উঠ্‌তে পারে ? আগুণ কখন কাল হয় ? সর্ব্বৈব মিথ্যা। বৃথা ভাবনা ক'রো না।

অম। আমার মনে হচ্চে যেন কোন বিপদ্দ আস্‌চে। ধন যা'ক, অর্থ যা'ক—ভিক্ষা করে খাই, কিন্তু তুমি ভাল থাক্‌লে হয় !

আদি। সে ভয় কিছু নাই—নিশ্চিন্ত থাক—বাল্যাবধি স্বপ্নে বিশ্বাস থাকায় মন খারাপ হ'য়ে গেছে। ভাবনাটা ছেড়ে দিলেই শুধরে যাবে।

স্বামী আজ্ঞানুবর্ত্তিনী অমলা অন্য কথা কহিতে লাগিলেন; সে কথার বড় একটা আর তোলা পাড়া করিলেন না।

---

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দুই তিন দিন গেল আদিত্যনাথ আপিশে গিয়াছেন। তাঁহার আপিশ পরিদর্শন জন্য এক জন দর্শক আসিলেন। আদিত্য যাঁহার অধীনে কার্য্য করিতেন তিনি এক জন আণ্টুনি, পিতৃক ডিক্রুজকুলকেতন ইংরেজ, দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নেটীভ হইলে তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলা যাইতে পারিত। কিন্তু তাঁহার শুভ্র শোণিতে জন্ম এজন্য অনেকেই তাঁহাকে কাল বলিতে সাহস করিত না। জাতীয় খাতির রক্ষার জন্য উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা হইত। সাহেব আপিশে আসিতেন, সোমবারে আসার আশা প্রায়ই করিতে পারা যাইত না। ৩টা বাজিলে কাগজ সহী করিবার জন্য লালায়িত হইতেন, কোন কোন দিন দস্তখতের কাগজ পত্র ৩টার মধ্যে প্রস্তুত হইয়া না উঠিলে কুঠীতে পাঠাইয়া দিতে হইত। যতক্ষণ আপিশে থাকিতেন চুরুট পোড়াইতেন, চেয়ার টেবিল ময়লা করি-



তেন, শীশ দিয়া, কখন বা গলা খুলিয়া প্রণয়গীত গাইতেন, প্রিয় টেরিয়ারটীকে লইয়া একবারের স্থলে দশবার তাহার মুখ চুম্বন করিতেন, আর কুঠিতে ৫।৭ খানি Slip পাঠাইতেন। যেহেতু হনিমুনবিলাসিনী মেম সাহেব পলকে প্রলয় জ্ঞান করিতেন। এস্থলে একথা বলিয়া রাখা অবিশ্যক যে সাহেব আপিশের সকল কাজ নিজে হাতে করিতে, সকল কাজ আপনি দেখিতে 'বাধ্য ছিলেন। কিন্তু বড় আপিশের পার্শোনেল আসিষ্টাণ্ট তাঁহার ভগ্নীর প্রণয় লোলুপ বলিয়া তাঁহার সহিত চিঠী পত্র চলিত; এজন্য বড় ভালবাসাও ছিল।

সাহেব আদিত্যনাথকে বড় ভাল বাসিতেন, যে হেতু তিনি তাঁহার সমস্ত কাজ করিতেন, নিজে কিছু দেখিতে শুনিতে হইত না, দস্তখৎটী নিতান্তই করিতে হইত, সে কেবল অন্যকে দিয়া চলিত না বলিয়া। আদিত্যনাথকে ভাল বাসিবার আর একটী কারণ ছিল কিয়দ্দিন পূর্ব্ব হইতে সাহেবের কোর্টসিপ এবং হনিমুনের খরচার অনাটন বশতঃ তাঁহাকে আদিত্যনাথের উপাসনা করিতে হইত। বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট ঋণ করিয়া আদিত্য সাহেবের সম্মান রক্ষা করিতেন। বিশ, চল্লিশ, সত্তর, আশি, শ দেড় শত পর্য্যন্ত দিতেন।

আপিশ পরিদর্শনের সময় পরিদর্শক আপিশের সাহেবের খাস কামরায় বসিয়া নানা গল্প করিতেছিলেন; তাহার মধ্যে উইলসন সার্কশ, করিন্থিয়েন

থিয়েটর—মোরী, জনীর দত্ত গার্ডেন পার্টী, মিশ এমিলীর গোপাপী গণ্ডকুঞ্চনশোভিত মধুর হাসি, বিড়ালাক্ষীর বিড়াল চক্ষের বিলোল কটাক্ষের মহিমা কীর্ত্তন ইত্যাদি বিষয়ই কথোপকথনের অঙ্গীভূত। এইরূপ কথোপকথনে বেলা প্রায় তিনটা অতীত হইয়া চারিটার কাছাকাছি হইল। আদিত্যনাথের সাহেব ইনস্পেকসনের কাজ হাঁসল করিলেন, চাপরাসীকে ডাকিয়া কুঠীতে যাইবেন এমন সময় পরিদর্শক সাহেব মজুদ তবিলটা মাত্র দেখিতে চাহিলেন, বাকীকাজ সমস্ত খাস কামরাতেই সমাপন করিয়াছিলেন। আদিত্যনাথ সাহেবের বড় বাবু—সুতরাং তাঁহাকে ডাক হইল। তিনি তখন ইনস্পেকসনের কাগজ পত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ঘোর অভিনিবিষ্ট ছিলেন, কাজেই আসিতে একটু বিলম্ব হইল। পরিদর্শক কর্ম্মচারী সাহেবের নবপ্রণয়িনীর সহিত পরিচিত হইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার বিলম্ব সহিল না—আদিত্যনাথের উপর চটিয়া গেলেন—Fool মূর্খ Impertinent অবাধ্য ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আদিত্যনাথ ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইলেন। সাহেব তহবিল মিলাইয়া দেখিলেন Cash Book রোকড় বহী হইতে ২৫০৲ টাকা তফাৎ। সাহেব নিজে ক্যাশ বহী লিখিতেন, বলিলেন "টাকা কোথায় গেল?"

আদি। "আপনার হাতে ক্যাশের চাবি, ক্যাশ বহী আপনি লেখেন আমি কি রূপে জানিব?



সাহেব চটিয়া গেলেন বলিলেন "টাকা তুমি তছরূপ করেছ!"

পরিদর্শক সাহেব পূর্ব্ব হইতেই আদিত্যের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন; তখনই কাগজ কলম লইয়া বসিলেন আদিত্যনাথকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেটকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। পত্র পাইবা মাত্র মাজিষ্ট্রেট পুলিশকে হুকুম দিলেন। আদিত্যনাথ পুলিশের বিপদ জনক হেফাজতে অর্পিত হইলেন। সন্ধ্যা হইল; সন্ধ্যার আঁধার সকলের গৃহেই প্রবেশ করিল; সকল গৃহেই সন্ধ্যার দীপ জ্বলিল; আঁধার নষ্ট করিল। সকল গৃহের গৃহস্থ আসিয়া একত্র সম্মিলিত হইল! সন্ধ্যার দীপের জ্যোতি বৃদ্ধি করিল। জননীর স্নেহের আলোক জ্বলিল, প্রণয়িণীর প্রেমের আলোক জ্বলিল; পুত্রের ভক্তির, আলোক জ্বলিল। ঘরে ঘরে মনের আলোক, ঘরের আলোক একত্র হইয়া রাত্রির আঁধার নষ্ট করিল। আদিত্যের ঘরে আলোক, জ্বলিল—অমলার মনের আলোক জ্বলিল না, ঘর যেমন আঁধার যেন তেমনি আঁধারই রহিল। তিনি বাড়ীর দরজায় ব্যাকুল দৃষ্টি সংস্থাপন করিয়া ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন; সমীর সঞ্চালিত পত্র পতন শব্দে পদবিক্ষেপের শব্দ ভ্রমে উৎকণ্ঠ হইয়া সেই দিকে চাহিলেন। রাত্রি নয়টা বাজিল, দাসী অন্যান্য বাবু দিগের বাড়ীতে, আদিত্যনাথের

সংবাদ লইতে গিয়া ছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল "বাবু রাত্রে বাড়ী আস্‌বেন না।" অমলার মন তাহা বুঝিল না! তিনি জানিতেন স্বামীর সহিত তাঁহার সেরূপ কথা ছিল না; সন্ধ্যার পর আপিশের ফেরত তিনি কোথাও থাকিতেন না, অগ্রে বাসায় অসিতেন প্রয়োজন থাকিলে পরে অন্যত্র যাইতেন। সে রাত্রি অমলা আহার করিলেন না, নিদ্রাকে চক্ষে আনিলেন না। শীতকালের চতুর্দ্দশ ঘণ্টা রাত্রি দ্বিগুণ দেখিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল; আদিত্যনাথের ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইবার কথা অপ্রকাশ রহিল না, অমলার কর্ণগোচর হইল। এই সংবাদ শুনিবামাত্র অমলার চক্ষে আকাশ, পৃথিবী, দিক্ সকল ঘূরিতে লাগিল; প্রাণবায়ু নিশ্বাস সহ যেন উৰ্দ্ধগত হইয়া বাহির হইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল; তিনি ভূমি তল আশ্রয় করিয়া বসিলেন। আদিত্যনাথ বন্দী এ কথা যতই তাঁহার মনে হইল যেন সহস্র দগ্ধ শলাকা হৃদয়মূলে বিদ্ধ হইল। আদিত্যনাথের প্রিয়দর্শন সৌম্য মূর্ত্তি বন্দীভাবে পুলিশে—মনে করিয়া প্রতি মূহুর্ত্তে শরীর কাঁপিয়া উঠিল। মনের বিকারে প্রহরী-তাড়নে অযত্ন রক্ষিত স্বামীর দশা শ্রবণ করিয়া হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে এ অবস্থায় সান্ত্বনা করিতে কেবল মাত্র এক দাসী—সে অমলাকে প্রবোধ দিবার ক্ষমতা রাখিত না। প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকেরা অমলার অলঙ্কারহীনতা দেখিয়া



তাঁহাকে আলাপের অযোগ্য জ্ঞান করিতেন, এ জন্য বড় আসা যাওয়া, আলাপ পরিচয় করিতেন না।

অমলা অজ্ঞান ছিলেন না—বিপদে অধীর হইলে বিপদ আরও অধিক ভয়ানক হয়, আরও অধিক দুঃখ দেয় এ জন্য ধৈর্য্য ধারণ করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। যাহার সহিষ্ণুতা নাই, সে বিপদ হইতে সহজে অব্যাহতি পায় না। কিয়ৎক্ষণ পরে অমলা চক্ষু মুছিলেন। নলিনীনাথ প্রাতঃকালে পাঠাভ্যাসে প্রতিবাসীদিগের বাড়ীতে গিয়াছিল সেখানে অগ্রজের অপার বিপদের কথা শুনিয়া ছিল, বাড়ীতে আসিয়া মাতৃকল্প ভ্রাতৃজায়ার বিষাদবিনত সজল নয়ন দেখিয়া নীরবে নিকটে দণ্ডায়মান হইল—অমলা তাহাকে খাবার দিতে উঠিলেন। নলিনী যেখানকার সেইখানে দণ্ডায়মান, অমলা খাবার আনিয়া দেখিলেন তাহার নাসারন্ধ্র স্ফীত, অচঞ্চল চক্ষু দুইটী অশ্রুভারে যেন জল মাখান কাচ দুইখানি ঢল্ ঢল্ করিতেছে। নলিনী খাবার পাইয়া খাইল না; অমলা দেবরের চক্ষু মুছাইয়া খাইতে অনুরোধ করিলেন; সে এক দৃষ্টিতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল; খাবার মুখে উঠিল না। অথচ কোন কথাও মুখে আনিতে পারিল না। অমলা হৃদয়ের অগ্নি হৃদয়ে রাখিয়া অপোগণ্ড দেবরকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন "ভাবনা কিসের—তিনি আজ না হয় কা'ল আসবেন। তুমি খাবার খাও।" নলিনী কাঁদিয়া বলিল "সবাই বল্‌ছে তাঁকে ধরে রেখেছে, জেলে দিবে।"

নলিনী আর কিছু বলিল না—বলিতে পারিল না; নয়নোৎস খুলিয়া দিল, সঘন নিশ্বাস বহিল; যেন দুইটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী গিরিশিখর প্রপাত শব্দের সহিত ছুটিতে লাগিল।

আদিত্যনাথের সংসারে তাহার পর যাহা যাহা ঘটিল তাহার বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

---

# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্ব রজঃ তমোগুণে বিশ্বের সৃজন পালন এবং হনন কার্য্য চলিয়া আসিতেছে; কতবার সৃষ্টি হইয়াছে, কতবার সংসারের পালন হইয়াছে, কতবার ধ্বংস হইয়াছে। শাস্ত্রে বলে চিরদিন এইরূপ হইবে।

ভারত রাজ্যও এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে চিরন্তন নিয়মানুসারে স্বত্ব রজঃ তমোগুণে পরিচালিত হইতেছে।

ইংলণ্ডের ,অধীশ্বর ভারত রাজ্যশাসনের সৃষ্টিকর্ত্তা—তাঁহার এক মুখ, রাজমন্ত্রীর এক মুখ, কনন্স সভার এক মুখ, এবং লর্ড সভার এক মুখ—এই চতুর্মুখ। বিষ্ণুরূপে পালনকর্ত্তা ভারতীয় ইংরাজ—আসিষ্টাণ্ট ও মাজিষ্ট্রেট রূপে মফস্বলে বাল্যলীলা। "বলে" "গার্ডেন পার্টীতে" রাসক্রীড়া, কেরাণী মোহরীগণকে লইয়া গোষ্ঠবিহার, কালীয় রূপী জমীদার দমন, ব্রজবালক রূপী নেটিভ চিফগণের সহিত সখ্যতা স্থাপন; ইংলিশম্যান রূপে গোবর্দ্ধন ধরিয়া

দেশীয় সংবাদপত্রের বাক্যবাণ হইতে আত্মীয় অন্তরঙ্গ অনুগত জনের উদ্ধার সাধন—দেশের কর্ত্তা রূপে মাথুর বিহার—অলক্ষ্মী রূপা কুব্জার সম্মান সম্বর্দ্ধন।

সংহারকর্ত্তা রূপী পুলিশ ; জজ মাজিষ্ট্রেট বিচারক ( Judicial officer ) দিগের লাঞ্ছনারূপ হলাহল নিয়ত ভোজন করিয়া নীলকণ্ঠ ; সংবাদপত্রের তিরস্কার রূপ বিভূতি ভূষণ ; পাঁচ আইন রূপ পন্নগ সর্ব্বাঙ্গে জড়িত ; কথন্ দংশন করে ! নিরীহ প্রজার প্রতি রক্তচক্ষু ; সংসারের সার অর্থতত্ত্বচিন্তায় বিভোর ; পরম যোগী যেন সেই যোগেই অর্পিতচিত্ত ; হস্তে Justice ন্যায়ের শিঙ্গা। আদিত্যনাথ সেই পুলিশের হস্তে ন্যস্ত—সময়ে আহার নাই, স্নান নাই, নিদ্রার ত কথাই নাই। কয়েক দিন পুলিশ তদন্তে অতিবাহিত হইল।

মোকর্দ্দমা প্রথম হইতে পরিস্কার, তাহার পর পুলিশ তদন্তে আরও পরিস্কার হইল ; আদিত্যনাথের অপরাধ সাব্যস্ত করিবার জন্য বহুল প্রমাণ সংগ্রহ হইল। প্রমাণ প্রয়োগ দেখিলে আদিত্যনাথের সততায় ঘোরতর সন্দেহ করিতে হয়।

পুলিশ কর্ত্তৃক যত প্রকার প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে হইল। আদিত্য যখন স্বপদে ছিলেন তখন যে সকল লোককে পরমাত্মীয় বন্ধু বলিয়া জানিতেন, তাঁহারা এখন অন্য রূপ হইয়া দাঁড়াইলেন। সাক্ষাতে অসাক্ষাতে বলিতে লাগিলেন "আদিত্য বাবুকে ভাল বলিয়া মনে ছিল



—যত দিন না লোকের অন্তর প্রকাশ হয় তত দিন লোককে চিনিয়া উঠা ভার।" যাঁহারা জ্ঞানচক্ষে আদিত্যকে চিনিয়াছিলেন তাঁহারাও আপনাপন রুটী বজায় রাখিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে কেহ সহায়তা করিতে পারিলেন না। কেন না সরকারী সাহেবেরা জানিতে পারিলে তাঁহাদের অনিষ্ট হইবে। এমন কি চাকরী যাইবার ও আপত্তি নাই। সংসারে কয় জন লোক আছেন যে স্বার্থহানি করিয়া পরোপকার করিতে প্রস্তুত। ফলতঃ মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতে বা উপযুক্ত উপদেশ দিতে তাঁহার কেহ ছিল না। আর তাঁহার জন্য কেই বা উপদেশ প্রার্থনা করিবে। যে সকল পুলিশ কর্ম্মচারীর হস্তে তাঁহার মোকর্দ্দমার তদন্ত ভার ন্যস্ত ছিল তাহারা বিশেষ পরিচিত হইলেও যেন কখন দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। তাঁহার পরিচয় এক্ষণে পুলিশ কর্ম্মচারীর আমলে আসিল না। কোন বিষয়ে একটু অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলে, সে অনুগ্রহ প্রকাশে আপত্তি না থাকিলেও তাঁহারা বলেন "মহাশয় মাপ করিবেন——আমরা কর্ত্তব্য কার্য্যের দাস ; আমাদের ইহাতে হাত নাই।"

এক দিন আদিত্যনাথ ইচ্ছা করিলেন তাঁহার ভ্রাতা নলিনীনাথকে কেবল মাত্র দেখিতে চাহেন। নিষ্ঠুর পুলিশ তখন কর্ত্তব্য কর্ম্মের পোষ্যপুত্র হইয়া সম্মতি দিল না। বলিল আইনে বাধা আছে।

সাত আট দিন পরে আদিত্যনাথ পুলিশের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন, বিচারাধীনে মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হইলেন।

এ দিকে অমলা আপনাদিগের উপস্থিত বিপদের কথা জানাইয়া পঙ্কজনাথ এবং রামদয়াল বাবুকে দুইখানি পত্র লিখিলেন। পঙ্কজের পত্রের উত্তর আসিল মোকর্দ্দমার তদ্‌বির করিবার পক্ষে কোন ক্রটী না হয় এবং সত্বর তিনি কিঞ্চিৎ অর্থানুকূল্য পাঠাইবেন। তাহার পর যদি বিদায় পান তাহা হইলে আসিতে ক্রটী করিবেন না। কিন্তু অমলার পত্র যাইবামাত্র রামদয়াল বাবু স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে নলিনীনাথও স্কুল বন্দ করিয়া আসিল। রামদয়াল বাবু মোকর্দ্দমার তদ্‌বির করিতে প্রভূত শ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিলেন, অধিক বেতন দিয়া উপযুক্ত উকীল নিযুক্ত করিলেন—কিন্তু কিছুই হইল না। মাজিষ্ট্রেট বিচারের জন্য আদিত্যকে দায়রায় পাঠাইলেন।

দায়রার বিচারের দিন প্রায় দেড় মাস পরে নির্দ্দিষ্ট হইল। দয়াল বাবু ইচ্ছা করিলেন এতাধিক দীর্ঘকাল অমলাকে সেখানে রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই, কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অমলা সদ্যপ্রসবিনী, এ অবস্থায় তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিলে নানা প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা। এজন্য সে চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অধি-



কন্তু অমলাকে জিজ্ঞাসায় উত্তর পাইলেন বিধাতা তাঁহাকে স্বামী সঙ্গে কলিকাতা ফিরিতে দেন ফিরিবেন, নতুবা বিনোদ গ্রামের গঙ্গাগর্ভে প্রবিষ্ট হইবেন। মনের যে শান্তিকে লইয়া অমলা এতদিন আদিত্যনাথের দুঃখের সংসারকে সুখের আশ্রম করিয়া ছিলেন, এতদিনে তাঁহার সে শান্তি, সে স্থৈর্য্য, সে গাম্ভীর্য্য সকলই গিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত কিছু প্রকাশ না হইলেও অমলা মনে পাগল হইয়াছিলেন। যদিও সে মনোবিকৃতির পূর্ণ বিকাশ এখনও হয় না কিন্তু তাঁহার বিবেকবুদ্ধির কার্য্যকারিতাশক্তি অনেকটা নষ্ট হইয়া ছিল। ফলত আশা এখনও তাঁহাকে প্রবোধ দিতে অসমর্থ হয় না। দায়রার বিচারের দিন অপেক্ষা করিয়া রামদয়াল বাবু বিনোদগ্রাম পরিত্যাগ করিলেন না। আদিত্যনাথ যে জেলায় কাজ করিতেছিলেন, যেখানে তাঁহার অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য বিচার হইতেছিল, সে স্থানটীর প্রকৃত নাম প্রকাশ না করিয়া আমরা তাহাকে বিনোদগ্রাম বলিতেছি। রামদয়াল বাবু বিনোদগ্রামে অবস্থিতি কালে সকলের নিকটই আদিত্যনাথের চরিত্র সম্বন্ধে একদিনের জন্য একটী প্রতিকূল কথা শুনিতে পান নাই। কি ছোট কি বড়, কি ভদ্র কি অভদ্র যাহাদিগের সহিত আদিত্য পরিচিত ছিলেন সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত,সকলেই তাঁহার অমায়িকতার বশীভূত ছিল।অনেকেই আদিত্যকে উপস্থিত মোকর্দ্দমায় নির্দ্দোষী বলিয়া জানিত।

সংসারে যত দিন লোকের সম্ভ্রম থাকে তত দিন তাঁহার সংসারিক চরিত্র প্রকাশ পায় না, অনেকে জানিতে পারিলেও মুখে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। আদিত্যনাথের আচার ব্যবহারে কোন কলঙ্ক থাকিলে এ সময় তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িত। তিনি সময়ে সময়ে ঋণ করিতেন সে কথা পূর্ব্বে কাহাকে না বলিলেও আজি প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই ঋণ কেন হইল, পরিবারের ভরণ পোষণোপযুক্ত বেতন স্বত্বে কিসের জন্য তিনি ঋণ করিয়াছিলেন কেহই তাহার উত্তর করিতে পারেন না। মুখ ফুটিয়া আদিত্য কোন দিন কাহার নিকট প্রকাশও করেন না যে প্রভু পরিতোষের জন্য তিনি সময়ে সময়ে টাকা কর্জ্জ করিতেন। অমলা জানিতেন কি না আমরা তাহা বলিতে পারি না। লোকে এই দেনার কথা শুনিয়া তাঁহাকে অনেকটা সন্দেহ করিল যে বোধ হয় আদিত্য যৌবন সুলভ ঘৃণিত দোষে দোষী। নতুবা এরূপ ঋণগ্রস্ত হইবার অপর কোন কারণ ছিল না। দেনার কথা রামদয়াল বাবু মার্জিষ্ট্রেট আদালতে শুনিয়াছিলেন তিনি অমলাকে জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন সংসারে আদিত্যের এমন কোন কাজ নাই যাহা তিনি জানেন না—অর্থক হউক, অনর্থক হউক যখন যে কোন চিন্তা তাঁহার মনে উঠিত তাহাই তিনি জানিতেন। কিন্তু তাঁহার মুখে কোন দিন বিনোদগ্রামে দেনার কথা শোনেন নাই। তখন



উত্তমর্ণের চরিত্রের প্রতি রামদয়াল বাবুর সন্দেহ জন্মিল; তিনি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া নিদর্শন পত্র দেখিতে চাহিলে জানিলেন তাহা আদালতে দাখিল আছে।

# বিংশ পরিচ্ছেদ।

সাংসারিক এমন কি কাজ আছে যে অর্থে আর চেষ্টায় সম্পন্ন হয় না! অর্থে দুষ্প্রাপ্য জিনিষ পাওয়া যায়, অসাধ্যের সাধন করা যায়! রামদয়াল বাবু জেল থানায় গেলেন, জেলের জমাদারকে গোপনে লইয়া বলিলেন আদিত্যনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক। তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে তাহার মিঠাই খাওয়ার ব্যবস্থা ষোল আনা রকমে হইবে। জমাদার স্মিত মুখে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি একটু কৃত্রিম ভক্তি দেখাইল; দ্বিতীয় বার বলায় স্বীকার করিল; রাত্রি নয়টার সময় তাঁহাকে আসিতে বলিল। রামদয়াল বাবু জমাদারের দক্ষিণ হস্তটী টানিয়া লইয়া তাহাতে কি রাখিয়া দিয়া হস্ত মুষ্টি বদ্ধ করিয়া দিলেন, আর বলিলেন সন্ধ্যার সময় আরও কিছু বিবেচনা করিবেন। জমাদার গদ্‌গদ্ চিত্তে বলিল "আপ লোককা তাবেদার।" ইহাতেই শিষ্টাচারের পরা-



কাষ্ঠা দেখাইয়া চতুর্দ্দিকে একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, দেখিল সেখানে আর কেহ নাই।

রাত্রি নয়টার সময় রামদয়াল বাবু আবার একবার জেল থানায় গেলেন। জমাদার তাঁহার অপেক্ষা করিয়া ব্যস্ত হইতেছিল—এমন সময় তিনি দেখা দিলেন। জমাদার ধীরে ধীরে জেলের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া রামদয়াল বাবুকে ভিতরে লইয়া গেল। যাইবার সময় (Warder) দ্বার রক্ষককে লক্ষ্য করিয়া বলিল "এস্‌কা কুচ করনা চাহিয়ে।" বলিতে না বলিতে রামদয়াল বাবু চাঁদের টুকরা অপেক্ষাও মনোহর একটী রৌপ্যচন্দ্রমা পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। টাকাটী হাতে লইয়া কপালস্পর্শ করিয়া দ্বারবান সেলাম করিল। সে সেলামটী একাইক রামদয়াল বাবুকে নহে—টাকাটীকে, এবং তাহার অদৃষ্টকে।

রাম দয়াল বাবু নিরাপদে জেলে প্রবিষ্ট হইলেন। জমাদার আদিত্যনাথকে বাহিরে আনিল। রামদয়াল বাবুকে দেখিয়া তিনি বলিলেন "মহাশয় এসেছেন?"

রাম। আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা কত্তে, আর গোটাকতক কথা বল্‌তে এলেন।

আদি। বলবেন আর কি—দেখ্‌বেন অমলা আপ-নার—তাহার আর কেহ নাই।

আদিত্যনাথের আর কোন কথা মুখে আসিল না।

রামদয়াল বাবুর চক্ষে জল আসিল, রুমালে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "ভয় কি আপনি, অব্যাহতি পাবেন। বিপদে অধীর হবেন না। এ সময় একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন। অর্থে সকলই হয়। আপনার সে অভাব নাই। চেষ্টার ত্রুটী হইবে না। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আপনার যে দেনা সে কি সংসারের জন্য ?"

আদিত্যনাথ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন "যে সংসারের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীরূপা অমলা—তাহার সংসারে অভাব কিসের ? তবে বিনোদগ্রামের দেনা যে কারণে তাহা অমলাকে যখন বলিনা, তখন কাহাকেও বলিব না।"

রামদয়াল বাবু নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আমি আপনাকে, আর অমলাকে উত্তমরূপ জানি—লোকে নানা কথা বলিলেও আমার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক। আপনি না বলিলে কিরূপে সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারি !"

আদি। ঋণ সত্য—তাহাতে কোন কৃত্রিমতা নাই। ঋণের কারণ কাহাকেও বলিব না। সংসার মানব চরিত্রের পরীক্ষাস্থল। মানবজীবন আর সংসারকে দিয়া ঈশ্বর জীবের পরীক্ষা করেন।

রামদয়াল বাবু পুনরপি নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন, কৃতকার্য্য হইলেন না।

রামদয়াল বাবু দুঃখিত মনে বাসায় ফিরিলেন।



দুই দিন দশদিন করিয়া সেসন মোকর্দ্দমার দিন উপস্থিত হইল।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালীর উদ্দেশ্য অতি প্রশংসনীয়, কিন্তু সকল স্থানে সেই উদ্দেশ্য, সেই ব্যবস্থা যদি কার্য্যতঃ প্রতিপালিত হইত। সেসনে গুরুতর অপরাধের বিচার হয়, এজন্য সেসনের বিচারে জুরীর প্রথা প্রবর্ত্তিত। মনুষ্য মাত্রের মনই ভ্রান্তিসঙ্কুল ; এজন্য দায়রার বিচারকার্য্য এক জনের উপর নির্ভর নহে। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য, সাধারণ সরল মনের অভিপ্রায় লইবার জন্য বিচারক ভিন্ন অপর লোকের প্রয়োজন হয়।

আদিত্যনাথের অপরাধের বিচার জন্য পাঁচজন জুরী বসিলেন। সরকারের উকীল জুরী এবং জজ সাহেবকে সম্বোধন করিয়া সংক্ষেপে আদিত্যনাথের অপরাধ, অপরাধ সাব্যস্ত করিবার জন্য যে যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়া ছিল তাহার উল্লেখ করিলেন। তাহার পর সাক্ষীদিগের প্রমাণ-বাক্য লিখিত হইতে আরম্ভ হইল। শেষে সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণ হইল যে সরকারী টাকা আইনানুসারে বিশ্বাসের সহিত আদিত্যনাথকে অর্পিত হইয়া ছিল, সেই টাকা তিনি সরকারী কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে ব্যবহার করিতে অধিকারী না হওয়া স্বত্বেও আপন প্রয়োজনে ব্যয় করিয়াছেন। আদিত্যনাথের অর্থাভাব এই মোকর্দ্দমার একটী

অবস্থা ঘটিত প্রমাণ মধ্যে গণ্য হইল। অর্থাৎ তিনি সময়ে সময়ে ঋণগ্রস্ত হইতেন, তাঁহার উত্তমর্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়া সে কথা বলিলেন। অতএব তাহাতে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই।

আদিত্যনাথের উকীল অনেক আপত্তি করিলেন আইনানুসারে আদিত্যনাথ সরকারী টাকা রাখিতে বাধ্য ছিলেন না! সে টাকা তাঁহাকে বিশ্বাস করিবার জন্য ডাক বিভাগে কোন ব্যবস্থাও নাই। যদিই তাঁহাকে বিশ্বাস করা হইয়া থাকে সে জন্য আপিশের প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার জন্য দায়ী। আর তদনুকূলে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত ছিল সে সকল প্রচুর নহে; আরও এককথা এই যে —মহাত্মা ডিক্রুজ নিজে সমস্ত হিসাব রাখিতে বাধ্য ছিলেন, এবং তাহাই তিনি করিতেন। এমন স্থলে যদি কোন ক্রটী হইয়া থাকে তাহা হইলে ডিক্রুজ মহাশয় অপরাধী। উকীল মহাশয় অনেক বলিলেন, আইনের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় নানা রকমে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আইনের সম্ভ্রম সম্পূর্ণ রূপে রাক্ষিত হইল না। জজ সাহেব বলিলেন একটা বড় আপিশের ভার লইয়া এক ব্যক্তি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিলেও সকল কর্ম্ম দেখিয়া উঠিতে পারা সম্ভব নহে। কিন্তু ইতপূর্ব্বে এরূপ প্রমাণ গৃহীত হইয়া ছিল যে ডিক্রুজপুত্র কেবল কাগজ সহী করিতেন আর কিছু করিতেন না। সমস্তই তিনি



সরল মনে আদিত্যকে সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকিতেন; ভাল মন্দ কিছুই জানিতেন না। উকীল বাবু এসকল কথার উল্লেখ করিলে উত্তর পাইলেন—"উচ্চতম কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনস্থের প্রতি বিশ্বাস করিয়া কখন অপরাধী হইতে পারেন না।" উকীল বাবুর এরূপ উক্তি কোর্টের অবমাননা সূচক বলিয়া উক্ত হইলে তিনি হতাশ হইয়া নিস্তব্ধ রহিলেন।

জজ সাহেবের বক্তৃতা শুনিয়া এবং উকীল বাবুর প্রতি তাঁহার বিরক্তি দেখিয়া জুরীরা সাবস্ত্য করিলেন আদিত্যনাথ দোষী।

জজ সাহেব হুকুম দিলেন আদিত্যনাথ পাঁচ বৎসর কাল কঠিন পরিশ্রম সহ কারারুদ্ধ থাকিবেন।

সংসারাসক্ত মানবমন যতই নির্বিকার ও নির্লিপ্ত থাকিতে চেষ্টা করুক না, বিপদে মনকে সুব্যবস্থিত রাখা সহজ হয় না। ষড়রিপুবিলাসী মন আপন স্বভাব ভুলিতে পারে না।

জজ সাহেবের মুখ হইতে এই আজ্ঞা প্রচার হইবা মাত্র আদিত্যের মন শান্তির বন্ধন ছিন্ন করিল—তিনি ভাবিলেন ঈশ্বর নির্দ্দয়—নিষ্ঠুর—বিবেকবুদ্ধি বিহীন, পক্ষপাত ময়,—অথবা যে রূপ শুনা যায় তিনি পরম দয়াল, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান,—কীটাণু হইতে দেবতা পর্য্যন্ত সকল জীবেই তাঁহার একীভাব। এরূপ গুণসম্পন্ন না হইলে ঈশ্বর

হইতে পারেন না। যদি তাঁহার এসকল গুণের অভাব—তবে ঈশ্বর নহেন, অথবা তিনি নাই। পরক্ষণেই বৈরাগ্যসহ শান্তি আসিল—আদিত্য ভাবিলেন ঈশ্বর আছেন। তাঁহার অনন্ত লীলা আমাদের সামান্য বুদ্ধির গম্য নহে। তাঁহার গুহ্যতম অভিপ্রায় আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই। তাঁহার অভ্রান্ত নিয়মে জগৎ সংসার চলিতেছে। তিনি স্বয়ং সত্য; এবং তাঁহার প্রণীত নিয়মাবলী ভ্রমপ্রমাদ শূন্য! আমাদের সামান্য বুদ্ধি তাঁহার রহস্য পূর্ণ কার্যের ভিতর প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ নহে। মনুষ্য মাত্রেই আপন ভ্রম, আপন দোষ দেখিতে পায় না। তাই তাঁহাতে দোষারোপ করে—হয়ত এমন কোন কর্ম্ম ছিল যাহার ফলে আজি আমার এ দুর্গতি ঘটিল।

---

# একবিংশ পরিচ্ছেদ।

আদিত্যনাথের মোকর্দ্দমার দিনে কুমুদনাথ আদালতে উস্থিত ছিল; মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে সংবাদ আসিয়াছিল পূর্ণগর্ভা অমলা প্রসব পীড়ায় কাতরা। রামদয়াল বাবু সেই সংবাদ পাইবা মাত্র কুমুদনাথকে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন। কুমুদ বাসায় পৌছিয়া দেখিল শারদ আকাশের চন্দ্রমার ন্যায় একটী পুত্র সন্তান সূতিকাগারে অমলার অঙ্ক অলোকিত হইয়া রহিয়াছে। কৌতূহল পরায়ণা প্রতিবেশিনীগণ এই বিপদের সময় সুন্দর সুলক্ষণ যুক্ত পুত্রটীকে দেখিয়া আদিত্যনাথের বিপদ মুক্তির নিশ্চয়তা সূচনা করিলেন। আদিত্যনাথকে শুভ

সংবার দিবার জন্য কুমুদকে আদালতে পাঠাইয়া দিলেন। কুমুদনাথ আদালতের প্রবেশ দ্বারে যাইবা মাত্র রামদয়াল বাবুকে বিষণ্ণ মনে একস্থানে উপবিষ্ট দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল। রামদয়াল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না—তিনি কুমুদের মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া আর চাহিতে পারিলেন না, চক্ষে কাপড় ঢাকা দিয়া অধোমুখে রহিলেন। কুমুদ আদালত গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল আদালতে জনপ্রাণী নাই; বাহিরে আসিয়া একজন চাপরাসীকে জিজ্ঞাসায় জানিল অগ্রজের পাঁচ-বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। শুনিবা মাত্র কুমুদনাথ অধীর হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনেক ক্ষণের পর রামদয়াল বাবু কুমুদকে তুলিলেন তাহার মুখে শুনিলেন অমলা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন। আদিত্য-নাথকে এই শুভসংবাদ দেওয়া ততটা আবশ্যক বোধ করিলেন না, অথবা সাক্ষাৎ করিতে দুঃখ বোধ করিলেন। এজন্য সেখানে দেরি না করিয়া বাসায় রওনা হইলেন। কুমুদনাথ ছাড়িল না অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাশ্রুবদনে সে শুভ সংবাদ তাঁহাকে শুনাইল। আদিত্য প্রহরীদিগের অনুমতি লইয়া কুমুদকে এই কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন "যদি জীবিত থাকি ভাই কুমুদ, পাঁচ বৎসরের পরে তোমাদের চাঁদমুখ দেখবো, অমলাকে বলো, যিনি আমাদের সকল বিপদ নিবারণ করেছেন



তাঁর প্রতি যেন ভক্তি থাকে—তিনি ভিন্ন জীবের গতি নাই—যত দেখছ সকলই তাঁর খেলা! প্রাণ ভরে সেই মধুমাখা নাম নিয়ে পাঁচবৎসর পাঁচ মুহূর্ত্তের মত কাটাতে পারবো—বিপদের নাম যেমন, সাক্ষাৎ তেমন নয়! ছেলেটী বেঁচে থাকেত "বিভু" বলে ডেকো—বিপদান্তে সুখে দুঃখে সদাই যেন তাঁর নাম মুখে আনতে পাই—"বলিতে বলিতে আদিত্যনাথের কথা বন্ধ হইল। তিনি কারাগারে প্রবিষ্ট হইলেন।

আদিত্যনাথের গৃহে আজি হর্ষ বিষাদে ঘোরতর ঈর্ষা, দারুণ কলহ! কাহার মনে হর্ষের, কাহার মনে বিষাদের জয়! মানব মন অদৃষ্টলিপির উভয় পৃষ্ঠা সমান দেখিতে ভাল বাসে; কিন্তু কোথাও তাহার সমা-বেশ দেখা যায় না। পাপে ধর্ম্মে, সুখে দুঃখে সংসার চলিয়া আসিতেছে। আজি আদিত্যনাথেরও তাহাই ঘটিল।

কয়েক দিবস কাটিয়া গেল। নবজাত আদিত্যকুমার সূতিকাবাস পরিত্যাগ করিল। একটু সুস্থ সবল দেখিয়া রামদয়াল বাবু অমলাকে কলিকাতা লইয়া গেলেন। কলি-কাতায় আসিয়া অমল একখানি পত্র পাইলেন তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল,—

"প্রিয় অমল,

তোমার কাছে আমার কিছুই গোপন নাই, লোকে বলে "মনের অগোচর পাপ নাই" তেমনি তোমার অগোচর

আমার কোন কাজই নাই,তাহা তুমি জান,কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা আমাদ্বারা রক্ষিত হয় নাই। বিনোদগ্রামের ঋণের বিষয় তোমাকে কিছু বলি নাই,কেন যে বলি নাই তাহা তোমাকে লিখিব না—যদি সুখে কখন বলিবার দিন পাই তবে বলিব। বোধ হয় সেই পাপে আমার এ দুর্গতি হইল। উপস্থিত বিপৎপাত যদি সেই অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হয় তাহা হইলে সন্তুষ্ট আছি। কেন না তুমি আমার সংসারের সুখ দুঃখের অংশভাগিনী—তোমার নিকট আত্মগোপন জন্য আমি অপরাধী, সেজন্য তুমি কিছু মনে করিওনা।

কুমুদকে দিয়া যাহা বলিয়া দিয়াছি তাহা শুনিয়া থাকিবে। সেই মত করিও—করিলে দুঃখের দিনও সুখে যাইবে।

পুত্রের জন্ম গ্রহণের দিনে আমার এ বিপদ হইয়াছে বলিয়া নিরপরাধী শিশুকে অযত্ন করিওনা। তাহা হইতে তুমি সুখী হইবে। সংসারে যত ক্ষণজন্মা মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্ম সময়ে প্রায়ই পিতা মাতার একটা না একটা ঘোরতর বিপৎপাত হইয়াছে। রাজা রাজ্য চ্যুত হইয়াছেন; মানীর সম্ভ্রম লয় হইয়াছে; রাজকুল লক্ষ্মী বনবাস আশ্রয় করিয়াছেন। তোমাকে অধিক বলিতে হইবে না, মোগল কুলভূষণ ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর আকবরের জন্মকাল স্মরণ কর, সীতানির্ব্বাসন মনে কর; আমাদের মহারাণীর পিতার অবস্থা চিন্তা কর।



সুখের অতীত দৃষ্টান্তের স্মৃতিই মনুষ্যের বিপদে আশ্রয়! অতএব বিপদে মনের বল হারাইওনা।

তোমার
আদিত্যনাথ।"

# দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে আদিত্যনাথের কারাদণ্ডের ছয় মাস অতীত হইল। জেল বিভাগের নিয়মানুসারে তিনি এই সময়ে মুঙ্গেরের জেলে নীত হইলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের রাত্রি প্রায় বারটা বাজিয়াছে। দারুণ দুঃসহ গ্রীষ্ম—পাতাটী নড়েনা; যেন পৃথিবী হইতে বাঁতাস অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ, চন্দ্র কিরণ গায়ে মাখিয়া দুর্জ্জয়মানমগ্না ললনার ন্যায় মুদিত নেত্রা। আকাশের উপর দিয়া এক একটা রাত্রিচর পক্ষী ডাকিয়া যাইতেছে। গঙ্গার জলে দুই একটা পাখী থাকিয়া থাকিয়া এক একটা রব করিতেছে। মাঠে, শ্মশানে, গাছতলায় শৃগালাদি রাত্রিচর পশুর পদধ্বনি শ্রুত হইতেছে। গ্রীষ্মের জ্বালায় কাহার ঘুম হইতেছে না। জেল খানার বাহিরে হিন্দুস্থানী চাপরাসীরা একত্র হইয়া বেসুরা ঢোলকের সঙ্গতে পাচ সত জন জুটিয়া হিন্দী ভাষায় চীৎকার করিতেছে।



ঢোলকের সঙ্গত না থাকিলে সেই দুর্বোধ চীৎকার ধ্বনিকে গীত বলিয়া বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। জেল খানার সকল কয়েদীই সমস্ত দিনের খাটুনীর পর আপনাপন কম্বলের উপর অঙ্গ ছড়াইয়া কারাযন্ত্রনাকে উপহাস করিতেছে। আদিত্যনাথ জাগ্রত, তাঁহার চক্ষে ঘুম নাই। মনে পড়িতেছে অমলা, নিরুদ্দিষ্টা পিতা, নাবালক ভাই দুইটী আর শিশু সন্তানটী। তাহারা এখন কেমন আছে—স্বাধীন ভাবে আপন ঘরে কত আবদার করিত, কে এখন তাহাদের আবদার সহ্য করিতেছে। পূর্ব্বের মত আর অজ্ঞানই নাই, এখন তাহাদের আপন পর জ্ঞান হইয়াছে, আপনাদের দুর্ভাগ্য বুঝিতে পারিয়া হয়ত আপনারা দরিদ্র, পরগৃহ পরান্ন প্রত্যাশী বলিয়া মনের আবদার মনে রাখিয়া মলিন স্ফূর্ত্তি হীন হইয়া মেঘাবৃত চন্দ্রমার ন্যায় প্রতিভা হারাইয়া দীনভাবে কাল কাটাইতেছে। মনের মত খাবার পরবার না পাইয়া হয়ত কতই ক্ষুণ্ন হইতেছে। অগ্রজবঞ্চিত হইয়া আপনাদিগকে বিধি বিড়ম্বিত মনে করিয়া কতই কষ্ট পাইতেছে। অন্ন বস্ত্রের অভাব থাকিলেও অমলা মনে মনে যে ক৬ না কল্পনা করিতেন আজি তাহার সুপ্রতুলতাতেও যেন তদপেক্ষা কি এক দারুণ মর্ম্মভেদী অভাব চিন্তা করিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার কুল কিনারা না পাইয়া আদিত্য এক একবার নিদ্রার উপাসনা করিতেছেন—নিদ্রা আসিতেছে না; অমলা, নলিনী সকলকে ভুলবার

জন্য তাহাদিগকে মন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, যেন সেই ছোট ছোট ভাই গুলি, অমলা আর কুসুমকোমল শিশুটী কোথা হইতে মনের ভিতর আসিয়া বসিয়া রহিয়াছে দেখিতেছেন। এমন সময় বাহির হইতে জেল খানার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; একটি আলোক তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী হইল দেখিয়া আদিত্য শয়ন করিলেন। এমন সময় হইলে "জেলার" না হয় নায়েব জেলার বা ডাক্তার বাবু—কয়েদীদিগকে দিয়া অঙ্গসেবা করাইতেন। সেই ভয়ে তিনি কপট নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিন্তু আলোকটী তাঁহার গৃহ দ্বারে আসিয়াই থামিল। যাঁহার হস্তে আলোক ছিল তিনি "জেলার"; আদিত্যনাথের নাম লইয়া বারম্বার ডাকিতে লাগিলেন। আদিত্য এ পর্য্যন্ত একদিনও জেলারের অঙ্গ সেবায় নিযুক্ত হয়েন নাই! ভাবিলেন আজি বুঝি তাঁহার পালা পড়িয়াছে, আর নিস্কৃতি নাই ভাবিয়া কৃত্রিম নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন, বিছানা হইতে উঠিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিলেন দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তখন ভাবিলেন বারম্বার ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া বাবু বুঝি তাহার দণ্ড বিধানে আসিয়াছেন, শশব্যস্তে বলিলেন, "মহাশয় মাপ করবেন, বিলম্ব হয়েছে।"

জেলা। আদিত্য আর তুমি কয়েদী নাই, এখন তুমিও যেমন আমিও তেমন। তুমি খালাস পাইয়াছ, খবর আসিয়াছে।



বলা বাহুল্য যে জেল দারগা বাঙ্গালী। আদিত্যনাথ জেলারের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিলেন না, ভাবিলেন উঠিতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি ব্যঙ্গ, করিতেছেন, এজন্য বলিলেন "মহাশয় অপরাধ হয়েছে মার্জ্জনা করুন, ভবিষ্যতে এরূপ হইবে না।"

জেলা।, আমি তোমাকে মিথ্যা বলিতেছি না তুমিত ইংরাজী জান এই টেলিগ্রাম দেখ।

আদিত্যনাথ টেলিগ্রামে দৃষ্ট করিলেন লেখা আছে—

"Release prisoner Aditya Nath Ray at once"

আদিত্যের অঙ্গ কাঁপিল;—চক্ষে জল আসিল,—উর্দ্ধদিকে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন "ভুল করেছিলাম দেব, মার্জ্জনা করো—তোমার অনন্ত লীলা বুঝি আমার এমন সাধ্য কি?"

জেলা। এখন স্বাধীন ভাবে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পার, আর জেলে থাকবার আবশ্যক নাই।

আদি। মহাশয় এই রাত্রি দ্বিপ্রহরে কোথায় যাবো। কে আমার এখানে আপনার আছে! রাত্রি টা এখানে থাকতে দেন।

জেলা। আচ্ছা—তবে তাই কর।

জেল খানার আর জেলখানাত্ব রহিল না,—আদিত্য তাহার ভিতর থাকিয়া ও আজি স্বাধীন। কিন্তু তিনি কিরূপে খালাস হইলেন। রামদয়াল বাবু হাইকোর্টে, যে আপীল

করিয়া ছিলেন তাহা ত অনেক দিন না মঞ্জুর হইয়াছে। তবে কিসে হইল। এই ব্যাপারের গুপ্ত রহস্য জানিতে তাঁহার বড় আগ্রহ জন্মিল।

রাত্রি প্রভাত হইল ;—জেল খানা জাগ্রত হইল,—আদিত্য জেলারের নিকট নীত হইলেন এমন সময় সিবিল সার্জ্জন আসিলেন; তাঁহার সহিত আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন জেল দেখিতে আসিয়া ছিলেন তিনি জেলারের নিকট বসিয়া রহিলেন, আদিত্যের আকার প্রকারে উচ্চ বর্ণের লক্ষণ সমুদায়, মুখশ্রীতে বিদ্যাবত্তা এবং বিচক্ষণতার চিহ্ন দেখিয়া তিনি কৌতূহলী হইয়া জেলারের বহীতে দৃষ্টি করিলেন কয়েদীর নাম "আদিত্যনাথ রায়"। নাম দেখিয়া ডাক্তার বাবুর অঙ্গ শিহরিল, মুখ কালিমা বর্ণ ধরিল, আদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কোন আত্মীয় এখানে আছেন ?"

আদি। না—আমি বিনোদগ্রামের জেল হইতে ট্রান্সফার হইয়া আসিয়াছি।

ডাক্তা। এখন কোথায় যাবেন ?

আদি। যে দিকে দু চক্ষু যাবে।

ডাক্তা। আপনার দেশে আত্মীয় স্বজন কেহ নাই।

আদি। আমার আত্মীয় যিনি তিনি সকল স্থানেই আছেন। জন্মভূমে আর মুখ দেখাইব না।

ডাক্তা। ছেলেটীকে দেখ্‌বেন না ?



আদি। দেখবার মত যদি হই, তবে দেখবো।

ডাক্তার বাবু আদিত্যকে আপনার বাসায় লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করিলেন, আদিত্য সম্মত হইলেন না। ডাক্তার বাবুর কথা মত জেলার বাবুও অনুরোধ করিলেন। আদিত্য অগত্যা স্বীকার করিলেন। তিনি ডাক্তার বাবুর বাটীতে যাইয়া কি দেখিলেন ? মুঙ্গেরের সেই লোকনাথ বাবুর বাসা। যেথানে তিনি বাল্যকালে অমলার কাছে বসিয়া লেখা পড়া করিতেন ! বাসা দেখিয়া আদিত্যনাথ বলিলেন "মহাশয় এ বাসায় আমার থাকা হ'চ্চে না।"

ডাক্তা। আপনি একটু শ্রান্তিদূর করুন—আমি বাটীর ভিতর হ'তে আসচি।

ডাক্তার বাবু বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইবার কিছুক্ষণ পরেই অন্তঃপুরে আনন্দকোলাহল উঠিল। কাহার চক্ষে আনন্দাশ্রু, কাহার মুখে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা বচন, কাহার জ্বলন্ত হৃদয়ে শান্তি বারি নিক্ষিপ্ত পূর্ণোচ্ছ্বাস ! ডাক্তার বাবু একটী শিশু সন্তান ক্রোড়ে লইয়া বাটীর বাহিরে আসিলেন। শিশুটী যেন সোনায় গড়া, মুখে যেন ফুলের হাসি—চিনা নাই অচিনা নাই, যে লয় তারই কোলে যায় ; বসাইলে খেলা করে। ডাক্তার বাবু আদিত্যনাথের কাছে বসিবামাত্র শিশুটী তাঁহার ক্রোড় হইতে নামিয়া আদিত্যের ক্রোড়ে ধাবমান হইল। ডাক্তার বাবু আর্দ্র নয়নে বলিলেন "কি দাদা চিন্‌তে পেরেছ ?" ,তাহার পর

তিনি আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন। আদিত্য শিশুটীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন,জগতের যাবতীয় প্রিয়বস্তুতে তাঁহার যে ভাল বাসা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া শতভাগে বিভক্ত ছিল, সে সমস্ত একত্রিত হইয়া শিশুতে প্রবাহিত হইল। এমন সময় একটী বালিকা বাটীর ভিতর হইতে আসিয়া বলিল "জামাই বাবু বাড়ীতে আসুন !" আদিত্য অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কা'কে বল্‌চ।

বালি। আপনাকে।

আদিত্য বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন লোকনাথ বাবুর সেই বাড়ীর ভিতর অমলা হর্ষ, উৎফুল্লতায় যেখানে বসিয়া তাঁহার খাবার প্রস্তুত করিতেন আজি চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই খানে সজল নয়নে দণ্ডায়মানা।

ডাক্তার বাবু অমলার মাতুল। অদিত্যনাথের কারাবাসের সংবাদ শুনিয়া ভগিনেয়ীকে আপন বাটীতে আনিয়া ছিলেন। এতাবৎকাল অমলা মুঙ্গেরেই থাকিতেন।

অমলার জীবনে আজি এক নূতন দিন; অতীত বর্ত্তমানে সহানুভূতি। স্মৃতির সুখ বিহার, শোকের সন্তর্পন।

পরদিন আদিত্যনাথ সংবাদ পাইলেন যে বিনোদ গ্রামের আপিশের ভ্রম বাহির হইয়াছে। Examiner of postal accounts ডাকঘরের হিসাব পরীক্ষক নিয়মিত সময়ে হিসাব দেখিতে আসিয়া ভ্রম আবিস্কার করেন যে ২৫০৲



টাকা হিসাবে কম হওয়ায় অদিত্যনাথ কারাগার নিক্ষিপ্ত হইয়া ছয় মাস অতিবাবিত করিয়াছেন সেই ২৫০৲ টাকা ঠিকে ভুল—প্রকৃত তছরূপ নহে। তাহাতে আদিত্যের দোষ নাই। দোষ তাঁহার ইংরেজ প্রভুর,—তিনি নিজ হস্তে সেই ঠিক দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে এই হিসাব পরীক্ষক এক জন অকর্ম্মণ্য ? পদবাচ্য বাঙ্গালী।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে আদিত্য কলিকাতা হইতে কুমুদনাথের একখানি পত্র পাইয়া অবগত হইলেন ভবনাথ পশ্চিমাঞ্চল হইতে প্রত্যাগত হইয়া অহর্নিশ অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, তিনি শুনিয়াছেন যে পুত্রের কারাদণ্ড হইয়াছে। যতদিন তাঁহাকে না দেখিতে পান। কারামোচন সংবাদ তিনি বিশ্বাস করিতেছেন না, অতএব সত্বর তাঁহাকে সপুত্র কলিকাতা যাইতে হইবে। একজন জ্যোতির্বিদের উপদেশে আদিত্যের পিতা এক বৎসর কাল অজ্ঞাতবাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সংবাদ রামদয়াল বাবু অকস্মাৎ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আদিত্যনাথের নামে উইল করিয়া, কেবল মাত্র বার্ষিক দ্বাদশ শত মুদ্রা উপস্বত্বের বিষয় তাঁহার স্ত্রীর জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

সম্পূর্ণ।